।। প্রথম প্রকাশ ।।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬০

।। প্রকাশক ।।

ডি. আর. দে

ডি. আর. ডি. পাবলিকেশন

২/১এ আবদুল হালিম লেন,

কলিকাতা-১৬

।। মুদ্রাকর ।।

অরবিন্দ দে

ডি. আর. ডি. ইম্প্রেসন

২/১এ আবদুল হালিম লেন

কলিকাতা-১৬

।। প্রচ্ছদ ।।

রবীন নাথ

।। নাটক রচনার প্রথম দিনটি থেকে যে আমার সঙ্গী ও সমালোচক সেই উদীয়মান তরুণ নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতা চঞ্চল ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দিলাম আমার 'সম্রাটের মৃত্যু'র পঞ্চম সংস্করণ ।।

একটি কল্পনা।

একটি মৃত নগর।

একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ।

একটি ঘূণধরা সমাজ ব্যবস্থা।

একটি একান্নবর্তী পরিবার।

একটি ভয়ঙ্কর পরিবেশ।

একটি কাহিনী ঃ এক সম্রাটের মৃত্যু আর এক সম্রাটের জন্ম।

একটি বিয়োগান্ত নাটক।

একটি নাম।

সম্রাটের মৃত্যু।

বিহার ষ্টেট্ সেলস্ রিপ্রেজেনটেটিভ্ ইউনিয়ন রাঁচি ইউনিটের রেষ্ট হাউসে বসে একদিন লিখেছিলাম 'সম্রাটের মৃত্যু'র কাহিনী। পত্রাতু থার্মল পাওয়ার ষ্টেশনের রেষ্ট হাউস রাশিয়ান হোষ্টেলে কাহিনী রূপান্তরিত হোয়েছিল নাটকে। দক্ষিণ কোলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা দীপশিখা শিল্পগোষ্ঠী অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে 'সম্রাটের মৃত্যু' মঞ্চস্থ কোরেছিলো পঁয়ষট্টির সতেরোই এপ্রিল ও চোদ্দোই মে-র রাতে।

অমর লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ ভার নিয়েছিলেন 'সম্রাটের মৃত্যু' প্রকাশের সেইসঙ্গে প্রচারের। আজ এই নাটকের পঞ্চম প্রকাশের দিনে আমি ঋণী হোয়ে রোইলাম অমর লাইব্রেরীর কাছে। 'সম্রাটের মৃত্যু' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য নাট্যসংস্থা নাটকটি মঞ্চস্থ করে এবং দর্শক সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ কোরে সমালোচকের ভাষায় 'জনপ্রিয়' হোয়ে ওঠে। ধন্য হোলাম আমি। আজ পঞ্চম প্রকাশের দিনে প্রতিটি নাট্যসংস্থার

নির্দেশক, নেপথ্যের কর্মী এবং প্রতিটি শিল্পীকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ কোরে কৃতজ্ঞতা জানাই দক্ষিণ কোলকাতার অন্যতম নাট্যসংস্থা অনির্বাণ এর শিল্পীদের, শক্তিমান নাট্যনির্দেশক গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় যারা এ নাটকের নিয়মিত অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হোচ্ছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সমালোচক প্রবোধবন্ধু অধিকারীকে—নাট্যকার জীবনের শুরু থেকে যাঁর কাছ থেকে পেয়ে আসছি আমি উৎসাহ আর প্রেরণা। কৃতজ্ঞতা জানাই সাহিত্যিক সমালোচক শ্রদ্ধেয় নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে—যাঁর কাছ থেকে আমি পেয়ে আসছি সুচিন্তিত অমূল্য উপদেশ।
যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ 'সম্রাটের মৃত্যু' র পঞ্চম সংস্করণ বেরুলো সেই অমর লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ এবং তরুণ নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা চঞ্চল ভট্টাচার্যের কাছে চির ঋণী হয়ে রইলো শচীন ভট্টাচার্য।

এবার নাটকের কথা।
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তথাকথিত নাট্যকার আমি। কথার পিঠে কথা লিখে, লিখে চোলেছি নাটক। আশা, একখানা নাটকের মত 'নাটক' লিখবো। যে 'নাটক' সত্যিকারের নাটক হবে—যে 'নাটক' তথাকথিত নাট্যকার শচীন ভট্টাচার্যকে দেবে নাট্যকারের স্বীকৃতি।
এ নাটক 'নাটক' হোলো কিনা সে বিচার কোরবার ভার চিন্তাশীল সমালোচকের। এ নাটক সম্বন্ধে তাই যে কোন রকমের সুচিন্তিত সমালোচনা ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ কোরবো।

অভিনীত নাটক জঘন্য কি প্রশংসনীয় বিচার কোরে চূড়ান্ত রায় দেবার ভার হৃদয়বান দর্শকের। এখানেও আশা, দলগত অভিনয়ের দিকে সামান্য দৃষ্টি রেখে যদি কোন নাট্যসংস্থা এ নাটকের অভিনয় করে তাহোলে

নিঃসন্দেহে অভিনয়ের মাধ্যমে তৃপ্তি দিতে সক্ষম হবে উপস্থিত দর্শককে। অত্যন্ত খুশী হবো, যে সকল নাট্যসংস্থা আমার এ নাটক অভিনয় কোরবেন অনুগ্রহ কোরে এবং সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার কোরে আমার নীচের ঠিকানায় তারা যদি পাঠিয়ে দেন অভিনয় রজনীর একখানা আমন্ত্রণলিপি।

শচীন ভট্টাচার্য

॥ সম্রাটের মৃত্যু * চরিত্রলিপি ॥

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সত্যব্রত

হীরেন

বীরেন

সৌমেন

সুরেশ চক্রবর্ত্তী

বিপ্লব মিত্র

দীনবন্ধু সেন

তুষার

শোভন রায়

অনিল সমাদ্দার

গোবিন্দ সরকার

মিঃ দত্ত

সুধাংশু লাহিড়ী

বহ্নি

স্বাতি

॥ সম্রাটের মৃত্যু ॥

॥ এক ॥

[মধ্যবিত্ত পরিবারের গোছানো একখানি ঘর। ঘরখানি দেখলে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ঘরখানি একই সঙ্গে বৈঠকখানা আর রাতে একজনের শোবার ঘরের কাজ কোরছে। ঘরের দুটো দরজার একটা দিয়ে ভেতরে আর একটা দিয়ে বাইরে যাতায়াত করা যায়। ঘরের দুটো দরজাতেই পা মুছবার জন্য ভাঁজ করা পুরোনো চট রাখা হোয়েছে। ঘরের দুটো জানলার একটা দিয়ে ভেতরের আর অন্যটা দিয়ে বাইরের কিছু কিছু অংশ দেখতে পাওয়া যায়। ঘরে আসবাবপত্র বোলতে ছোট একখানা খাট, খাটের ওপরে ভাঁজ কোরে তুলে রাখা বিছানা, একটা আলনা, একটা টেবিল আর খান তিনেক চেয়ার। টেবিলের ওপর রোয়েছে একখানা খবরের কাগজ ও বেশ কয়েকখানা বই, তার মধ্যে খানদুয়েক সিনেমা পত্রিকা। ঘরের দেওয়ালে একখানা ক্যালেণ্ডার ও ডানদিকের দেওয়ালে সেঁটে করা একখানা আয়না টাঙানো রোয়েছে। খাটের একপাশে তক্তা দিয়ে জুতো রাখবার ব্যবস্থা আছে। ঘরের দেওয়ালগুলো দেখলে বাড়িটা যে বহুদিন সারানো হয়নি সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ঘরের চারপাশের দেওয়ালের রং উঠে গিয়ে ফ্যাকাশে হোয়ে গ্যাছে।

প্লাষ্টার উঠে গিয়ে কয়েক জায়গায় ইঁটও বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ঘরখানি নিখুঁত ভাবে গোছানো। মঞ্চে আলো জ্বললে দেখা যাবে পরিষ্কার একখানা টেবিল ক্লথ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে হীরেনের স্ত্রী বহ্নি। টেবিলের ওপরের ময়লা টেবিল ক্লথ্‌খানা তুলে সে যখন হাতের পরিষ্কারখানা পেতে দিচ্ছে তখন ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে হীরেনের মেজভাই বীরেন। বীরেন কথা বলে উঁচুগলায়।]

বীরেন। এই যে বৌদি, তুমি এ ঘরে? কি বুদ্ধু আমি দ্যাখো, এঘরটা বাদ দিয়ে সব কটা ঘর খুঁজে মরছি।

[টেবিল ক্লথখানা পেতে দিতে দিতে হেসে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। তোমার ডাকতো আমি শুনিনি ঠাকুরপো?

বীরেন। ভয়ঙ্কর সিক্রেট ব্যাপার বৌদি, ডাকাডাকি কোরলে সব মায়াময় হোয়ে যাবে।

বহ্নি। সিক্রেট ব্যাপার! মায়াময় হোয়ে যাবে! সত্যি ঠাকুরপো, তুমি এতো সব মজার কথা বোলতে পারো—বাব্বাঃ, আমি যে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

বীরেন। এখন তোমাকে সব বোঝাতে বোসলে আমাকে আর ঠিক সময়ে গিয়ে স্টেজে পৌঁছুতে হবে না।

বহ্নি। আজকেও আবার থিয়েটার নাকি?

বীরেন। বেকার জীবনে নির্ভেজাল আনন্দ পেতে হোলে থিয়েটার ছাড়া যে দুসরা কোই রাস্তা নেহী হ্যায় বৌদি—আন্‌ডারস্ট্যানড্ ?

বহ্নি। বলো কি !

বীরেন। বিলকুল সাচ্। নিজের ওপরইতো একস্‌পেরিমেণ্ট কোরে দেখলাম বৌদি, সেণ্ট পারসেণ্ট কারেক্ট। চোখ কান বুজে একবার ভেতরে ঢুকে পড়লেই হোলো—ব্যস্, বেরুবার সব রাস্তা বন্ধ।

[তার কথা বলার ভঙ্গীতে বহ্নি না হেসে পারে না।]

বহ্নি। বেশ আছো তুমি ঠাকুরপো—তোমায় দেখলে হিংসে হয়।

বীরেন। পরে যতো পারো হিংসে করো, কিছু বোলবো না, আপাততঃ আমাকে পাঁচটা টাকা ছাড়ো তো—ট্যুইশানির টাকা পেলেই উইথ্ ইণ্টারেস্ট রিটার্ণ দিয়ে দেবো।

[তার কথায় আর একবার হেসে ফেলে বহ্নি।]

বহ্নি। আমাকে কি তুমি মহাজন পেয়েছো নাকি ঠাকুরপো ?

[হেসেই তার কথার উত্তর দেয় বীরেন।]

বীরেন। বেকার ঠাকুরপোদের কাছে বৌদিরাই যে কাইণ্ড-হারটেড্ মহাজন বৌদি ? প্লিজ ডু ইয়োর ডিউটি—সাতটায় শো—হারি আপ্।

বহ্নি। দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।

[ময়লা টেবিল ক্লথখানা হাতে নিয়ে হেসে ভেতরে চোলে যায় বহ্নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ ভালো ভাবে নিজের মুখ দেখতে দেখতে বিড়বিড় কোরে কি যেন বোলতে শোনা যায় বীরেনকে। বহ্নি ঘরে ঢুকে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রথমটায় একটু যেন থমকে দাঁড়ায় কিন্তু পরক্ষণেই অবস্থাটা বুঝে নিয়ে হেসে কথা বলে।]

বহ্নি। এখনো পার্ট মুখস্ত কোরছো? সাতটায় শো বল-ছিলে না?

বীরেন। একটা জায়গা একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম বৌদি, বিরাট ডায়লগ্ কিনা, কিছুতেই ঠিক বাগে আনতে পারছি না।

বহ্নি। ওঃ, এই নাও।

[বীরেনকে একখানা পাঁচ টাকার নোট দেয় বহ্নি। নোটটা ভাঁজ কোরে পকেটে রাখতে রাখতে কথা বলে বীরেন।]

বীরেন। জায়গাটা একবার শুনবে বৌদি? হাসবে না কিন্তু বোলে দিলাম, হোয়ে গেলে শুধু কিরকম হোলো বোলবে—বলি?

বহ্নি। বলো শুনি।

[বীরেনকে আস্তে আস্তে বেশ গম্ভীর হোতে দেখা যায়। তারপর সে শুরু করে। বহ্নিকেও বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকে লক্ষ্য কোরতে দেখা যায়।]

বীরেন। হ্যাঁ আমি, আমি খুন কোরেছি—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমি খুনী। কেন খুন কোরলাম—কেন কোরলাম জানেন? আই এ্যাম নট্ এ বর্ণ ক্রিমিনাল্—সমাজ—আমার সমাজ আমাকে ক্রিমিনাল বানিয়েছে—মানুষ ছিলাম আমি, আমাকে অমানুষ কোরেছে—আঘাতের পর আঘাত দিয়ে আমার দয়া মায়া ভালোবাসা, বিচার বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছু কেড়ে নিয়েছে—প্রতিমুহূর্তে ইচ্ছে হোচ্ছে চীৎকার কোরে সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দি আমার পথচলার নগ্ন কাহিনী—আতঙ্কে শিউরে উঠে সাবধান হোক ঘুঁণে ধরা সমাজ ব্যবস্থার শিকার প্রত্যেকটি মানুষ।

[বীরেনের কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সৃষ্টি করে। তার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হোয়ে যায় বহ্নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সহ্য কোরতে না পেরে চীৎকার কোরে থামিয়ে দেয় তাকে। বীরেন মুহূর্তে স্বাভাবিক হোয়ে ওঠে।]

বহ্নি। চুপ করো—চুপ করো ঠাকুরপো, আমি আর শুনতে পারছি না!

বীরেন! একেবারে ঢিল খাওয়ার মতো হয়নি তাহোলে কি বলো? কিন্তু তোমরা এতো সেন্টিমেন্টাল বৌদি? সিনেমা থিয়েটারেও দেখেছি একটু দুঃখের সিন্

হোলেই আর রক্ষে নেই, একেবারে পাইকারী হারে মেয়েদের রোমাল দিয়ে চোখ মোছা শুরু হয়। সামনে পেছনে ডানে বায়ে শুধু ফোঁস ফোঁস মিউ-জিকাল সাউনড্—

[তার কথায় বহ্নি হাসে।]

বহ্নি। থাক্ আর মেয়েদের নিন্দে কোরতে হবে না, আজ কি বই হোচ্ছে বলো?

বীরেন। বোলছি—আগে বলো কেমন লাগলো?

বহ্নি। খু-উ-ব ভালো, পুরো বইটা দেখতে ইচ্ছে হোচ্ছে।

বীরেন। যাবে? চলো না?

বহ্নি। না ঠাকুরপো. আজকে যাবার কোনো উপায় নেই।

বীরেন। কেন? বাকি যা কাজ আছে স্বাতি কোরে রাখবে —তুমি চলো—তুমি আমার একটা বইও দ্যাখোনি।

বহ্নি। না ঠাকুরপো, এর পরের বই দেখবো। তোমার তো একটা না একটা সব সময় লেগেই আছে। রাগ কোরোনা লক্ষ্মীটি।

বীরেন। ব্যাড্ লাক্!

বহ্নি। কি বই হোচ্ছে বোললে না?

[বীরেন যে একটু ক্ষুণ্ণ হোয়েছে সেটা বহ্নি লক্ষ্য করে। একটু হতাশ হোয়েই বহ্নির কথার উত্তর দেয় বীরেন।]

বীরেন। বিপ্লব মিত্রের "জীবনের আর্তনাদ।"

[নামটা শুনে অবাক হয় বহ্নি।]

বহ্নি। কি নাম বোললে!

বীরেন। "জীবনের আর্তনাদ।"

বহ্নি। না-না রাইটারের?

বীরেন। বিপ্লব মিত্র।

বহ্নি। বিপ্লব মিত্র!

বীরেন। ভদ্রলোককে চেনো নাকি তুমি!

বহ্নি। আমার বাবার একজন ছাত্রের নামও ছিলো বিপ্লব মিত্র—তবে এ সেই কিনা জানি না।

বীরেন। কি রকম দেখতে বলোতো?

[বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেন। কোলকাতার কোন একটা ছোটো মার্চেণ্ট অফিসের ক্যাশিয়ার সে। তার হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ্। বীরেনের অবস্থা দেখলে মনে হয় সে যেন দাদার সামনে থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে। হীরেন কিন্তু বীরেনের সঙ্গেই প্রথম কথা শুরু করে।]

হীরেন। বীরু, কাল সন্ধের পর একবার সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা করিস—ও একটা চাকরীর কথা বলেছিলো—সাড়ে-ছটা সাতটায় যাস—ও বাড়িতেই থাকবে বোলেছে।

বীরেন। আচ্ছা।

[হীরেন ভেতরে চোলে যায়।]

সোয়া-ছটা বেজে গ্যাছে, চলি বৌদি?

বহ্নি। এসো, ও যা বললো শুনেছো?

বীরেন। যে যতই করুক—আমার বরাতে চাকরী নেই বৌদি —আমার অবস্থাটা কি জানো ?

বহ্নি। কি ?

বীরেন। চিরবেকার—চিরকুমার।

[বহ্নির খুব কাছে এসে কথাটা বোলে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় বীরেন। ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে হীরেন।]

বহ্নি। এইমাত্র অফিস থেকে এলে—একটু বিশ্রাম না কোরেই আবার বেরুচ্ছো ?

হীরেন। একটা পার্টটাইম কাজের জন্য এক ভদ্রলোকের সংগে দেখা কোরবার কথা আছে, যাই একবার ঘুরে আসি।

[কথা বোলে হীরেন একেবারে বহ্নির কাছে চোলে আসে।]

তুমি কি আমাকে এখন বাড়িতে থাকতে বোলছো বিন্নু ? বলো, তাহোলে বেরুবো না ?

[তার কথায় বিস্মিত হোলেও একটু যেন খুশিই হয় বহ্নি।]

বহ্নি। সত্যি বলছো বেরুবে না !

হীরেন। সত্যি।

বহ্নি। না-না আমি অমন স্বার্থপর নই, তুমি ঘুরে এসো, কিন্তু খেটে খেটে তোমার চেহারার অবস্থা কি হোয়েছে একবার আয়নায় দেখেছো ? কিছুদিন ছুটি নিয়ে তোমার বিশ্রাম করা দরকার।

হীরেন। ছুটি !

[ম্লান হাসি হাসে হীরেন।]

মাসের পনেরো তারিখের পর ধারদেনা কোরে যাদের মাস চালাতে হয়—পাওনাদারদের এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়—বিশ্রাম ছুটি তাদের জন্য নয় বিন্দু। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই আমাদের খাটতে হয়—আমরা শ্রমিক।

[হীরেনের কথায় ব্যথা পায় বহ্নি। বুঝতে পারে স্বামীর কোথায় সে আঘাত দিয়েছে।]

বহ্নি। মেজ্ ঠাকুরপোর একটা কিছু হোলে অন্ততঃ মাস খানেকের ছুটি নিয়ে তোমাকে বাইরে কোথাও ঘুরে আসতেই হবে।

[তার কথায় সামান্য একটু হাসে হীরেন।]

হীরেন। আগে হোক, তারপর ও নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

[হীরেন বাইরের দরজার দিকে এগোয়।]

বহ্নি। বেশী রাত কোরো না যেন।

[বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেনের ছোটো ভাই সৌমেন। তার কাঁধে একটা ব্যাগ্ ঝোলানো।]

হীরেন। মা কেমন আছেরে সমু ?

সৌমেন। ভালো।

[হীরেন বেরিয়ে যায়। চেয়ারের ওপর কাঁধের ব্যাগটা রেখে কথা বলে সৌমেন।]

দাদাকে বোতামের মেশিনের কথা বোলেছিলে বৌদি ?

বহ্নি। বোলেছিলাম।

সৌমেন। কি বোললো দাদা ?

বহ্নি। বোললো—'ভদ্রলোকের ছেলে মেশিন দিয়ে কি কোরবে ? তার চেয়ে মন দিয়ে পড়াশুনো কোরতে বোলো'। কি হোলো, মুখখানা অমন কোরলে যে ?

[হতাশ সৌমেনের মুখের অবস্থা দেখে হেসে ফেলে বহ্নি।]

সৌমেন। আমার ওপর দাদা দেখছি ব্যাড্ ইনভেষ্টমেণ্ট না কোরে ছাড়বে না। কতোবার বললাম ওসব আমার মাথায় ঢোকে না।

বহ্নি। আর একবার চেষ্টা কোরেই দ্যাখো না ?

সৌমেন। আর একবার কেন হাজার বার চেষ্টা কোরলেও কিছু হবে না বৌদি। আমার লাকটাই খারাপ, তা নাহোলে এবার সব সাবজেক্টে পাশ কোরেও দেখলে না এগ্রিগেটে আটকে গেলাম। আর পড়াশুনো কোরেই বা কি লাভ হবে বলো ?

বহ্নি। কেন ?

সৌমেন। ব্রিলিয়াণ্ট স্কলার না হোলে আজকাল সকলেরই

মেজদা-তুষারদার মতো অবস্থা। যাদের ব্যাকিং আছে তাদের হয়তো একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা হয় আর সবাই সকালে-বিকেলে রেষ্টুরেণ্টে বোসে ধারে কাপের পর কাপ চা ওড়ায়, তারপর দুপুরের রোদে ডালহাউসী স্কোয়ারের বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর রাত জেগে বসে কবিতা লেখে। তুমি হাসছো বৌদি ? বিশ্বাস কোরলে নাতো ?

[বহ্নি হাসছিলো। হাসির রেশ টেনেই সে বললো।]

বহ্নি। তোমার দেখছি বিরাট অভিজ্ঞতা ?

সৌমেন। তবে ?

বহ্নি। ওসব পরে ভেবো, এখন দাদা যা বোললো তাই মন দিয়ে করো দিকি।

[সৌমেনকে বেশ চিন্তিত মনে হয়।]

সৌমেন। দাদা তাহোলে এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর একবার পরীক্ষা দিতে বোলছে ?

বহ্নি। হ্যাঁ।

সৌমেন। টাকাটা নষ্ট হবে জেনেও ?

বহ্নি। আমি ওকে বোলেছি তুমি এবার পরীক্ষা দিলেই পাশ কোরবে।

[তার কথায় বিস্ময় বোধ করে সৌমেন।]

সৌমেন। তুমি দাদাকে বোলেছো!

বহ্নি। হ্যাঁ।

সৌমেন। তুমি কি কোরে জানলে আমি পাশ কোরবোই।

বহ্নি। আমার মন বোলছে।

[অতিমাত্রায় বিস্ময় বোধ করে সৌমেন এবং তারপর বেশ গম্ভীর হোয়ে যায়।]

সৌমেন। তোমার মন বোলছে!

বহ্নি। হ্যাঁ।

[তাকে ঐ অবস্থায় দেখে বহ্নি যেন একটু বিস্মিত হয়। মাথা নীচু কোরে কি যেন ভাবছে সৌমেন।]

কি আমায় কথা দিলে না?

সৌমেন। হ্যাঁ, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি বৌদি, পাশ এবার আমি করবোই।

[তার কথায় আনন্দিত হয় বহ্নি।]

বহ্নি। ঠাকুরপো!

সৌমেন। হ্যাঁ বৌদি, তোমায় আমি কথা দিলাম, দেখো!

[ভেতরের দরজায় এসে দাঁড়ায় হীরেনের ছোটো বোন স্বাতি।]

স্বাতি। বৌদি—সমু এসে গেছিস?

বহ্নি। ছোট্ট ঠাকুরপোকে কিছু খেতে দাও ঠাকুরঝি।

স্বাতি। কি দেবো বলো?

বহ্নি। আলুর তরকারী দিয়ে দুখানা রুটিই দাও।

স্বাতি। চিড়ে আছে—নারকেল দিয়ে চিড়ে মেখে দেবো ?

সৌমেন। যা হোক, একটা কিছু হোলেই আমার চোলবে। নে চল্।

[সৌমেন ও স্বাতি ভেতরে চোলে গেলে আলনাটা গুছিয়ে ভেতরে যাবার জন্য এগোয় বহ্নি, ভেতর থেকে ঘরে ঢোকেন হীরেনের বাবা দেবব্রত মুখার্জি.।]

দেবব্রত। বৌমা, হীরু কি অফিস থেকে এসে আবার বেরিয়েছে ?

বহ্নি। হ্যাঁ বাবা।

দেবব্রত। ওঃ।

বহ্নি। কেন বাবা ?

দেবব্রত। ও একটি ছেলের কথা বোলেছিলো। ওদের অফিসের কার যেন ভাই. গ্র্যাজুয়েট, গভর্ণমেণ্টের চাকরী করে, দেখতে শুনতেও নাকি ভালো।

বহ্নি। ঠাকুরঝির জন্য ?

দেবব্রত। হ্যাঁ মা।

[কোন উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে থাকে বহ্নি।]

সময় কোরে কথাটা একবার হীরুকে জিজ্ঞেস কোরো মা। দিন দিন আমার শরীরের যা অবস্থা হোচ্ছে তাতে আমাকে দিয়ে যে কিছু হবে তার তো কোনো উপায়ই নেই। সবই এখন ওর ওপর।

বহ্নি। ও এলে আমি জিজ্ঞেস করবো বাবা।

দেবব্রত। হ্যাঁ মা, মেয়েটার একটা ব্যবস্থা হোয়ে গেলেই ভালো। একটু নিশ্চিন্ত হতে পারি।

[দেবব্রতবাবু ভেতরে চলে যান। ঘরে এসে ঢোকে স্বাতি।]

স্বাতি। বাবা কি বোলছিলেন বৌদি ?

[হেসে তার কথার উত্তর দেয় বহ্নি।]

বহ্নি। বাইরে থেকে শুনেছো নাকি ?

স্বাতি। সত্যি কথা বলোতো বৌদি, আমি এখন তোমাদের একটা বারডেন না ?

বহ্নি। ভুল কোরছো ঠাকুরঝি, এ শুধু তোমার একার কথা নয়। বড় হোলে সব মেয়েকে নিয়েই বাড়ির গারজিয়ানদের চিন্তার শেষ নেই জানো ? আমার বাবার তো রাতে দুশ্চিন্তায় ঘুমই হোতো না।

স্বাতি। কিন্তু বৌদি, যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার তো কিছুই নেই। তুমি দাদাকে বোলো, আমার জন্য যেন না ভাবে।

[তার কথায় একটু যেন বিস্ময় বোধ করে বহ্নি। একটু কৌতুহলও হয়।]

বহ্নি। বলো কি ঠাকুরঝি !

স্বাতি। হ্যাঁ বৌদি, বিয়ে যদি কোরতেই হয় তবে তার ব্যবস্থা আমি নিজেই কোরে নিতে পারবো। আমার বিয়ের

জন্য বাড়ির কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

[বহ্নি এবার অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়।]

বহ্নি। কি বোলছো ঠাকুরঝি !

স্বাতি। আমাকে কি তোমরা একটা মাটির ঢেলা পেয়েছো নাকি বৌদি, যে যেখানে খুশী সেখানে ঠেলে ফেলে দেবে ? আমারও পছন্দ অপছন্দ বোলে একটা জিনিস আছে জেনো।

বহ্নি। আঃ ঠাকুরঝি ! তোমার লেকচার থামাও দিকি।

স্বাতি। নিজের মনের কথা একটু উঁচু গলায় বোললেই তোমাদের কানে লেকচার শোনায়। আশ্চর্য !

[বলতে গেলে রাগ করেই ঘর ছেড়ে ভেতরে চোলে যায় স্বাতি। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেনের কাকা সত্যব্রত মুখার্জি। সত্যব্রত শিক্ষিত কিন্তু ঘটনাচক্রে আজ সে উন্মাদ উঁচু গলায় কথা বলে সত্যব্রত।]

সত্যব্রত। ভাত হোয়েছে—ভাত ? না-না, সবাইতো ট্রেনেকাটা পড়েছে, ভাত রাধবে কে ? ইচ অ্যাণ্ড এভরি ওয়ান ইজ ডেড্। ভাত রাঁধবে কে ?

[পাগলের চাপা হাসি হাসে সত্যব্রত। সেই সময় ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। ভাত-ভাত কোরে চেঁচাচ্ছো কেন ? রান্নাঘরে গিয়ে ছাখোনা ভাত হয়েছে কি না ?

সত্যব্রত। কি বোললি ? কি বোললি তুই হতভাগা ? খেতে দিবি না ? তুই আমাকে খেতে দিবি না ? খাবো না—তোদের বাড়ির ভাত আমি খাবো না। অনশন কোরবো। অনশন করে শুকিয়ে কাঠ হবো—তোদের বাড়ির ভাত খাবো না।

বহ্নি। আমি আপনার ভাত দিয়েছি কাকাবাবু—আসুন আপনি।

সত্যব্রত। দিয়েছিস ? আঃ! ছুঁচোটা বলে কি জানিস মা, ও আমাকে খেতে দেবে না।

বহ্নি। না-না, আমি আপনার ভাত দিয়েছি। চলুন। আপনারইতো ভাত—ও কে ?

সত্যব্রত। এ্যাঃ! ভাত দেবে না, তোর ভাত উল্লুক ? আমার ভাত, আনডর্ষ্টারানড ইউ ফুল ?

[সৌমেনের দিকে কটমট কোরে তাকাতে তাকাতে ভেতরে চোলে যায় সত্যব্রত।]

বহ্নি। ওঁর মাথার ঠিক নেই জেনেও কেন ওঁর কথার ওপর কথা বলো ঠাকুরপো ?

সৌমেন। কি এমন কথা বোললাম দাঁড়িয়ে নিজের কানেই তো শুনলে ?

বহ্নি। ঠিক আছে—যাও, গিয়ে পড়তে বোসো।

[কয়েক মুহূর্ত বহ্নির দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখে সৌমেন।]

কি দেখছো ?

সৌমেন। তোমাকে। তুমি সত্যিই অদ্ভুত বৌদি।

[সৌমেন ভেতরে চোলে যায়। বহ্নি বাইরের দরজা বন্ধ কোরতে আসে, বাইরের দরজার গোড়ায় দেখা যায় হীরেনকে। ভেতরে এসে কথা বলে হীরেন।]

হীরেন। হোলো না বিনু।

বহ্নি। কেন ?

হীরেন। ভদ্রলোক কি একটা জরুরী কাজে কানপুর গ্যাছেন, মাস দুয়েক বাদে ফিরবেন।

বহ্নি। যাক্, ভালোই হোয়েছে সন্ধ্যেবেলাটা তবু বাড়িতে থাকতে পারবে। কাজ-কাজ-আর কাজ—সারাদিন মেশিনের মতো কারো কাজ কোরতে ভালো লাগে ?

হীরেন। দরজা বন্ধ কোরছো, বাইরে আর কেউ নেই ?

বহ্নি। মেজ্‌ঠাকুরপো বোলে গ্যাছে ফিরতে একটু রাত হবে।

হীরেন। ওঃ। কাকাবাবু ফিরেছেন ?

[বহ্নি দরজা বন্ধ কোরতে কোরতে কথা বলে।]

বহ্নি। হ্যাঁ।

[দরজা বন্ধ কোরে হীরেনের কাছে এগিয়ে এসে কথা বলে বহ্নি।]

বাবা জিজ্ঞেস কোরছিলেন ঠাকুরঝির জন্য নাকি

তোমার অফিসের কার সঙ্গে কথা বোলেছো ?

হীরেন। না। সেখানে হবে না।

বহ্নি। কেন ?

হীরেন। ওরা তিন হাজার টাকা নগদ চায়। সেকি আমার পক্ষে সম্ভব বিনু ?

বহ্নি। তিন হাজার !

হীরেন। হ্যাঁ, তারপর অন্য সব দাবী-দাওয়াতো আছেই। সমাজে যাদের কোন দাম নেই বিয়ের বাজারে একবার নিয়ে গিয়ে ফেললে তারাও চড়া দামে বিক্রী হয়। বাড়ি জমি গয়না সব কিছু বিক্রী কোরে দরকার পড়লে চড়া সুদে ধার দেনা কোরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে মেয়ের বাপের দল জামাই কিনবে বোলে—আমি সে লাইনে কি কোরে দাঁড়াই বলো – কি আছে আমার ?

বহ্নি। থাক, ওসব পরে ভেবো, এখন কিছু খাবে চলোতো, সেই সকালে দুটো মুখে দিয়ে বেরিয়েছো, এসো।

[দুজনে ভেতরে চোলে যায়, মঞ্চের আলো কমে আসে। ঘড়িতে দশটা বাজতে শোনা যায়। স্বাভাবিক আলোয় ঘর আলোকিত হোলে বহ্নি ঘরে ঢুকে খাটের ওপরকার বিছানাটা ঠিক কোরছে। বাইরের জানালায় দেখা যায় বীরেনকে, খুব আস্তে কথা বলে বীরেন।]

বীরেন। বৌদি, ও বৌদি, দরজাটা খোলো ? অ্যাই বৌদি ?

[দরজাটা খুলে দেয় বহ্নি। ভেতরে ঢোকে বীরেন। দরজা বন্ধ কোরতে কোরতে হেসে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। কি রকম হোলো ?

বীরেন। ইউনিক জমেছিলো আজ বৌদি।

বহ্নি। তুমি কি রকম কোরলে ?

বীরেন। আজকের বেষ্ট অ্যাক্টর কে জানো বৌদি ?

বহ্নি। বারে। আমি কি কোরে জানবো ?

বীরেন। তোমার এই বেকার ঠাকুরপো—বীরেন মুখার্জী, বিপ্লববাবুও খুব প্রশংসা কোরছিলেন। হ্যাঁ, জানো বৌদি, বিপ্লববাবুকে তোমার বাবার কথা বোলেছিলাম, তোমাদের খুব চেনা উনি, একদিন আমাদের বাড়ি আসবার কথাও বোলে দিয়েছি—কি হোলো, চুপ কোরে আছো যে ? ভালো করিনি ?

বহ্নি। তুমি যেচে পরিচয় দিতে গেলে কেন ঠাকুরপো ?

বীরেন। বলো কি বৌদি। অতো বড়ো একটা লোকের সঙ্গে জানাশোনা থাকা কি কম ভাগ্যির কথা ? অনেক দিন থেকেই ওঁর ইউনিটে ঢুকবো ঢুকবো ভাবছিলাম—সোর্স যখন একটা পাওয়া গ্যালো—

[তার কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ কোরে থাকে বহ্নি।]

নাও কিছু খেতে দেবে চলোতো ? অলরেডি

পেটের ভেতর বিরাট এক অগ্নিকাণ্ড শুরু হোয়ে গ্যাছে।

বহ্নি। তুমি গিয়ে বোসো, আমি যাচ্ছি!

বীরেন। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু—দেরী কোরোনা।

[বীরেন ভেতরে চোলে গেলে শূন্য দৃষ্টিতে জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে বহ্নি। মনে হয় তার অবচেতন মন যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি। ভেতর থেকে ঘরে ঢুকে বহ্নিকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হয় বীরেন।]

এ কী বৌদি! একা একা দাঁড়িয়ে কি ভাবছো বলো দিকি? আমি এদিকে রান্নাঘরে বোসে পেটে হাত বুলোচ্ছি। সব কমপার্টমেনট ফাঁকা—এসো।

[তার কথায় বাস্তব জগতে ফিরে আসে বহ্নি।]

বহ্নি। গ্যাখো ঠাকুরপো, গ্যাখো, ভিখিরীটা ডাষ্টবিন্‌ থেকে কুড়ে-কুড়ে কি খাচ্ছে!

[তার কথায় জোরে হেসে ওঠে বীরেন। হাসতে হাসতেই সে কথা বলে।]

বীরেন। এই দেখছো বৌদি। সারা কোলকাতা শহর একবার ঘুরে এলে ওরকম হাজার হাজার ভিখিরী তুমি দেখতে পাবে। আপাততঃ আমারও যে ভিখিরীর মতো অবস্থা—তাড়াতাড়ি এসো।

বহ্নি। চলো।

[দুজনে ভেতরে চোলে গেলে বিড় বিড় কোরতে কোরতে ঘরে এসে ঢোকে সত্যব্রত।]

সত্যব্রত। মিসটিরিয়াস্ আইল্যাণ্ড! খিদে আছে খাবার নেই —শোষণ আছে শাসন নেই—মানুষ আছে মনুষ্যত্ব নেই—মগের মুল্লুক—বাঃ! বাঃ! বাঃ! ইয়েস্, দোষ কোরেছে শাস্তি ওকে দিতেই হবে—ইয়েস্ ফর হিউম্যানিটিস্ সেক্—শাস্তি ওকে দিতেই হবে—হি ইজ নো মোর এ কিং—হি ইজ এ ক্রিমিনাল—নো—নো, আই হ্যাভ নো অবজেক্‌সান—ফোরটিন ইয়ার্স আর, আই, অর ক্যাপিটাল্ পানিশ্‌মেণ্ট—এনিথিং ইউ লাইক্—ডিসাইড্—ডিসাইড্ উইদিন এ মোমেণ্ট—ইয়েস্, ডিসাইড্ উইদিন এ মোমেণ্ট। এতোগুলো লোকের ও প্রাণ নিয়েছে—নিচ্ছে—নেবে—মাই রিকোয়েষ্ট—ওকে যতো পারো শাস্তি দাও। ইয়েস্ ক্যাপিটাল্ পানিশ্‌মেণ্ট? ওয়াণ্ডারফুল! এক্‌সেলেণ্ট! ইউনিক্! স্যাটিস্‌ফাইড্—আই অ্যাম মোর ছ্যান্ স্যাটিস্‌ফাইড্!

[পাগলের চাপা হাসি হাসে সত্যব্রত। মঞ্চে নেমে আসে অন্ধকার।]

॥ দুই ॥

[কিছুদিন পরের ঘটনা। মঞ্চে আলো জ্বললে দেখা যাবে খাটের ওপরের বিছানাটা তুলে রেখে ভেতরে চোলে যায় স্বাতি। পরীক্ষার পড়া তৈরী কোরছে সৌমেন। ঝাঁটা দিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে এসে ঢোকে স্বাতি।]

স্বাতি। ছোড়দা—অ্যাই ছোড়দা ?

সৌমেন। কি ?

স্বাতি। আশ্চর্য ছেলে তুই !

সৌমেন। কেন ? একেবারে আশ্চর্যের কি হোলো শুনি ?

স্বাতি। বাবা কখন থেকে তোর জন্য বোসে আছে—বুড়ো বয়সে পাশ কোরতে চাস তো যা ?

সৌমেন। এই ছাখ্ যাচ্ছি।

[যাবার সময় বই দিয়ে স্বাতির মাথায় মেরে যায় সৌমেন।]

স্বাতি। অসভ্য বাঁদর কোথাকার।

সৌমেন। ডানা কাটা পরী—ভালো কোরে ঝাঁট দাও।

[ভেতরে চোলে যায় সৌমেন। স্বাতি কাগজ দেখে। বীরেন এসে খাটের উপর বসে।]

বীরেন। কাগজটা দে দেখি ? বৌদি ডাকছে তোকে, যা।

স্বাতি। যাচ্ছি।

[কাগজটা স্বাতির হাত থেকে নিয়ে নেয় বীরেন। ভেতরে চোলে যায় স্বাতি। খাটের উপর আরাম কোরে বোসে খবরের কাগজ পড়তে থাকে বীরেন। তাকে মাঝে মাঝে ভেতরের দরজার দিকে তাকাতে দেখে মনে হয় কারো জন্য উদ্‌গ্রীব হোয়ে অপেক্ষা কোরছে সে। এককাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে বহ্নি।]

বীরেন। দাও—দাও।

[হাত বাড়িয়ে বহ্নির হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে তাতে চুমুক দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ে বীরেন।]

আঃ! আজ এত দেরী কোরলে যে বৌদি ?

বহ্নি। বাব্বাঃ, যা কয়লা এনেছে ছোট্‌ঠাকুরপো, অর্ধেকের বেশীই গুঁড়ো, যেটুকুও বা কয়লা তাও একেবারে শক্ত পাথর—আঁচ ধোরতেই চায় না।

[চা খেতে খেতেই কথা বলে বীরেন।]

বীরেন। জানো সকালবেলা চা না পেলে মেজাজ গরম হোয়ে যায়।

বহ্নি। কতোবার বোলেছি না তোমায়, একটা ষ্টোভ কিংবা ইলেক্‌ট্রিক্ হিটার কিনে আনতে। দু-মিনিটে চা হোয়ে যায়।

বীরেন। আনলেই তোমার সব ঝামেলা চুকে যায় ?

বহ্নি। নিশ্চয়ই যায়।

বীরেন। আর ষ্টোভ্-হিটার নয় বৌদি একেবারে গ্যাস নিয়ে

আসবো—স্টাণ্ডার্ডে উঠবো—সব প্ল্যান ঠিক হোয়েই আছে— বিশ্বাসঘাতক ঈশ্বর দত্তটা যে ভেটো দিয়ে বসে আছে।

বহ্নি। ঈশ্বর দত্ত আবার কে ?

বীরেন। ঘরের দুর্ভিক্ষ যেদেশে সেখানেও যার জন্য বাবা মা একখানা ঘর বুকড্ কোরে রেখেছেন—ছেলেমেয়েদের কলা দেখিয়ে যাকে তারা ফল মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন।

[সামান্য হেসে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। থাক্ খুব হোয়েছে। চাটা খেয়ে নাও তো—জুড়িয়ে যে বরফজল হোয়ে গ্যালো !

বীরেন। সারাদিন যার মন টগ্‌বগ টগ্‌বগ্ কোরে ফুটছে তার জন্য যে বরফজল এ্যাসেনশিয়াল মাই ডিয়ার, ডিয়ার বৌদি—হাসছো ? কিন্তু হোচ্ছে কোথায় বলো ? উল্‌টে বরং গরম মন আরো গরম কোরতে গরম জলের জন্য হাঁকাহাঁকি—ডাকাডাকি—চ্যাঁচামেচি।

বহ্নি। তুমিও দেখছি সকালবেলাতেই উল্‌টোপাল্‌টা কথা বোলতে আরম্ভ কোরেছো ?

বীরেন। দাদার মতো ?

[দুজনে হেসে ফেলে।]

বহ্নি। নোতুন কিছু খবর আছে নাকি ?

বীরেন। না বৌদি, আজ আর নোতুন কিছু নেই তেমন।

বহ্নি। তবে অতো কি দেখছো তখন থেকে বলোতো ?

বীরেন। দেখছি না বৌদি, কর্মখালির পাতায় হামাগুড়ি দিচ্ছি—দাঁড়াতে তো আর পারলুম না।

বহ্নি। যেটা পেয়েছো সেটাই মন দিয়ে করো, দেখবে উন্নতি একদিন হবেই।

বীরেন। উন্নতি হবে ?

[বীরেন হাসে।]

তবেই হয়েছে— এই ত্যাখো হাত বৌদি ?

[ডান হাতটা এগিয়ে বহ্নিকে দেখায় বীরেন।]

দেখছো, উন্নতির রেখাটাই নেই আর তুমি বোলছো উন্নতি হবে। ওয়াণ্ডারফুল ! প্রাইভেট ফ্যাক্টরীর কাজ আমার—আজ আছে, কাল নেই—যাক্, যা হবার হবে। যাও, আগে দাদাকে কাগজটা দিয়ে এসো। দাদা বসে আছে হয়তো !

[বহ্নি কাগজটা নিয়ে ভেতরে চোলে যায়। বীরেন উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক কোরে নেয়। একটু বাদে আবার ঘুরে এসে ঢোকে বহ্নি।]

বহ্নি। উঃ, সকালবেলাতেই কি গরম পড়েছে দেখেছো ঠাকুরপো ? দুপুরে টিঁকবো কি কোরে ভাবছি।

বীরেন। ছ্যাখো, ভেবে ভেবে যদি নিজের প্রব্লেম নিজেই সলভ্ কোরতে পারো। কেরাণীর বৌ—ওয়ার্কারের বৌদি এই নিয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দত্তর এগেন্স্টে স্ট্রাইকের নোটিশ দিতে যদি চাও দিয়েও দেখতে পারো তবে লাভ হবে বোলে মনে হয় না। মহামতি ঈশ্বর দত্ত পয়লা নম্বরের ঘুঘু, কানে তুলো দিয়ে গঁ্যাট হোয়ে বোসে আছে, হাজার চ্যাঁচালেও তার হৃদয় গোলছে না। আর ঘুঘু মশায়ের নিজেরই সময় খুব খারাপ যাচ্ছে—কেউ আর তাকে মানতেই চাইছে না—রাজত্ব তার গ্যালো বোলে। ঠাকুর ঘরে বর-বৌ ঢুকবে—বাচ্চারা তার ফল মিষ্টি কেড়ে কেড়ে খাবে। এ দেশ তাকে ছাড়তেই হবে।

[বীরেন হাসে। সামান্য হেসে বীরেনের খুব কাছে এসে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। এই গরমে কাজ কোরতে তোমার খুব কষ্ট হয়, না ঠাকুরপো ?

বীরেন। তা একশো ন-ডিগ্রী গরমে টিনের শেডের তলায় দাঁড়িয়ে মাসের শেষে মাত্র পঁচাশি টাকার জন্য যখন কাজ করি তখন কষ্ট একটু হয় বৈকি ? হিংসে হয় এয়ার কনডিশানড রুমে বোসে যেসব ইল্লিটারেটগুলো আমাদের কাজ সুপারভাইজ কোরছে আর মাস

গেলে হাজার হাজার টাকা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কোরছে তাদের ওপর—ইচ্ছে করে, দি সার্টিফিকেট্‌গুলোকে আগুনে পুড়িয়ে।

বহ্নি। এতো কষ্ট কোরে পড়াশুনো কোরলে ?

বীরেন। ভুল কোরেছি বৌদি—বিরাট ভুল কোরেছি—পড়াশুনো না কোরলেও সাধারণ মানুষ আজ গরু ভেড়া গাধার দলে আর কোরলেও সেই গরু ভেড়া গাধার দলে—ঠাণ্ডা মাথাতেই বোলছি বৌদি, আজকাল আর পড়াশুনোর কোন দাম নেই, যারা করে তাদের মানি এনার্জি দুইই নষ্ট।

[স্বাতি এসে ঘরে ঢোকে।]

স্বাতি। স্নান কোরতে যাবি না মেজদা ?

বীরেন। কটা বাজে ?

স্বাতি। পৌনে সাতটা।

বীরেন। এঁ্যা ! বলিস্ কি ? বাথরুমে কেউ নেই তো ?

স্বাতি। না।

বীরেন। যাই গরম মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে আসি দু বালতি।

[দ্রুত ভেতরে চোলে যায় বীরেন। প্রায় সংগে সংগেই ভেতর থেকে ঘরে ঢোকে হীরেন। তার এক হাতে একটা শার্ট, অন্য হাতে খবরের কাগজটা ভাঁজ করা অবস্থায় রোয়েছে।]

হীরেন। আমার হলদে রং-এর ফুলশার্টটা কোথায় বলোতো ? এটার কলারটা একদম ফেঁসে গ্যাছে দেখছি ?

বহ্নি। সেটার পিঠের কাছটা ছিঁড়ে গিয়েছিলো, কালকে সেলাই কোরে ধোপায় দিয়ে দিয়েছি।

হীরেন। ওঃ। নে, আজ এটা পরেই চালাতে হবে।

[হীরেন জামাটা স্বাতির হাতে দেয়।]

বহ্নি। কবে থেকে বোলছি দুটো জামা বানাও, তা তুমি শুনছোই না, এই সব পরে অফিস যাওয়া যায় ? লোকে কি ভাববে ?

[সামান্য হেসে কথা বলেন হীরেন।]

হীরেন। হ্যাঁ, ধার দেনা যতোই থাক, পেটে ভাত থাক না থাক, শিক্ষিত লোক আমরা ভদ্রভাবে আমাদের চলাফেরা কোরতে হবে বৈকি। তবে এ মাসে হবেনা, দেখি সামনের মাসে যদি ভদ্র হতে পারি।

বহ্নি। ও আর সামনের মাসটাস নয়, আজকেই অফিস থেকে ফেরার পথে কাপড় কিনে দুটো জামা বানাতে দিয়ে এসো।

স্বাতি। এর কলারটা পাল্টে সেলাই কোরে দেবো দাদা ?

হীরেন। দিবি ? দে। যে কদিন চলে চলুক তো।

[খাটের ওপরে বোসে খবরের কাগজটা খুলে পড়তে থাকে

হীরেন। জামাটা নিয়ে ভেতরে চোলে যায় স্বাতি। বহ্নি একেবারে হীরেনের কাছে এসে মৃদু গলায় কথা বলে।]

বহ্নি। একটা কথা বোলবো রাগ কোরবে না বলো ?

[মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলে হীরেন।]

হীরেন। কি বোলছো বিনু ? রাগ কোরবো কেন ? বলো ?

বহ্নি। তোমাকে ছাড়া কাকেই বা বোলবো বলো ? দুপুরে গরমে বড়ো কষ্ট হয়, একখানা পাখা—

[অক্ষমতার হাসি হাসে বীরেন, সংকোচ বোধ করে বহ্নি।]

আমার জন্য বোলছি না, তুমি তো বাড়ীতে থাকো না, বাবার অবস্থা দেখলে কষ্ট হয়।

হীরেন। বিনু, বাবা মাকে সুখী কোরতে কে না চায় বলো ? তোমরা সুখে থাকলেই তো আমার সুখ।

[একটু যেন কেমন হোয়ে যায় হীরেন।]

গরীব দেশের গরীব নাগরিক আমি, বড়লোক হোতে কোনদিনও চাইনি, কিন্তু এমনি অভিশপ্ত আমার জীবন যে ছোট্ট একটি সুখী পরিবারের স্বপ্ন দেখবার অধিকারও আমার নেই—সব কিছুই যেন আমার নাগালের বাইরে। একস্‌কিউজ মি বিনু।

[হীরেনের কথায় নিজেকে বড়ই ছোটো মনে হয় বহ্নির। লজ্জিত হয় সে। কয়েক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বলে না। তারপর ঘরের থমথমে আবহাওয়াটাকে একটুখানি হাল্কা কোরে তুলবার জন্য প্রসঙ্গ পালটে অন্য কথা বলে হীরেন।]

স্বাতি এখনো বাড়িতে রোয়েছে যে? পড়াতে যায়নি?

বহ্নি। ঠাকুরঝি তো শনিবার থেকে পড়াতে যাচ্ছে না।

হীরেন। কেন?

বহ্নি। কি জানি?

হীরেন। কেন যাচ্ছে না জিজ্ঞেস কোরেছিলে?

বহ্নি। কোরেছিলাম, বলে এমনি যাচ্ছে না, তুমি একবার ডেকে জিজ্ঞেস করো না—অন্ততঃ মার ওষুধের দামটা তো ওর টাকা কটা থেকে হোয়ে যায়।

হীরেন। তুমি গিয়ে একবার ওকে পাঠিয়ে দাও তো?

[বহ্নি চোলে যায়। খবরের কাগজটা পড়তে থাকে হীরেন। একটু বাদে ভেতরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় স্বাতি।]

স্বাতি। আমাকে ডেকেছো দাদা?

হীরেন। হ্যাঁ—বোস।

[হীরেন বোসতে বোললে বোসতে যায় স্বাতি।]

ট্যুইশানিতে যাচ্ছিস না শুনলাম, কিছু হোয়েছে?

[না বোসে মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায় স্বাতি।]

স্বাতি। না।

হীরেন। তাহোলে যাস না কেন?

স্বাতি। এমনি।

হীরেন। এমনি হোতে পারে না—কি হোয়েছে বল?

[উদ্‌গত কান্নাকে রোধ কোরতে চেষ্টা করে স্বাতি। হীরেন সেটা লক্ষ্য কোরে বিস্মিত হোয়ে যায়।]

কি হোলো কাঁদছিস্‌ কেন ?

স্বাতি। আমাকে ও বাড়িতে ট্যুইশানি কোরতে যেতে বোলো না দাদা, বিশ্বাস করো, আমি অন্য দু-এক জায়গায় চেষ্টা কোরছি।

হীরেন। আমায় ভুল বুঝিসনি বোন, আমাদের অভাবের সংসারে তোর ঐ চল্লিশটা টাকা যে আজ কতো দরকারী—আমার কথাটা বুঝতে পারছিস্‌ তো ?

স্বাতি। আমি জানি দাদা, সংসারের অভাব আমিও বুঝতে শিখেছি কিন্তু যেখানে ভদ্রলোকের মেয়েদের মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে কাজ করা যায় না সেখানে কি করে যাই তুমিই বলো ?

[তার কথা শুনে একটু একটু কোরে কঠোর হোয়ে উঠে হীরেনের চোখ মুখ।]

হীরেন। তার মানে ?

স্বাতি। যতক্ষণ মেয়েটাকে পড়াতাম ভদ্রলোক চেয়ারে বোসে থাকতো, প্রথম প্রথম ভাবতাম পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছি কিনা তাই দেখছো হয়তো কিন্তু গত শুক্রবার—

হীরেন। কি গত শুক্রবার ?

স্বাতি। আমার গায়ে হাত দিতে এসেছিলো—

হীরেন। স্কাউণ্ড্রেল!

স্বাতি। তাকে ঠেলে চোলে এসেছি, আর যাইনি—এর পরেও তুমি আমাকে সেখানে যেতে বলো দাদা? বলো—আমি যাব?

[অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে হীরেন।]

হীরেন। তোকে আর কখনো ট্যুইশানি যোগাড় কোরতে হবে না—যা।

[ক্লান্ত পদক্ষেপে ভেতরে চোলে যায় স্বাতি। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে হীরেন। ঘরে ঢোকে বহ্নি।]

আমার সাদা হাফশার্টটা এনে দাও তো, একবার প্রতাপবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসি।

[বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। আয়নায় একবার মুখটা দেখে নিয়ে খাটের পাশে গিয়ে স্যাণ্ডেলটা পরে নেয় হীরেন। বহ্নি ঘরে ঢুকে জামা দিলে জামাটা পরে দরজার দিকে এগোয় সে। বহ্নি তার পেছনে পেছনে দরজা অবধি আসে।]

কাল এগুলো বিক্রী কোরে দিও, একেবারে একগাদা হোয়ে আছে।

[আলনার তলার তাকে রাখা একগাদা কাগজের দিকে হীরেনের চোখের সঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে বহ্নি।]

বহ্নি। আচ্ছা।

[হীরেন চোলে যায়। ভেতরে থেকে ঘরে এসে ঢুকে বহ্নিকে ডাকে সৌমেন।]

সৌমেন। চটপট বলো বৌদি বাজার থেকে কি কি আনতে হবে, ঝটপট লিখেনি, তা না হোলে যা রয়াল মেমারী মাঝ পথেই সব ভুলে মেরে দেবো হয়তো।

[এগিয়ে এসে তার কথার উত্তর দেয় বহ্নি।]

বহ্নি। রোজ রোজ আমি বোলবো আর তুমি লিখবে? অ্যাদ্দিন বাজার কোরছো এখনো বুঝে আনতে পারবে না? বিয়ে হোলে তো বউ-এর কথা ছাড়া এক পাও নড়তে পারবে না।

[তার কথায় হেসে ওঠে সৌমেন।]

সৌমেন। আমার বিয়ে? বেশ একটা মজার কথা বোলেছো কিন্তু বৌদি।

বহ্নি। কেন?

সৌমেন। আমাকে মেয়ে দেবে কে শুনি?

বহ্নি। সেকি! তুমি খারাপ পাত্র নাকি?

সৌমেন। না-না, তা হোতে যাবে কেন? তবে আমার সংগে বিয়ে হবে শুনলেই মেয়ে হয় লেকের জলে ঝাঁপ দেবে, না হয় পটাসিয়াম সাইনাইড খাবে, দেখো? সুতরাং খারাপ পাত্র আর হোলাম কোথায়? তবে

দোমড়ানো তোবড়ানো চমৎকার একটি ফুটো পাত্তোর বোলতে পারো।

বহ্নি। আচ্ছা দেখা যাবে।

সৌমেন। ওসব এখন বাদ দাও দিকি, তাড়াতাড়ি বলো, কি কি আনতে হবে ?

বহ্নি। আনবে আর কি ? আলু—বেগুন—কুমড়ো—পটল—

সৌমেন। পটল বাদ দাও বৌদি, বড্ডো বেশী দাম।

বহ্নি। বেশ পটল এনো না তবে, কাঁচালঙ্কা নেই, কাঁচালঙ্কা এনো, আর একটা যাহোক শাক, এই তো ?

[এক মুহূর্ত থেমে সৌমেন কথা বলে।]

সৌমেন। বৌদি—মাছ ? চার পাঁচ দিন মাছ খাইনি।

বহ্নি। ঠিক আছে, কুঁচোমাছ এনো কিছুটা। দাঁড়াও, আমি টাকা আর থলে এনে দিচ্ছি।

[বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। ছোটো একটুকরো কাগজে লিখে নেয় সৌমেন। ঘরে এসে ঢোকে স্বাতি।]

স্বাতি। তুই এখনো বাজারে যাসনি ছোড়দা, কটা বাজে খেয়াল আছে ?

সৌমেন। থাক্-থাক্, বাজার নিয়ে তোকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। বাব্বাঃ, বাড়ির সবাই একেবারে এক সংগে আমার গার্জেন হোয়ে উঠেছে।

[টাকা আর থলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দুজনে কথা কাটাকাটি কোরতে দেখে সামান্য ভৎর্সনার স্বরেই কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। আঃ-ঠাকুরপো! একটু থামো দিকি, এই নাও—তাড়াতাড়ি এসো, একটুও দেরী কোরো না।

[টাকা আর থলে নিয়ে বাইরে চোলে যায় সৌমেন।]

সব সময় ওর পেছনে কেন লাগো ঠাকুরঝি? সবাই মিলে ওকে অমন কোরলে—

[অভিযোগের স্বরে তার কথার উত্তর দেয় স্বাতি।]

স্বাতি। তুমিতো শুধু আমার দোষটাই দেখলে? তোমার ঠাকুরপোটি যে ফরনাথিং আমাকে টন্ট্ কোরে গার্জেন বোললো, তার বেলায় বুঝি কিছু নয়?

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।]

বহ্নি। নাও, আর ঠোঁট ফোলাতে হবে না। ছাখো, কে ডাকছে।

[স্বাতি এগিয়ে দরজার সামনে যায়। দরজার গোড়ায় দেখা যায় অনিল সমাদ্দারকে। অনিলবাবু ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট, হাতে একটা অতি পুরানো পোর্টফোলিও ব্যাগ, চোখে চশমা।]

অনিল। বীরেনবাবু আছেন নাকি? বীরেনবাবু—

স্বাতি। আছেন। আপনি ভেতরে এসে বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

[অতি সংকোচের সঙ্গে ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসেন অনিলবাবু। স্বাতি ও বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। বেশ মনোযোগ দিয়ে ঘরের সব কিছুতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাপড় দিয়ে মুছে আবার চোখে দেন অনিলবাবু। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ঘরে এসে ঢোকে বীরেন।]

অনিল। নোমোস্কার বীরেনবাবু—বসেন।

[অনিলবাবু পূর্ব্ববঙ্গের লোক। তবে বহুদিন পশ্চিমবঙ্গে থাকার দরুন দুই বঙ্গ তার ভাষায় জোড়া লেগে গ্যাছে।]

বীরেন। কি সাংঘাতিক লোক আপনি মশায়, একেবারে বাড়ী অবদি ধাওয়া কোরে এসেছেন!

[প্রথম দর্শনেই বীরেনের মুখে ঐরকম একটা সম্ভাষণ শুনে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে যান অনিলবাবু। কিন্তু যে কোনো অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। তাই বীরেনের কথায় দমে না গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসেই তার কথার উত্তর দেন তিনি।]

অনিল। কী যে কন আপনে?

বীরেন। কী যে কন মানে? আমি তো আপনাকে সেদিন ফ্র্যাঙ্কলি বোলেই দিলাম ওসব ইন্সিওর টিন্সিওর মশায় আমি কোরবো না, ওসব কোরতে গেলে মোটা টাকা রোজগার করা দরকার, আমার দ্বারা যেটা কখনোই সম্ভব হোচ্ছে না।

অনিল। এই গ্যাখেন, এইখানেই আপনে ভুল করতে আছেন বীরেনবাবু।

[ব্যাগের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি একখানা খাতা বার করেন অনিলবাবু। বার কোরে কথাও বোলে চলেন আরো তাড়াতাড়ি।]

অ্যাঁ—এই আমার খাতা গ্যাখেন, আমি ষাগো ষাগো ইন্সিওর করছি তাগো সকলেরই নাম ঠিকানা এতে লেখা আছে।—অ্যাঁ—এই যে, গণেশ গড়গড়ি তিরিশ হাজার—ভবতোষ ভড় দশ হাজার—সোমেশ শীল পোনেরো হাজার--মানিক পরামাণিক পাঁচ হাজার—কার্ত্তিক কর্মকার দশ হাজার—পতিতপাবন পুরো-কায়স্থ সাত হাজার—হিমাদ্রী শেখর মহলানবীশ—

বীরেন। আরে মশায় ওসব বড়লোকদের ব্যাপার বাদ দিন—আমি মশায় মাস গেলে পঁচাশি টাকা মাইনে পাই—

অনিল। না-না-না এ্যাগো মধ্যে একজনও বড়লোক না বীরেন বাবু, এ্যারা বরং সব আপনার আমার মতোনই ছাপোষা লোক, দুই চারই গণ্ডা কাচ্চা বাচ্চা লইয়া ঘর করেন, মাসের শ্যাষে ধার করেন—ভবিষ্যৎ জীবনে লাইফ ইনস্যুওর করোনের ইউটিলিটি যে কতোখানি.তা আপনে শিক্ষিত ভদ্দোরলোক আমার থিকে বেশীই জানেন—বেশীই বোঝেন—

বীরেন। সবই বুঝলাম কিন্তু আমার চাকরীর ব্যাপারটা তো! আবার আপনি জানেন না—কবে আছে—কবে নেই, মাঝখান থেকে হুট কোরে একটা কিছু কোরে বোসলে শেষে পস্তাতে হবে যে মশায় আমাকেই।

অনিল। এ্যাঁ! কন কি আপনে! কারখানার চাকরী পস্তাইতে যাবে কোন দুঃখে? কারখানাই তো আইজ কাল ছ্যাশের ভবিষ্যৎ—যারে কনগিয়া ইনডাস্ট্রি ইজ ওয়েলথ্। অ্যান ইনডাস্ট্রিয়াল কানট্রি।

বীরেন। এখন যদি আপনাকে সে সব বোঝাতে বসি তাহলে আজকেই আমার চাকরী খতম্। ম'য়ে একেবারে ডবল হসন্ত। বুঝেছেন দাদু?

[অনিলবাবু বীরেনের কথায় যেন আকাশ থেকে পড়ে।]

অনিল। অ্যাঁ!

বীরেন। টেমপোরারী পিরিয়ডে লেট-এ কারখানায় যাবার মানে বুঝতে পারছেন না?

অনিল। কন কি আপনে? আমি দেখি ভাবছিলাম আপনে পারমানেণ্ট হইয়া গ্যাছেন। পারমানেণ্ট হইয়া গ্যাছেন ভাইবগাইতো—আপনার কাছে আসা।

বীরেন। গোড়াতেই যে একটা বিরাট ভুল কোরে বোসে আছেন দাদা. নিন, ওসব খাতাপত্র তুলুন দিকি। যদি কোনদিন পারমানেণ্ট হোতে পারি আর

ইন্সিওর করি তাহোলে আপনার কাছেই কোরবো —অবিশ্যি আপাততঃ সব যদিতেই তোলা রইলো।

অনিল। তখন আবার এই অনিল সমাদ্দাররে ভোলবেন না যেন।

বীরেন। আজ্ঞে না। আপনি পাড়ার লোক আপনার চান্স সকলের আগে। নিন, উঠুন। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে, নিন-নিন তুলুন ওসব।

[খাতাপত্র সব তুলে ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়ান অনিলবাবু।]

অনিল। আজ্ঞে আমি তাইলে আসি বীরেনবাবু।

বীরেন। আসুন নমস্কার।

অনিল। নোমোস্কার।

[হতাশ হোয়ে চোলে যান অনিলবাবু। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে বীরেন। বহ্নি ও স্বাতি ঘরে ঢোকে। দুজনেই হাসছে।]

বীরেন। জ্বালাতন।

বহ্নি। উনি কে ঠাকুরপো—ঐ রকম ভাবে কথা বোলছিলেন ?

বীরেন। কে আবার ? একটি মোক্ষম ছিনেজোঁক।

[বহ্নি ও স্বাতি অবাক হোয়ে দুজন দুজনের দিকে তাকায়।]

ছিনেজোঁক বুঝলে না বৌদি ? বিয়ের ঘটক আর

ইন্সিওরেন্সের দালালের মত ছিনেজোঁক আর আছে, এদের কাছে যতক্ষণ না কমপ্লিট্‌লি সারেণ্ডার করা যায় ততক্ষণ লেগে থাকবেই থাকবে।

বহ্নি। ইনি কোন দলের ?

বীরেন। ভয় নেই, প্রথম দলের আনাগোনা এখনো শুরু হয়নি—হোলে অবশ্য মেরে তাড়াবো—ইনি দ্বিতীয় দলের। মহামানব অনিল সমাদ্দার।

[বহ্নি ও স্বাতি হাসে। হেসে ভেতরে চোলে যায় বীরেন, বহ্নিও তার সঙ্গে যায়। বাইরের জান্‌লা দিয়ে কথা বলেন বাড়ীওয়ালা দীনবন্ধু সেন।]

দীনবন্ধু। হীরেন আছে নাকিরে স্বাতি ?

স্বাতি। না কাকাবাবু। আপনি ভেতরে এসে বোসুন না ? দাদা একটু বাইরে গ্যাছে—এক্ষুনি এসে যাবে।

[দীনবন্ধুবাবু ভেতরে ঢুকলে একটা চেয়ার একটু এগিয়ে দেয় স্বাতি।]

বসুন। চা কোরি কাকাবাবু ?

দীনবন্ধু। তোদের চা খাওয়া হয়ে গ্যাছে, না ?

স্বাতি। তাতে কি হোয়েছে ? আপনি একটু বোসুন, আমি কোরে আনছি।

[স্বাতি ভেতরে চোলে যায়। বাইরে বেরোবার জন্য ভেতর থেকে ঘরে ঢুকে মোজা ও স্যু পরতে পরতে দীনবন্ধুর কথার উত্তর দেয় বীরেন।]

দীনবন্ধু। কাজে বেরুচ্ছো নাকি ?

বীরেন। হ্যাঁ কাকাবাবু।

দীনবন্ধু। তোমাদের ওখানে খোকার একটা ব্যবস্থা কোরে দাও না ? সংসারে কটা টাকা আসে, ওরও মতিগতি একটু ফেরে—

বীরেন। কিন্তু ও কি এ কাজ কোরবে ? আমি পুরোপুরি লেবার। লেবারের কাজ—

দীনবন্ধু। কোরবে না মানে ? কোরতে হবে— ওকে অফিসার বানাবেটা কে ?

বীরেন। ও বোলছিলো ভাল কাজ না হোলে—অ্যাট্‌লিস্ট তিনশো—

দীনবন্ধু। ঐ তিনশো তিনশো কোরে পাঁচ বছর তো ঘরেই বোসে রোইলো, আর কতো দিন থাকবে কে জানে।

বীরেন। আচ্ছা লোক নিলে আমি বোলবো। কোন্ একটা কোম্পানীর কথা পরশুদিন ও বোলছিলো যেন ?

দীনবন্ধু। না, সেটা হবে না—তারা জানিয়েছে নভেম্বরের আগে নাকি লোক নেবে না। কি অবস্থার মধ্যে যে আমার দিন কাটছে তা একমাত্র আমিই জানি।

পাঁচ-ছ বছর ধোরে বাড়িটা সারাবো সারাবো কোরেও টাকার জন্য কোরে উঠতে পারছি না, হতভাগাকে নিয়ে কতো কি কল্পনা করেছিলাম আমি। কল্পনা, কল্পনাই রোয়ে গ্যালো।

[স্বাতি ঘরে ঢুকে দীনবন্ধুকে চা দেয়।]

স্বাতি। এই নিন কাকাবাবু, আপনার চা ?

দীনবন্ধু। অ্যাঁ……হ্যাঁ……দাও।

[স্বাতির হাত থেকে চা নেন দীনবন্ধুবাবু।]

বীরেন। আমি চোলি কাকাবাবু।

দীনবন্ধু। এসো। আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো ?

বীরেন। নিশ্চয়ই।

[বীরেন চোলে যায়। দীনবন্ধুবাবুকে একটু অন্যমনস্ক মনে হয়।]

স্বাতি। কি ভাবছেন কাকাবাবু ?

দীনবন্ধু। ভাবছি, তুই শ্বশুড়বাড়ি গেলে মাঝে মাঝে এরকম চা আমাকে কে বানিয়ে দেবে ?

[ঘরে ঢুকে তার কথার উত্তর দেয় বহ্নি।]

বহ্নি। যদি রোজ হয় কাকাবাবু, তাহোলে আমিই দেবো, আর যদি মাঝে মাঝে হয়, তা হোলে ঠাকুরঝি তো মাঝে মাঝে আসবে তখন না হয় বানিয়ে দেবে।

দীনবন্ধু। সত্যিই তো, ও যে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসবে সেটা আমারই ভাবা উচিত ছিলো? কিন্তু কি জানো বৌমা, যখনি নিজের কথা ভাবি কেমন যেন হোয়ে যাই, ভাবি, সবাই বুঝি আমারই মতো— বুকের রক্ত জল কোরে যাদের মানুষ করলাম, ধার দেনা কোরে ভাল ঘরে বিয়ে দিলাম, তারা আজ গরীব বাপের কাছে দুদিন এসে থাকতে লজ্জা পায়—এড়িয়ে চলে—আমার নাকি ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই— ভালো—এক জামাই ঘুষের টাকায় ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উঠেছে—নোতুন গাড়ি কিনেছে—আর একজন চুরি কোরে ষ্ট্যাণ্ডার্ডে উঠেছে—নিউআলিপুরে বাড়ি কোরেছে—এ ভাঙ্গা বাড়ীতে স্ট্যাণ্ডার্ড কোথায়— আসবে কেন এখানে?

বহ্নি। ও সব কথা ভেবে মিছে কেন কষ্ট পাচ্ছেন কাকাবাবু?

দীনবন্ধু। কেন কষ্ট পার্চ্ছি?

[ম্লান হাসি হাসেন দীনবন্ধু।]

ছেলেমেয়ের মা হও তারপর তারা যখন এড়িবে চোলবে, অবজ্ঞা কোরবে, তখন বুঝবে কেমনলাগে?

[একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একটু চুপ করেন তিনি।]

যাই, একবার বাজার থেকে ঘুরে আসি, বেশী বেলা হোয়ে গেলে আবার হয়তো কিছু পাওয়াই যাবে না। আর কিনবোই বা কি, সব একেবারে আগুন—হাত দেবার উপায় আছে? সরষের তেল মাছ চিনি তো বাজার থেকেই উধাও—সব আছে অথচ কিছুই নেই। কি ছিলো—কি হোচ্ছে—কি হবে—ভগবানই জানেন।

[উঠে দাঁড়ান দীনবন্ধুবাবু।]

আমি এসেছিলাম হীরেনকে বোলো বৌমা।

[দীনবন্ধুবাবু চোলে যান, স্বাতি চায়ের কাপ ও প্লেট্ নিয়ে ভেতরে চোলে যায়। বাজার নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। ঐ যাঃ। কলা ডাব লেবুই ভুলে গেছি—ধরো, আমি চট্ কোরে ঘুরে আসছি।

বহ্নি। থাকনা—এইমাত্র এলে—আজ না হয় হাসপাতালের গেটের সামনে থেকেই নিয়ে নিয়ো।

সৌমেন। হাসপাতালের গেটের সামনে দাম অনেক বেশী বৌদি—আমি যাবো আর আসবো—দেখলে তো, যে তিনটে বলোনি, ঠিক ভুলে বোসে আছি।

[বহ্নি সামান্য হাসে। সৌমেন চোলে যায়। বাইরে যাবার জন্য ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকেন দেবব্রতবাবু।]

বহ্নি। কোথায় বেরুচ্ছেন বাবা?

দেবব্রত। যাই মা, স্বরাজের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি।

বহ্নি। কেন বাবা ?

দেবব্রত। ওর প্রেসে প্রুফ্ দেখবার জন্য একজন লোকের কথা বোলেছিলো—আমি তো ঘরেই বোসে আছি, দেখি, কয়েকটা টাকা যদি আসে মন্দ কি ?

[তার কথায় সামান্য অবাক হয় বহ্নি।]

বহ্নি। এতদিন তো কাজ কোরলেন বাবা—এখন একটু বিশ্রাম কোরুন।

দেবব্রত। কিন্তু বৌমা সংসারের যা অবস্থা—

বহ্নি। সংসার যদি নাও চলে তবু আপনি কিছুতেই একাজ কোরতে পারবেন না। শুধু তাই নয় বাবা, লোকে আপনার ছেলেদেরই বা কি বোলবে বলুনতো ? বড়ো বড়ো তিন ছেলে থাকতে—

দেবব্রত। কিন্তু আমি যে অক্ষম নই, আজও কাজ কোরবার ক্ষমতা আমার আছে সেটা আমার ছেলেদেরই যে দেখিয়ে দিতে হবে বৌমা।

[তার কথায় স্তম্ভিত হোয়ে যায় বহ্নি।]

বহ্নি। এ আপনি কি বোলছেন বাবা !

দেবব্রত। কি বোলছি তুমি বুঝবে না বৌমা, সংসারের মুখ চেয়ে না কোরলেও আমার নিজের জন্যই কাজ করা আজ আমার উচিত।

বহ্নি। তাই বোলে এই শরীর নিয়ে ?

দেবব্রত। প্রয়োজনের সময় শরীরটাই বড়ো কথা নয় বৌমা, দরকার মনের জোরের, তা আমার আছে।

বহ্নি। না-না বাবা, এই শরীর নিয়ে আমি আপনাকে কিছুতেই কাজে বেরুতে দেবো না।

[বিস্মিত দেবব্রতবাবু মুগ্ধ দৃষ্টিতে বহ্নির দিকে তাকান।]

দেবব্রত। বৌমা।

বহ্নি। না বাবা, কিছুতেই একাজ আমি আপনাকে কোরতে দেবো না।

[বহ্নির চোখের দিকে তাকিয়ে দেবব্রতবাবু কথা বলার ভাষা খুঁজে পান না। কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা কোরে কথা বলেন তিনি।]

দেবব্রত। বৌমা ! তোমার কাছে আমি বরাবর হেরে যাচ্ছি বৌমা !

[মাথা নীচু কোরে ক্লান্ত পদক্ষেপে ভেতরে চোলে যান দেবব্রতবাবু। বাইরে থেকে পাগলের হাসি হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢোকে সত্যব্রত। বাইরে একটা মোটরের ব্রেক্ কষার শব্দ আর সেই সঙ্গে একটা কুকুরের মৃত্যুর আর্তনাদ শুনতে পাওয়া যায়।]

সত্যব্রত। গ্যাছে···একদম পিষে গ্যাছে····যাবে না ? এমনি কোরে সবাই যাবে····আয়, আয় দেখবি আয় ? শুধু রক্ত····লাল রক্ত····রক্তের নদী বোয়ে যাচ্ছে····

এত রক্ত কোথায় যাচ্ছে। ইউ নো? জানোনা? জানবে কি কোরে? কেউ জানে না—আমি জানি এতো রক্ত কোথায় যাচ্ছে—কাউকে বোলোনা, এ রক্ত জমানো হবে—ফ্যাক্টরীতে পাঠিয়ে ইঁট তৈরী হবে—সেই ইঁট দিয়ে বাড়ি বানানো হবে—হাজার হাজার বাড়ি—ওয়াণ্ডারফুল! এক্সেলেণ্ট। মার্ভেলাস্! আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে—ইমিডিয়েট্‌লি—আই অ্যাম বিজি—একস্‌ট্রিমলি বিজি—বাট্ আই অ্যাম নট টায়ার্ড।

[বহ্নি অবাক হোয়ে সত্যব্রতর দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেন। বিড়বিড় কোরতে কোরতে ভেতরে চোলে যায় উন্মাদ সত্যব্রত।

বহ্নি। আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে মাকে একবার দেখে এসো, মা তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।

হীরেন। আজ হবে না বিন্দু, কাল যাবো।

[হীরেনের কাছে এসে শান্ত মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করে বহ্নি।]

বহ্নি। আচ্ছা, ক্যানসার সারে না?

[রূঢ় কঠিন কণ্ঠে তার কথার উত্তর দেয় হীরেন।]

হীরেন। না।

বহ্নি। কি বোলছো তুমি !

হীরেন। খারাপ শোনালেও শুধু তোমাকেই বলছি বিনু—আমার মনের ইচ্ছা যতো তাড়াতাড়ি মা আমাকে মুক্তি দেয় ততোই ভালো।

বহ্নি। উঃ, কি নিষ্ঠুর তুমি !

[কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না হীরেনের চোখে মুখে। শুধু আরো শক্ত হোয়ে ওঠে তার চোখ মুখের ভাব।]

হীরেন। নিষ্ঠুর ! হ্যাঁ, দারিদ্র্য আমাকে নিষ্ঠুর কোরেছে বিনু, তা না হোলে সাধারণ দশজনের মতো আমিও রক্ত-মাংসে গড়া একটা মানুষ---আর সেই মানুষের পরিচয়েই আমি সমাজে বেঁচে থাকতে চাই।

[বিস্মিতা বহ্নি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্চে অন্ধকার নেমে আসে।]

॥ তিন ॥

[কিছুদিন পরের ঘটনা। মঞ্চে আলো জ্বললে দেখা যাবে দুপুর গড়িয়ে গ্যাছে। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছে স্বাতি। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রোয়েছে তুষার। তুষার বাড়ীওয়ালা দীনবন্ধু সেনের ছেলে।]

তুষার। স্বাতি !

[মুহূর্তে তুষারের দিকে ফিরে অভিযোগের সুরে কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। ছিঃ-ছিঃ তুষারদা, তোমার লজ্জা করে না, কাকাবাবু কতো কষ্ট কোরে তোমাদের সংসার চালাচ্ছেন আর তুমি বি, এস, সি পাশ কোরে কাজের চেষ্টা না কোরে পাড়ার বেকারগুলোর সঙ্গে দিনের পর দিন তাস খেলে—

[তাকে থামিয়ে দিয়ে ধীর শান্ত গলায় তার কথার উত্তর দেয় তুষার।]

তুষার। যা সত্যি তাকে অস্বীকার কোরে নিজেকে ছোটো কোরবো না স্বাতি। কিন্তু যে লোকটা পাঁচ বছর আগে বি. এস. সি পাশ কোরে বোসে আছে—সামান্য একটা চাকরীর জন্য যেখানে একটুখানি আশার আলো দেখতে পেয়েছে সেখানেই ছুটে গ্যাছে—

ভদ্রলোকের ছেলে হোয়েও মাত্র একশো-দেড়শো টাকার জন্য নিজের মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে কোন হেয় কাজ কোরতে রাজী আছে—তাকে বাইরে থেকে বিচার না কোরে তার ভেতরে ঢুকে যদি বুঝবার চেষ্টা করো তাহোলে এইমাত্র তুমি যা বোললে তা হয়তো সত্যি নাও হোতে পারে স্বাতি।

[তার কথায় একটু যেন লজ্জিত হয় স্বাতি।]

স্বাতি। তুষারদা!

তুষার। একটা ভাঙ্গা বাড়িই আছে আমাদের—কিন্তু তুমি তো জানো স্বাতি আমরা বড়লোক নই। বাবা এই বুড়ো বয়সেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের সংসারের জন্য খাটেন, তাও সত্যি, কিন্তু কোন উপায় নেই—ট্যুইশানি কোরে সামান্য কটা টাকা ছাড়া মাস গেলে যখন কিছুই তার হাতে এনে দিতে পারি না তখন নিজের ওপর ঘৃণা ধিক্কার জন্মানো ছাড়া—

[এগিয়ে তুষারের খুব কাছে এসে তাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। আমায় তুমি ভুল বুঝোনা তুষারদা। তোমাকে আঘাত দেবার জন্য কথাগুলো আমি বোলিনি—তুমি এতোটা কন্‌সাস্‌ জানলে এরকম কথা

তোমাকে আমি কিছুতেই বোলতাম না—আর অন্য কাউকে এ রকম কথা বলার দুঃসাহসও আমার নেই—ভালোভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে তুমি আনন্দ পাবে জানি—কিন্তু আর একজনও আছে তুষারদা, সে সুখী হবে তোমার চেয়ে অনেক বেশী।

[স্বাতির হাতখানা নিবিড়ভাবে ধোরে শান্ত মৃদুগলায় কথা বলে তুষার।]

তুষার। স্বাতি! তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো স্বাতি?

[বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে সত্যব্রত। তার আচমক ঘরে ঢোকাতে তুষার ও স্বাতি দুজনেই চমকে উঠে সংযত হয়।]

সত্যব্রত। ইট্ ইজ্ অ্যান এ্যাক্সিডেন্ট।

[তুষারকে দেখে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলে সত্যব্রত।]

এই যে, বলো—বলো, এর জন্য ওর শাস্তি পাওয়া উচিত কি না? হোয়াট? উচিত নয়?

[পাগলের চাপা হাসি হাসে সত্যব্রত।]

ওঃ, তুমিও মৃত নগরীর নাগরিক? দেখি মেরুদণ্ডটা —আরে! এটা যে একেবারেই ভাঙ্গা—পারবে না—পারবে না—এগিয়ে যেতে পারবে না—অল

সেন্টিমেণ্টাল ফুলস্—হ্যাগার্ডস্—ভ্যাগাবণ্ডস্।

[ভেতরে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে কথা বলে সত্যব্রত।]

শোনো, একটা কথা বোলছি কাউকে বোলবে না—টপ্‌সিক্রেট্।

[একবার স্বাতির দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে তার কথার উত্তর দেয় তুষার।]

তুষার। বোলুন ?

সত্যব্রত। আজকের পৃথিবীতে যদি স্ট্রাগল্ কোরে এগিয়ে যেতে চাও, তাহোলে জাষ্ট লাইক্ মি, ট্রাই টু হিপনোটাইজড্ ইয়োর সেন্টিমেণ্টস্—বি কেয়ারফুল, সেন্টিমেণ্টকে কখনোই প্রশ্রয় দেবে না—দিলেই ঘাড়ের ওপর চেপে বোসে রক্ত শুষে খাবে—তাজা লালরক্ত।

[পাগলের হাসি হাসে সত্যব্রত।]

ভাত কই ? ভাত ?

[ভেতর থেকে বহ্নি এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে।]

বহ্নি। আসুন কাকাবাবু, আপনার ভাত দিয়েছি।

সত্যব্রত। দিয়েছিস—খাবো—ভীষণ খিদে পেয়েছে—নাড়িভুড়ি জ্বলছে—খেয়ে এসে বেরুবে—ধ্বংস কোরে দেবো এ মৃতনগরী—এর প্রত্যেকটি ইঁটে পাপ—একে ধ্বংস কোরতেই হবে—ইট্ ইজ মাই ডিউটি—

তা না হোলে কেউ বাঁচবে না—কেউ না।

বহ্নি। কাকাবাবু আসুন।

[তুষারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় কোরতে কোরতে ভেতরে চোলে যায় সত্যব্রত। তুষার ও স্বাতির দিকে একবার তাকিয়ে হেসে ভেতরে চোলে যায় বহ্নি।]

স্বাতি। আজ যদি কাকাবাবুর মাথা ঠিক থাকতো তাহোলে আমাদের এ অবস্থা কিছুতেই হোতো না তুষারদা। অনেক আরামে আমরা থাকতে পারতাম।

তুষার। শুনেছি উঁনি খুব নামকরা উকিল ছিলেন?

স্বাতি। হ্যাঁ।

তুষার। রিয়েলি কি ট্র্যাজিক্ লাইফ্ বলো তো?

[একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। কাকাবাবুর কথা বাদ দাও—ফরনাথিং তোমার সময় নষ্ট কোরলাম—তোমাকে আঘাত দিলাম। কোথাও বেরুচ্ছিলে নাকি?

[ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সামান্য হেসে কথা বলে তুষার।]

তুষার। হ্যাঁ, তিনটের একটা ট্যুইশানি আছে, টিকিয়ে রাখবার জন্য টাইমলি যাওয়া দরকার।

[তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় স্বাতি।]

চোলি?

স্বাতি। এসো।

[ভেতর থেকে ঘরে ঢুকে তুষারকে না দেখে একটু অবাক হয় বহ্নি।]

বহ্নি। তুষার ঠাকুরপো চোলে গ্যাছে ?

স্বাতি। হ্যাঁ।

[দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে স্বাতি, তার চোখ মুখের লজ্জার ভাবটা বহ্নির চোখ এড়ায় না, তাকে আরও একটু লজ্জা দেবার জন্যই হেসে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। যাই বলো ঠাকুরঝি, তোমাদের দুটিতে মানাবে কিন্তু বেশ।

[নেপথ্যে দেবব্রতবাবুর গলার স্বর শুনতে পাওয়া যায়।]

দেবব্রত। বৌমা—বৌমা—

বহ্নি। যাই বাবা।

[বহ্নি ভেতরে চোলে যায়, ভেতর থেকে ঘরে এসে ঢোকে সৌমেন, তাকে দেখে বুঝতে পারা যায় যে সে সবে ঘুম থেকে উঠে এসেছে।]

সৌমেন। তুই বিকেলে কোথাও বেরুবি নাকি স্বাতি ?

স্বাতি। কেন ?

সৌমেন। আগে বল—বেরুবি কি না ?

স্বাতি। না।

সৌমেন। আজ আমাদের একটা একজিবিশান্ ম্যাচ্ আছে।

স্বাতি। তার আমি কি কোরব? গেঞ্জী-হাফ্ প্যান্ট্ পোরে রেফারি হবো?

সৌমেন। হোলে অবিশ্যি ভালোই হোতো, থার্ড ডিভিসানের খেলাতো আর লোকে ভীড় কোরে ছাখে না—দেখতো।

স্বাতি। ইয়ারকি মারতে হবে না—কি বোলতে এসেছিস, বল?

সৌমেন। তুই আজ মাকে খাবারটা দিয়ে আসিস্, আমার ফিরতে সন্ধে হোয়ে যাবে—প্লিজ।

স্বাতি। বুঝেছি।

[বহ্নি এসে ঘরে ঢোকে।]

সৌমেন। এই যে বৌদি, তুমি কি আজ মাকে দেখতে যাবে?

বহ্নি। না ঠাকুরপো, আজ আর আমার হোয়ে উঠবে না, কাল যাবো।

সৌমেন। সেই ভালো, আজ স্বাতি যাচ্ছে।

বহ্নি। কেন—তুমি যাবে না?

সৌমেন। না বৌদি, আজ আমার একটা ইম্পরট্যানট্ খেলা আছে—যেতেই হবে।

[দরজায় জোরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সৌমেন গিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে দেয়, দেখা যায় হীরেনের বন্ধু সহকারী চিত্র পরিচালক শোভন রায়কে, তাকে দেখে অবাক হোয়ে যায় স্বাতি ও সৌমেন দুজনেই।]

সৌমেন। আরে শোভনদা যে! কোথ্‌থেকে এলে?

[ভেতরে চোলে যায় বহ্নি।]

শোভন। আমাকে দেখে একেবারে লাফাতে শুরু কোরলি যে?

স্বাতি। কতোদিন বাদে তোমাকে দেখলাম।

শোভন। আর দেখে একেবারে হাঁ হোয়ে গেলাম—যা. বেশ ঠাণ্ডা একগ্লাস জল খাওয়া দিকি। সেই সকাল থেকে নার্ভাস ব্রেক্‌ডাউনে ভুগছি।

[একটা চেয়ার একটু টেনে নিয়ে বসে শোভন. তার কথায় সৌমেন ও স্বাতি হেসে ওঠে। স্বাতি ভেতরে চোলে যায়।]

আমাকে দেখে কে ভেতরে চোলে গ্যালোরে সমু?

সৌমেন। বৌদি।

শোভন। বৌদি! কার বৌদি—কি রকম বৌদি?

[জল নিয়ে ঘরে ঢুকে শোভনের কথার উত্তর দেয় স্বাতি।

স্বাতি। আমাদের বৌদি—দাদার ওয়াইফ্‌।

শোভন। হীরু বিয়ে কোরেছে! বলিস্‌ কি? একটা খবরও দিলো না?

সৌমেন। একরকম হঠাৎ হোয়ে গ্যাছে কি না, কাউকেই খবর দেওয়া হয় নি, তারপর তুমি থাকো সেই বোমবে—খবর দিলেও কি আসতে পারতে?

শোভন। হ্যাঁরে বড্‌ডো দূরে পোড়ে গেছি, তবে শিগ্‌গিরই ওখান থেকে কোলকাতায় চোলে আসছি।

স্বাতি। কেন?

শোভন। দূর, হিন্দী বই আর ভালো লাগছে না—একেবারে টপ্‌-টু-বটম মেকানিকাল।

স্বাতি। কেন, কতকগুলো হিন্দী বই তো বেশ ভালো?

শোভন। এই ছাখ, আমি কি সব বই খারাপ বোলছি নাকি? ভালো বই কোরতে হলে ভাল ডিরেকটার দরকার। আমি যাদের আন্‌ডারে কাজ করি তাদের রিক্রিয়েশানের চিন্তা করাতো দূরের কথা, আরট বোলে যে ডিক্‌সেনারীতে একটা কথা আছে তাই কখনো শুনেছে কি না সন্দেহ। বই হোচ্‌ছে না অশ্বডিম্ব হোচ্‌ছে—ওয়েস্‌টেজ্‌ অব্‌ ফিল্‌ম—টাকার শ্রাদ্ধ হোচ্‌ছে।

স্বাতি। এখন কোলকাতায় এসেছো যে?

শোভন। একটা বই এর স্যুটিং এর জন্য এসেছি। এই পথ দিয়েই যাচছিলাম, ভাবলাম তোদের সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাই—হীরুর সঙ্গে তো আর দেখা হবে না। হ্যাঁরে, ওকি সেই অফিসেই আছে?

সৌমেন। হ্যাঁ।

শোভন। আর বীরু? পাগলা এখনো আগের মতোই

থিয়েটার কোরে বেড়াচ্ছে তো ?

সৌমেন। বাব্বাঃ, যা নেশা তুমি ধোরিয়ে গ্যাছো।

শোভন। কেনরে কি হোলো ?

স্বাতি। দিনরাত ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কতো রকমের একস্‌প্রেশান—তবে এখন একটা কারখানায় ঢুকেছে কি না, তাই রক্ষে—একটু কমেছে।

শোভন। কারখানায় ঢুকেছে! গ্যালো, হতভাগার ভেতরে যাও কিছুটা রসকস ছিলো মেশিনের পাল্লায় যখন পোড়েছে তখন একেবারে পিষে একাকার হোয়ে যাবে।

স্বাতি। তা হবার উপায় নেই শোভনদা, সপ্তাহে দুটো চারটে তো লেগেই আছে।

শোভন। লেগে থাকলেই ভালো। পাগলার ভেতরে মাল আছে।

সৌমেন। বাবার সঙ্গে দেখা কোরবে নাকি ?

শোভন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মেসোমশায় কোথায় ?

সৌমেন। পাশের ঘরে।

শোভন। চল্‌ প্রণাম কোরে আসি।

[সকলে ভেতরে চোলে যায়। একটা কীট্‌সব্যাগে বুট আর একটা জারসি ঢোকাতে ঢোকাতে ঘরে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। বাবা জারসি, কড়া মান্‌জা দিয়েছি তোমায়—আমার প্রেসটিজ্‌টি পাংচার কোরোনা—বাবা বুট, কি রকম

চমককিয়েছি তোমায়, একেবারে জ্বলজ্বল কোরছো—আমার মুখটাও আজ উজ্জ্বল কোরো—জয় মা কালী।

[বাইরে বেরিয়ে যায় সৌমেন। কথা বোলতে বোলতে ঘরে এসে ঢোকে স্বাতি ও শোভন।]

শোভন। নারে, আজ আর বোসবো না, বাইরে আর একজন ওয়েট্ কোরছে, আর একদিন আসবো—আমি এখন কিছুদিন কোলকাতায় আছি।

স্বাতি। হুঃ, তুমি আবার আসবে ?

শোভন। দেখিস্ ঠিক আসবো।

[শোভন বাইরের দরজার দিকে এগোয়। স্বাতি আর একটু এগিয়ে এসে মৃদু গলায় শোভনকে ডাকে।]

স্বাতি। শোভনদা।

শোভন। কি রে ?

স্বাতি। আমায় সিনেমায় নামবার একটা চানস কোরে দাও না শোভনদা ?

[তার কথায় বিস্মিত হয় শোভন। ভেতরের জান্‌লায় একবার দেখতে পাওয়া যায় বঙ্কিকে।]

শোভন। তুই সিনেমায় নামবি। বোলিস্ কিরে স্বাতি—কেন ?

স্বাতি। হ্যাঁ শোভনদা, সংসারের যা অবস্থা তাতে আমি যদি

কিছু কিছু রোজগার কোরে এনে দিতে পারি তাহোলে—

শোভন। কিন্তু আমার লাইন্-এ তোকে আমি কিছুতেই ঢুকতে বলি না স্বাতি, বড়ো ন্যাসটি লাইন্—খুব ষ্টেডি না থাকলে যে কোন মোমেনটে পিছলে যাবার চানস—

স্বাতি। আজকাল তো অনেক বড়ো বড়ো ঘরের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এ লাইনে আসছে।

শোভন। সে অবিশ্যি সত্যি, কিন্তু পুরোনো ট্র্যাডিশান্ নষ্ট হোতে এখন অনেক দেরী, যদিও একটু একটু কোরে আউটলুক পালটাচ্ছে—তবে কি জানিস, এ লাইনের লোককে সবাই এখনো ঠিক সাধারণভাবে নিতে পারেনি। সে যাই হোক, সত্যিই যদি এ লাইন্এ আসতে চাস আমি তো কোলকাতাতেই আসছি আমাকে জানাস্। তবে হ্যাঁ, যা কোরবি, খুব ভেবেচিন্তে কোরবি, বুঝলি ?

[চুপ কোরে থাকে স্বাতি।

চোলি কেমন ?

স্বাতি। এসো।

[শোভন চোলে গেলে বহ্নি এসে ঘরে ঢোকে। তার হাতে একটা ঝোলানো ব্যাগ। সেটা স্বাতিকে দিতে দিতে বহ্নি বলে।]

বহ্নি। নাও! আর এসব কি ছেলেমানুষী কোরছ ঠাকুরঝি? সিনেমায় নামবে? ছিঃ-ছিঃ।

[স্বাতি বেশ গম্ভীর। শক্তভাবেই বহ্নির কথার উত্তর দেয় সে।]

স্বাতি। কাজ আর কর্তব্যের জোয়াল যদি এসে ঘাড়ে চাপে তাহোলে বাধ্য হোয়েই অনেক সময় অনেক অভদ্র কাজ কোরতে হয় বৌদি।

বহ্নি। সেইজন্যই তো সমাজের আজ এই অবস্থা।

স্বাতি। সমাজের যে অবস্থাই হোক, তুমি আমি তার ভাঙ্গন আঠকাতে পারবো না। তা ছাড়া সিনেমায় নামাটা আজকাল আর আগেকার মত খারাপ কিছু নয়, কতো ভদ্রলোকের মেয়েই তো সিনেমায় নামছে—দেখছো না?

বহ্নি। তা নামুক, বড় বড় তিন ভাই থাকতে—

স্বাতি। আজকের দিনে প্রত্যেকেরই চলার পথ আলাদা বৌদি, সকলেরই টাকা রোজগার কোরে নিজের নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। অতো সম্মান অসম্মানের ধুয়ো তুলে ঘরে বোসে থাকলে একদিন সবাইকে উপোস কোরে শুকিয়ে মোরতে হবে দেখো।

বহ্নি। মানলুম। কিন্তু টাকার মাপকাঠিকে তো আর আত্ম-সম্মান যাচাই করা যায় না ঠাকুরঝি।

স্বাতি। জানি বৌদি, কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো— তোমার ঐ বিবেক আর আত্মসম্মান জ্ঞান যারা সব দিক দিয়ে মার খাচ্ছে তাদের না থাকাই ভালো।

[বাইরের দরজার দিকে এগোয়।]

বহ্নি। থাক ঠাকুরঝি, এই নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক কোরতে চাই না, তবে যা কোরবে তোমার দাদাদের একবার জানিয়ে কোরো।

[স্বাতি বেরিয়ে গেলে দরজাটা বন্ধ কোরে ভেতরে চোলে যাচ্ছিলো বহ্নি। আস্তে কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। দরজা খুলে দেয় বহ্নি। ঘরে ঢোকেন বহ্নির বাবা সুরেশ চক্রবর্তী।]

বাবা! এসো। বোসো।

[সুরেশবাবুকে প্রণাম কোরে বোসতে বলে বহ্নি। একটা চেয়ারে বসেন সুরেশ চক্রবর্তী।

সুরেশ। তোকে একবার দেখতে এলাম মা। কেমন আছিস?

বহ্নি। ভালো।

সুরেশ। বেয়াইমশাই কোথায়?

বহ্নি। বাবার কয়েকদিন থেকে জ্বর জ্বর চোলছে—বিছ্‌নায় শুয়ে আছেন।

সুরেশ ওঃ, চল্ আগে দেখা কোরেই আসি! একটু দরকার আছে।

বহ্নি। কি দরকার বাবা ?

সুরেশ। ভাবছি দিন কয়েকের জন্য তোকে আমার ওখানে নিয়ে যাবো—তোর মার শরীরটাও খারাপ যাচ্ছে, রুনুটাও একা সব পেরে ওঠে না। তারপর তুইও তো বহুদিন যাসনি—একবার ঘুরে আসবি কি বল ?

[একটু ইতঃস্তত কোরে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। আমার এখন যাওয়া হোয়ে উঠবে না বাবা।

[বহ্নির কথায় হতাশ হোলেও একটু যেন বিস্মিত হন সুরেশবাবু]

সুরেশ। কেন মা !

বহ্নি। বাবার জ্বর, মা এখনও হাসপাতালে, একা ঠাকুরঝি সব পেরে উঠবে না বাবা।

[হতাশ হোয়ে কথা বলেন সুরেশবাবু।]

সুরেশ। কিন্তু আমি যে এবার বড়ো আশা কোরে এসেছি মা।

বহ্নি। কি কোরবো বাবা, এখন আমার যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

সুরেশ। চল্, বেয়াইমশাই-এর সঙ্গে দেখা কোরে আসি।

বহ্নি। এসো।

[দুজনে ভেতরে চোলে যায়। ভেতর থেকে সত্যব্রত এসে ঘরে ঢোকে।]

সত্যব্রত। মানুষের মুখোস পরে মানুষ সেজেছে—ওপর তলার

মানুষ—ফুঃ—ইউ আর এ ডেভিল—ইয়োর অনার, হি ইজ্ এ ডেভিল—রিয়েল ডেভিল—মার্কামারা শয়তান—সরষের তেলে বিষাক্ত শেয়ালকাঁটা মিশিয়ে ও বাজারে ছেড়েছে—হাজার হাজার মানুষকে ও চিরদিনের জন্য অন্ধ কোরে দিয়েছে—আই সে, ওকে ফাঁসিকাঠে লটকাতে হবে—প্রমাণ নেই! মুক্তি পাবে! নো—নেভার—বিচার চাই—ন্যায় বিচার।

[সত্যব্রত বাইরে চোলে যায়। বহ্নি ও সুরেশবাবু ঘরে ঢোকে কথা বোলতে বোলতে।]

বহ্নি। যেতে পারলাম না বোলে মনে কিছু কোরো না বাবা, আমার কি তোমার ওখানে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু—

সুরেশ। থাক মা, এদিকের যা অবস্থা দেখলাম—তাতে এখন তোর না যাওয়াই ভালো—সবই তো তোর ওপর।

বহ্নি। হ্যাঁ বাবা।

সুরেশ। হীরেনকে নিয়ে একদিন সন্ধের দিকে যাস না। রুনু প্রায়ই তোদের কথা বলে।

বহ্নি। দেখি বাবা, রোববারে যদি ওকে রাজী কোরতে পারি।

[সুরেশবাবুকে দরজা অব্দি এগিয়ে দেয় বহ্নি। বহ্নি তাকে প্রণাম করে। তিনি চোলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে

বহ্নি সবে এসেছে ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢোকে বীরেন। তার ঢোকার সামান্য শব্দে ফিরে তাকায় বহ্নি। কোনো কথা না বোলে অবাক হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে সে, বীরেন অতিমাত্রায় লজ্জিত হোয়ে পড়ে। বুঝতে পারে কিছুক্ষণ আগে সে যে মদ খেয়েছে সেটা বহ্নির চোখ এড়ায়নি।]

ছিঃ-ছিঃ ঠাকুরপো, এই সেদিন আমায় কথা দিয়েছিলে আর কোনদিনও ওসব ছাইপাঁশ ছোঁবে না, মনে নেই ?

বীরেন। এই তোমার গা ছুঁয়ে বোলছি বৌদি, আর কখনো ওসব খাবো না।

বহ্নি। সেদিনও তাই বোলেছিলে।

[একটু যেন কেমন হোয়ে যায় বীরেন। একমাত্র বহ্নিই তার এরকম ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত। তাই একটু যেন শঙ্কিত হয় বহ্নির মন।]

বীরেন। সেদিনের সংগে আজকের অনেক তফাৎ বৌদি, সেদিন জানোয়ারের মত খাটতে খাটতে ক্লান্তিতে যখন দেহ মন অবশ হোয়ে পোড়তো তখন তাকে চাঙ্গা কোরে তোলার জন্য এর বড়োই প্রয়োজন ছিল—তাই তোমাকে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি—আজ কিন্তু সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিলাম।

বহ্নি। আজকেই বা খেয়েছো কেন ?

বীরেন। কেন খেয়েছি ? তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে বুঝতে পারছো না বৌদি ?

[অবাক হোয়ে বীরেনের মুখের দিকে তাকায় বহ্নি।]

কাল থেকে আর যেতে হবে না বোলে।

বহ্নি। কি বোলছো তুমি !

বীরেন। শুধু আমার নয় বৌদি, আমার মতো আরো চল্লিশ জনের আজ এই অবস্থা—তাদের মধ্যে অনেকে আবার ছেলেপুলে নিয়ে সংসারও কোরছে—একবার ভাবো তো তাদের অবস্থাটা—যখন শুনলাম, কেমন যেন হোয়ে গিয়েছিলাম—তারপর ভাবলাম, দূর ভেবে কি হবে—যেমনি হঠাৎ এসেছিলো তেমনি হঠাৎ গ্যাছে, ভালোই হোয়েছে—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো বৌদি, আমার মত লোকের স্বপ্ন দেখা।

বহ্নি। স্বপ্ন !

বীরেন। হ্যাঁ, দাদার মতো আমিও গোপনে একটু আধটু স্বপ্ন দেখতে শুরু কোরেছিলাম, কেউ জানতো না, কিন্তু বৌদি সকালে দেখা স্বপ্ন যাদের বিকেলে দিগন্তে মিলিয়ে যায় তাদের স্বপ্ন দেখবার কোনো অধিকারই নেই স্বপ্ন দেখাটাও তাদের কাছে একটা বিরাট অপরাধ।

[বোবা দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শান্ত সংযত গলায় কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। ঠিক বোলেছো তুমি ঠাকুরপো। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের স্বপ্ন দেখাটাই অপরাধ। তবু আমরা স্বপ্ন দেখবো, দেখতে হবে, স্বপ্ন ছাড়া যে এক মুহূর্ত আমরা বাঁচতে পারবো না ঠাকুরপো।

[ঘরের আবহাওয়া থমথমে।]

বীরেন। নাও, টাকা কটা রেখে দাও, কাজে লাগবে। ফ্যাক্টরীর মালিক ভদ্রলোক, পুরো মাসের মাইনেটাই দিয়েছে।

[সামান্য হাসে বীরেন। তার হাত থেকে টাকাগুলো নেয় বহ্নি। বীরেন বাইরের দরজার দিকে এগোলে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। তুমি কি বেরুচ্ছো নাকি ?

বীরেন। যাই রিহার্সাল রুম থেকে একবার ঘুরে আসি, আজ আবার একটা নোতুন বই ধরা হোচ্ছে "মানব বিশ্বাস নিরুদ্দেশ"—তবে আজ আর মুড নেই বৌদি—গিয়েই চোলে আসবো।

বহ্নি। আজ থাক্ না।

বীরেন। বাইরে কোথাও হোলে যেতাম না বৌদি, পাড়ার ব্যাপার—একবার না গেলে খুব খারাপ দেখাবে—আমি যাবো আর আসবো।

[বীরেন চোলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে চোলে যাচ্ছিলো বহ্নি। ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরে এসে ঢোকে স্বাতি। অস্বাভাবিক গম্ভীর তার চোখ মুখ। বহ্নি বিস্মিত। বিস্ময়ের ভাব কেটে গেলে উদ্‌গ্রীব্ হোয়ে স্বাতিকে জিগ্‌গেস করে সে।]

বহ্নি। ঠাকুরঝি! কি হোয়েছে ঠাকুরঝি, কি—কথা বলো? মা কেমন আছেন?

স্বাতি। মা আমাদের ছেড়ে চোলে গ্যাছেন বৌদি।

বহ্নি। ঠাকুরঝি।

[কেউ কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে চেয়ারের উপর কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে রাখে স্বাতি। তারপর ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে সেই প্রথম কথা বলে।]

স্বাতি। বাবাকে এখুনি কিছু জানাবার দরকার নেই বৌদি, দাদা-মেজদা আসুক।

[ঘরের ভেতরের দরজায় দেখা যায় দেবব্রতবাবুকে। থরথর কোরে পা দুটো কাঁপছে তার। ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ায় সৌমেন। ঘরের স্তব্ধতা দেখে বিস্ময় বোধ করে সে। হাত থেকে কীটস্ ব্যাগটা আস্তে নামিয়ে রেখে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করে সে।]

দেবব্রত। কি জানাবার দরকার নেই স্বাতি?

[কথার উত্তর না পাওয়াতে সামান্য রেগে যান তিনি।]

কি জানাবার দরকার নেই বৌমা? কি হোলো? কেউ কথা বোলছো না কেন?

[উত্তেজিত হোয়ে ওঠেন দেবব্রতবাবু। ছুটে গিয়ে দেবব্রতবাবুর বুকের ওপর পোড়ে কান্না জড়ানো গলায় কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। বাবা—বাবা—মা নেই বাবা—

দেবব্রত। মা নেই! মারা গ্যাছে! আঃ! আজ আমার বড়ো আনন্দ হোচছে স্বাতি, সত্যি বড়ো আনন্দ হোচছে। হীরুকে বাঁচিয়েছে ও—আঃ!

[সৌমেন এগিয়ে এসে দেবব্রতবাবুকে ধরে।]

আমি দুঃখ পাবো বোলে তোরা আমাকে সবকিছু লুকোবার চেষ্টা কোরিস—বোকা—আস্ত বোকা তোরা।

[একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কথা বলেন তিনি।]

দুঃখ সইতে সইতে এ বুকটা আজ শক্ত পাথর হোয়ে গ্যাছে—সব, সব আঘাত এটা আজ সইতে পারে।

বহ্নি। আপনি ওঘরে চলুন বাবা, যা হবার তাতো হোয়েই গ্যাছে।

দেবব্রত। ব্যর্থতার বোঝা বহন করার যে কি কষ্ট এতোদিন ধোরে তিলে তিলে আমি সেটা অনুভব কোরেছি বৌমা—আজ তার সব এসে পোড়েছে হীরুর ওপর, সে তা সইতে পারবে কেন? এবার আমিও ওকে মুক্তি দেবো।

বহ্নি। বাবা! এ আপনি কি বোলছেন বাবা!

দেবব্রত। হ্যাঁ—আমিও ওকে মুক্তি দেবো।

[কাঁপতে কাঁপতে ভেতরে চোলে যান দেবব্রতবাবু। ঘরে এসে ঢোকেন সত্যব্রত।]

সত্যব্রত। কেউ বাঁচবে না—মৃত নগরীর নাগরিক সবাই—কেউ বাঁচবে না—কেউ না—সব ধ্বংস হোয়ে যাবে—সব।

[পাগলের হাসি হাসে সত্যব্রত।]

স্বাতি। চুপ করো কাকাবাবু—চুপ করো।

সত্যব্রত। আমাকে বাধা দিতে এসেছো? পারবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না—আমি নিজের হাতে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস কোরে দিয়ে যাবো—একটু একটু কোরে সব ধ্বংস হোয়ে যাবে—সব—সব।

[পাগলের চাপা হাসি হাসে সত্যব্রত।]

সৌমেন। কাকাবাবু ষ্টপ্ ইট্—ষ্টপ্ ইট্ কাকাবাবু—

সত্যব্রত। হোয়াট্?

সৌমেন। ষ্টপ্ ইট্!

সত্যব্রত। ষ্টপ্ ইট্? দিস ইজ নট্ ম্যাজিক মাই ডিয়ার সান্—দিস ইজ পাওয়ার—রিয়েল পাওয়ার—ওয়ান আফটার এনাদার—ওয়ান আফটার এনাদার—ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর-ফাইভ—ইচ্ এ্যানড এভরি ওয়ান উইল ডাই—ষ্ট্রাগল্ ফর এগ্‌জিসটেনস্—নো ওয়ান উইল সার ভাইভ—মিসটিরিয়াস আইল্যানড—ল্যানড্ অফ্ দি ডেড বডিজ্।

[সত্যব্রত হাসছে। মঞ্চে নেমে আসে ঘন অন্ধকার।]

॥ চার ॥

[বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। মঞ্চে আলো জ্বললে দেওয়ালে নোতুন বছরের ক্যালেণ্ডার টাঙানো রোয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। সবে সন্ধে হোয়েছে। একটা চেয়ারে বোসে আছে তুষার আর তার ঠিক পেছনে দাঁড়িছে রোয়েছে স্বাতি। দুজনকেই বেশ চিন্তিত মনে হয়।]

স্বাতি। বাড়ির কারোই যখন আপত্তি নেই তখন এরকম একটা চান্স ছাড়া তোমার উচিত হবে না তুষারদা।

তুষার। কিন্তু কতো দূরে একবার ভেবে দেখেছো ?

স্বাতি। দূর হোক, জানো তো, জীবনে সুযোগ কখনও দুবার আসে না ?

তুষার। জানি স্বাতি, কিন্তু—

স্বাতি। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই তুষারদা। চাকরিটা তুমি নিয়েই নাও, কতো লোকই তো বাইরে গিয়ে চাকরি কোরছে—তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমরাই যদি বাইরে যেতে এতো ভয় পাও—

তুষার। সেজন্য ভাবছি না স্বাতি।

স্বাতি। তবে ?

তুষার। ভাবছি তোমার জন্য, কতদিন বাদে আবার আমাদের দেখা হবে—কোলকাতার ওপর চাকরি হোলে—

স্বাতি। ভুল কোরছো তুষারদা, কোলকাতার ওপর হোলে অসুবিধেই হোতো, এতে এমন জায়গায় গিয়ে আমরা ঘর বাঁধবো তুষারদা, যেখানো কোন রকম কুসংস্কারের ঢেউ গিয়ে আমাদের ছোটটো সংসারে আঘাত কোরেও কিছু কোরতে পারবে না। নোতুন জায়গায় আমাদের নোতুন সংসার কেমন লাগবে বলো তো ?

[দুহাত দিয়ে স্বাতির দুকাঁধ ধোরে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলে তুষার।]

তুষার। স্বাতি !

স্বাতি। বলো, ঠিক বোলেছি কি না ?

[বাইরের দরজায় বীরেনকে দেখতে পাওয়া যায়। ঠোঁটের কোণে তার মিষ্টি হাসি।]

তুষার। হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বোলেছো স্বাতি, আমি অতোটা ভাবিনি। চাকরিটা তবে অ্যাকসেপট করি, কি বলো ?

স্বাতি। নিশ্চয়ই।

[বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলে বীরেন।]

বীরেন। হুঃ-হুঃ, অলওয়েজ অ্যালার্ট, অ্যাক্সিডেনট্ অ্যাভার্ট।

[দুজনেই সংযত হয়। বীরেন হাসতে হাসতে কথা বলে।]

শুধু মিষ্টি কথায় তো হবে না ব্রাদার, এরকম একটা ভালো চাকরি পেলে, মিষ্টি কই ?

তুষার। ভুলে যেওনা বীরুদা, আমি এখনও বেকার, আগে মাইনে পাই—তারপর না খাওয়ালে বোলো।

বীরেন। ট্যুইশানির টাকা থেকে খাইয়ে দাও, অনেক ভেবে চিন্তেই টিকিওয়ালারা লিখেছে—শুভস্য শীঘ্রম্, অশুভস্য কালহরণম্—আমার মতো অবস্থা হোলেই তো হোয়েছে, মাঝখান থেকে ফাঁকিতে পোড়ে যাবো, সেটি হোতে দিচ্ছি না ব্রাদার।

তুষার। তোমার মতো!

বীরেন। হ্যাঁ ব্রাদার আমার মতো—এক মাসের পুরো মাইনে পেতে না পেতেই পুনর্বেকারো ভব।

[তার কথায় তুষার ও স্বাতি হাসে।]

তুষার। ভালো একটা জুটিয়ে নাও।

বীরেন। নট্ পসিবল্ ব্রাদার, মিষ্টার শনি এমন পেছনে লেগেছে—আমার লাইফটাকে একেবারে হেল কোরে ছাড়লো।

তুষার। মিষ্টার শনি কে?

বীরেন। তোমাদের শনি ঠাকুর।

[তুষার স্বাতি হেসে ওঠে।]

তুষার। তুমি এইসবে বিশ্বাস করো বীরুদা?

বীরেন। খু-উ-ব করি, প্রতি সেকেন্‌ডে ফল পাচ্ছি, বিশ্বাস কোরবো না বলো কি? আমার এমনি হাত জানো

ব্রাদার—লাইন্ অফ প্রস্পারিটিই নেই, তবে হ্যাঁ ফেম্ লাইনটা ইউনিক্।

তুষার। ফেম্ লাইন্!

[হাতটা এগিয়ে তুষারকে দেখায় বীরেন।]

বীরেন। এই ছাখো, এটা হোলো ফেম্ লাইন্, কি রকম ডিপ্ হোয়ে হাতের ওপর কেটে বোসেছে দেখছো? মুছে যাবার চান্সই নেই।

[সবাই হাসে, হাসতে হাসতেই কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। তারও কোনো চান্স্ দেখতে পাচ্ছি না যে?

বীরেন। হবে রে হবে, মিষ্টার শনির একটু দয়া হোলেই দেখবি একেবারে বোম্বে পৌঁছে গেছি।

[তার কথায় স্বাতি ও তুষার দুজনেই বিস্মিত হয়।]

তুষার। বোম্বে!

বীরেন। হ্যাঁ, বোম্বে—দি সিটি অফ ইনডিয়ান হিরোজ—

তুষার। সত্যি সত্যিই বোলছো, না—

বীরেন। তবে আর বোলছি কি ব্রাদার—শোভনদার সঙ্গে কথাও হোয়ে গ্যাছে, একদিন দেখবে আমার নানান পোজের পোসটারে কোলকাতা শহর ছেয়ে গ্যাছে—তারপর বোম্বে থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে আই উইল বি দি হিরো অফ মডার্ণ বেঙ্গল, যেমনি চুল কাটবো, কোলকাতার সব বেকার ভ্যাগাবন্ড্-

গুলো ঠিক তেমনি চুল কাটবে—যেমনি ড্রেস পোরবো, বাপের পকেট হাতড়ে—দরকার পোড়লে চুরি কোরে, ঠিক তেমনি ড্রেস পোরবে—যেমনি জুতো পোরবো—না, জুতো অব্‌দিই থাক—চা না খেয়ে আর ভাবতে পারছি না, বৌদি—

[তার কথায় স্বাতি ও তুষার দুজনেই হেসে ওঠে। দু-কাপ চা নিয়ে ঠিক সেই সময়ই ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকে বহ্নি।]

বৌদি—সত্যি বৌদি, তুমি না থাকলে এই সাতাশ বছরেই আমার বেকার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘোটতো।

[তার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে তাতে চুমুক দিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে কথা বলে বীরেন।]

আঃ!

[বহ্নি এগিয়ে এসে তুষারকে চা দেয়।]

স্বাতি। তুষারদার চাকরী হোয়েছে শুনেছো বৌদি ?

বহ্নি। তাই নাকি ? মিষ্টি কোথায় তুষার ঠাকুরপো ?

বীরেন। আমিও তাই বোলছিলাম বৌদি, সঙ্গে সঙ্গে না হোলে ফাঁকির খাতায় জমা হোয়ে যাবে।

তুষার। তোমরা সবাই মিলে যখন ধোরেছো, তখন কি আর না খাইয়ে উপায় আছে।

বীরেন। এইতো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা।

[বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় তুষার।]

বহ্নি। তুমি যাচ্ছো নাকি তুষার ঠাকুরপো ?

তুষার। হ্যাঁ বৌদি। ছটায় একটা টুইশানি আছে।

বহ্নি। এসো তাহোলে, ঠাকুরপোর কথা মনে থাকে যেন।

তুষার। বীরুদার পাল্লায় যখন পোড়েছি, তখন ঠিক মনে থাকবে।

[বাইরে আবার কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।]

বীরেন। ছাখতো স্বাতি, কে ডাকছে ?

[স্বাতি এগিয়ে এসে ভেজানো দরজাটা খুলে দেয়। তুষার বাইরে চোলে যায়। দরজার গোড়ায় দেখা যায় ব্যাগ হাতে অনিলবাবুকে।]

অনিল। বীরেনবাবু আছেন নাকি ? বীরেনবাবু---

বীরেন। এই যে আছি, আসুন—তোমরা একটু ভেতরে যাওতো বৌদি—আমার বড়োকুটুম এসেছে অভ্যর্থনা করি।

বহ্নি। এসো ঠাকুরঝি।

[বহ্নি ও স্বাতি দুজনে ভেতরে চোলে যায়।]

বীরেন। আসুন, নিন—বোসুন।

[বীরেন একটা চেয়ার একটু এগিয়ে দিলে অনিলবাবু বেশ আরাম কোরে বসেন।]

আমাকে এখনো মনে রেখেছেন দেখছি ?

অনিল। কি যে কন আপনে ?

[চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাপড় দিয়ে মুছতে মুছতে কথা বলেন অনিলবাবু।]

কইছিলাম না, পারমানেনট্ আপনে হবেনই হবেন।

বীরেন। পারমানেনট্ হোয়েছি! কি কোরে বুঝলেন বলুন তো ?

[চশমাটা চোখে লাগাতে লাগাতে কথা বলেন অনিলবাবু]

অনিল। কাণ্ড গ্যাখেন---আমাদের কি আর লোক চেনতে ভুল হইলে চলে---তারপর আপনার মতোন রেসপন্‌সিব্‌ল ইয়ঙ্গম্যানেরা যে পারমানেনট্ হবেনই এতে আর আশ্চর্যের কি আছে ?

[ব্যাগের ভেতর থেকে কাগজপত্র বার করে অনিলবাবু।]

তইলে এবার চোখ কান বুইজ্জা একটা দশ হাজারেরই কইরা ফ্যালান ?

বীরেন। একটা কথা জিগ্‌গেস কোরবো অনিলবাবু ?

[বীরেন বেশ গম্ভীর।]

অনিল। আইজ্ঞে কন।

বীরেন। এই কোরে, মানে এই কাজ কোরে মাসে আপনার কতো টাকা ইনকাম হয় বোলুন তো---চারশো---পাঁচশো---সাতশো ?

অনিল। কন কি আপনে ? পাঁচ-সাতশো হইলে তো

চৌরঙ্গীতে চাইরতলা বাড়ি হাঁকাইতাম মশাই। এ হইলো গিয়া যারে কয় পার্ট-টাইম্ জব—চাকরি কইরা কয়টা টাকাই বা পাই ?

বীরেন। তা হোলেও কোরছেন যখন, কিছু ইন্‌কাম নিশ্চয়ই হয় ?

অনিল। আজ্ঞে, তা নইলে কি আর কইলকাতার মতোন শহরের বাজারে এক ডজন লোকের ভার নিতে পারি ?

বীরেন। এক ডজন।

অনিল। আইজ্ঞে হঁ—পাক্কা এক ডজন, অক্টোপাশের মতোন জড়াইয়া ধইরা আছে মশায়, আত্মহত্যা না করলে এ্যাগো হাত থিকা রেহাই পায় কার বাপের সাধ্য ?

বীরেন। ট্রাজেডি !

অনিল। ট্রাজেডি কইয়া ট্রাজিডি। সাংঘাতিক করুণ এক ট্রাজেডি—ভয়ঙ্কর এক ট্রাজিকাল জীবন-যাত্রা।

[বীরেন সামান্য হাসে।]

তইলে দশ হাজারেরই একটা কইরা ফ্যালান ?

বীরেন। দশ হাজার ! বোলছেন কি আপনি—দশ হাজার টাকার ইন্সিওর কোরবো—আমি ?

[বীরেন হাসে।]

অনিল। দশ হাজার না করেন---পাঁচ হাজারেরই একটা তইলে—

[অবাক হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে বীরেন। কথা বলার ভাষা সে খুঁজে পায় না। পেন্‌সিল দিয়ে খাতায় কষতে কষতে কথা বলেন অনিলবাবু]

আজ্ঞে বেশী পড়বে না---পাঁচ হাজারের পলিসি--টুয়েনটিফাইভ ইয়াসে'র হইলে---কোয়ার্‌টার্‌লি পড়বে গিয়া আপনার---অ্যাঁ---মানথ্‌লি---

বীরেন। ও দশ হাজার পাঁচ হাজার কেন---এক টাকার একটা কোরবার মতো ক্ষমতাও আমার নেই অনিলবাবু---ওসব আপনি বন্ধ কোরুন।

অনিল। আইজ্ঞে!

[বীরেনের কণ্ঠস্বর অতিমাত্রায় গম্ভীর।]

বীরেন। আপনার কি মাথা খারাপ অনিলবাবু, আজকের এই দামের জগতে যার দাম বোলে কোন কিছুই নেই সে কোরবে পাঁচহাজার টাকার ইন্‌সিওর? পাগল আপনি?

অনিল। আইজ্ঞে আপনি কি কইতে চান, আমি যে কিছুই বোঝতে পারতেছি না?

বীরেন। ঢুকেই আমি পারমানেন্ট্‌ হোয়েছি বোলেছিলেন না ---পারমানেন্ট্‌ আমি ঠিকই হোয়েছি অনিলবাবু,

তবে কারখানায় নয়—বাড়িতে।

অনিল। আইজ্ঞে!

বীরেন। শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট কোরলাম।

অনিল। আপনার চাকরি নাই!

[হতাশ হোয়ে কাগজপত্রগুলো ব্যাগে তুলে রাখেন অনিলবাবু। তার অসহায় অবস্থা লক্ষ্য কোরে নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হয় বীরেন।]

বীরেন। আজ্ঞে না। চা খাবেন?

অনিল। আমি এই মাত্তোর পঞ্চার দোকানের থিকা চা খাইয়া আসলাম।

বীরেন। ওঃ।

অনিল। আইজ্ঞে আমি তইলে আসি?

বীরেন। আসুন।

[চোলে যাচ্ছিলেন অনিলবাবু, বীরেনের কথায় ফিরে তাকান। একটা কথা বোলছি অনিলবাবু কিছু মনে কোরবেন না, ইন্‌সিওর করাটা খুব ভালো জিনিস জানি, সকলেরই করা উচিত কিন্তু যাদের চাকরির ঠিক নেই, দুবেলা পেটের চিন্তায় অন্ধকার দেখতে হয়— তাদের আপনার লিসট্ থেকে কাইণ্ডলি বাদ দেবেন, এটা আপনাকে আমার রিকোয়েসট্। নমস্কার।

অনিল। নোমোস্কার।

[বীরেনের কথায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান অনিলবাবু, কোন রকমে প্রতি নমস্কার কোরে দরজার বাইরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন তিনি। বীরেনকে বেশ চিন্তিত মনে হয়। চুপ কোরে বোসে কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে সে। তারপর শান্ত পদক্ষেপে ভেতরের দরজার সামনে গিয়ে স্বাতি কে ডাকে।]

বীরেন। স্বাতি—স্বাতি—

[স্বাতি এসে ঘরে ঢোকে।]

শোন্, ভানু যদি আমাকে ডাকতে আসে, বোলিস আমি রিহার্সাল রুমে আছি।

স্বাতি। আচ্ছা।

[বীরেন বেরিয়ে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে স্বাতি ভেতরে চোলে আসে। বাইরে থেকে বড়ো একটা মিষ্টির বাক্স নিয়ে ঘরে ঢোকে তুষার।]

তুষার। স্বাতি।

স্বাতি। তুমি সত্যিসত্যিই পয়সা খরচা কোরে এতগুলো খাবার নিয়ে এলে?

তুষার। আগে আমার হাত থেকে নাও তো।

[তার হাত থেকে খাবারগুলো নেয় স্বাতি।]

তোমার হাতে দিলাম বোলে একাই সব খেয়ে ফেলো না যেন।

স্বাতি। তুমি আমাকে তোমার মতো স্বার্থপর ভাবো নাকি?

[বহ্নি এসে ঘরে ঢোকে।]

বহ্নি। উঁহুঁঃ, চোলে গেলে হবে না তুষার ঠাকুরপো, এনেছোই যখন তোমাকেও খেয়ে যেতে হবে।

তুষার। না বৌদি, ওর থেকে আমি আর খাবো না—

বহ্নি। থাক্ খুব হোয়েছে—বোসো চুপটি কোরে।

[তুষার স্বাতির দিকে তাকালে স্বাতি হাসে।]

স্বাতি। বৌদি যখন বোলছে—

বহ্নি। বৌদি বোলছে, না? তুমি বুঝি মনে মনে বোলছো না? তোমরা বোসো, আমি ভেতর থেকে আসছি।

[তুষার বসে, বহ্নি ভেতরে চোলে যায়।]

স্বাতি। মেজদা না বোললে খাওয়াতে?

তুষার। তোমার কি মনে হয়?

স্বাতি। কিছুতেই খাওয়াতে না, বিশেষ কোরে আমাকে।

[একটা প্লেটে চারটে স্লিপ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকে তুষারকে দেয় বহ্নি।]

বহ্নি। নাও, খেয়ে নাও।

তুষার। আমাকেই চারটে?

[ভেতর থেকে দেবব্রতবাবুর গলা শুনতে পাওয়া যায়।]

দেবব্রত। বৌমা, বৌমা—

বহ্নি। তোমরা বোসো গল্প করো।

[হেসে ভেতরে চোলে যায় বহ্নি, খেতে খেতে স্বাতির কথার

উত্তর দেয় তুষার।]

স্বাতি। প্রত্যেক চিঠির জবাব যদি না পাই—

তুষার। তাহোলে ?

স্বাতি। বোলবো না যাও।

[তুষার হাসে।]

একি! সত্যি সত্যিই চারটে খেয়ে ফেললে ? তুমি একটি—

তুষার। রাক্ষস।

[দুজনে হাসে, তুষার উঠে বাইরের দরজার সামনে গিয়ে স্বাতির দিকে তাকিয়ে হাসে, স্বাতিও হাসে মিষ্টি হাসি।]

চোলি ?

স্বাতি। এসো।

[তুষার চোলে গেলে দরজাটা ভেজিয়ে দেয় স্বাতি। বাইরে থেকে 'বৌদি' 'বৌদি' বোলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। বৌদি—বৌদি—ও বৌদি ?

[বহ্নি এসে ঘরে ঢোকে]

বহ্নি। কী হোলো! এতো খুশি ? টেস্‌টের রেজাল্ট্ বেরিয়েছে বুঝি ?

সৌমেন। হ্যাঁ বৌদি।

বহ্নি। পাশ কোরেছো তো ?

সৌমেন। পাশ বোলে পাশ, একেবারে সব সাবজেকটে পাশ কোরে টেস্‌টে এলাউ হোয়েছি, নো অয়েলিং—নো ধরাধরি বিজনেস্‌, বুড়ো বয়সে একি কম ভাগ্যির কথা ?

বহ্নি। দেখো, ফাইনালেও ভালো রেজালট্‌ হবে। আজকাল একটু কম বেরিয়ো কেমন।

সৌমেন। কিন্তু কি জানো বৌদি, এই বুড়ো বয়সে পড়াশুনা করাটাই—

বহ্নি। পড়াশুনোর সঙ্গে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই ঠাকুরপো। তোমার দাদা শুনলে খুউব খুশি হবে।

[সৌমেন হঠাৎ গম্ভীর হোয়ে যায়।]

সৌমেন। দাদা আমার সম্বন্ধে তোমার কাছে খুব দুঃখ করে, না বৌদি ?

বহ্নি। এই ছাখো, দুঃখ কোরবে কেন ? তবে তোমরা পড়াশুনো কোরে ভালোভাবে ওর পেছনে দাঁড়ালে ওর মনে কতো জোর হয় বলোতো ?

[কি যেন ভাবে সৌমেন।]

নাও, এখন আর ভাবতে বোসো না, এসো মিষ্টি খাবে এসো।

সৌমেন। মিষ্টি ! কি ব্যাপার বলোতো বৌদি—ভালো খবর দিতে না দিতেই ভালো খাবার ?

বহ্নি। এসো, বোলছি।

[সৌমেন ও বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। স্বাতি এসে ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক কোরতে থাকে। গুনগুন কোরে গানও গায়। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে দীনবন্ধুবাবু।]

দীনবন্ধু। হীরেন এখনো আসেনি স্বাতি ?

[তার দিকে ফিরে শান্ত গলায় উত্তর দেয় স্বাতি।]

স্বাতি। না কাকাবাবু দাদা এখনো আসেনি তো ?

দীনবন্ধু। ওঃ।

স্বাতি। বোসুন না ?

দীনবন্ধু। না থাক। ও এলে বরং তুই আমাকে একবার ডেকে দিস্, একটু দরকার আছে।

স্বাতি। আচ্ছা।

দীনবন্ধু। এই যে হীরেন ? তোমার কাছেই এসেছিলাম—

[বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেন। হাতের ব্যাগটা স্বাতির হাতে দিয়ে ইঙ্গিতে তাকে ভেতরে চোলে যেতে বলে হীরেন। স্বাতি চোলে যায়।]

হীরেন। আর কটা দিন অপেক্ষা কোরুন কাকাবাবু, আমি একসঙ্গে আপনার সব টাকা দিয়ে দেবো।

দীনবন্ধু। আমি জানি তুমি দেবে হীরেন কিন্তু বড়োই টানাটানির সময় চোলছে কি না, তাই তোমার

কাছে একবার আসা—তার ওপর আবার খোকা বাইরে যাবে—

হীরেন। সবই বুঝতে পারছি কাকাবাবু, এতে কি আমারও লজ্জা হোচ্ছে না কিন্তু কিরকম ভাবে যে আমাকে সংসার চালাতে হোচ্ছে কাকাবাবু—

দীনবন্ধু। জানি হীরেন, আজকালকার দিনে একা এতো বড়ো একটা সংসার চালানো যে কী কষ্ট আমি বুঝি—তবু অন্ততঃ কিছু কিছু কোরে—

হীরেন। মনে হোচ্ছে দিনকয়েকের মধ্যে আপনার পুরো টাকাটাই দিয়ে দিতে পারবো।

দীনবন্ধু। কিছু মনে কোরলে নাতো ?

হীরেন। না-না, মনে কোরবো কেন।

দীনবন্ধু। আমি তবে আসি হীরেন ?

হীরেন। আসুন।

[ক্লান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় দীনবন্ধু। গুম হোয়ে সেখানেই কিছুক্ষণ একা বোসে থাকে হীরেন, বাইরে থেকে একজনের জোরে ডাক শুনতে পাওয়া যায়।]

নেপথ্যে। হীরুবাবু আছেন ? হীরুবাবু—

হীরেন। কে ?

[একটা বিরক্তির ভাব হীরেনের চোখেমুখে ফুটে ওঠে। বাইরের দরজায় এসে দাঁড়ায় পাড়ার দর্জি গোবিন্দ সরকার।]

গোবিন্দ। চিনতে পারছেন তো হীরুবাবু ?

হীরেন। চিনতে পারবো না কেন ?

গোবিন্দ। চিনেছেন যখন, তখন কেন এসেছি সেটা নিশ্চয়ই আন্দাজ কোরতে পেরেছেন ?

[তার নির্লজ্জতায় অতিমাত্রায় বিরক্ত হয় হীরেন।]

হীরেন। হ্যাঁ, তা পেরেছি।

গোবিন্দ। তাহোলে যতো তাড়াতাড়ি পারেন আপোদ বিদেয় কোরে দিন। সামান্য চারটে টাকার জন্য আর কতোদিন ঘোরাবেন বোলুন তো ?

হীরেন। আজ তো নেই—কালপরশু আপনার দোকানে গিয়ে দিয়ে আসবো।

গোবিন্দ। রাখুন মশায় আপনার কালপরশু—সেই কবে জামা বানিয়েছেন, তারপর থেকে এই কালপরশু কাল-পরশু কোরতে কোরতে তো দেড়মাস কাটিয়ে দিলেন—দেবেন নাতো স্পষ্ট কোরে বোলে দিন, আমি অন্য ব্যবস্থা কোরছি, এরকম ঝুলিয়ে রেখে কোন লাভ নেই মশায়—

হীরেন। আস্তে কথা বোলুন গোবিন্দবাবু, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।

গোবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি সেটাতো দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু বিশ্বাস কোরি কি

কোরে বোলুন ? আপনার ব্যবহারটা কি ভদ্রলোকের মতো ?

হীরেন। তার মানে! কি বোলতে চান আপনি ?

[সামান্য উত্তেজিত হোয়ে ওঠে হীরেন।]

গোবিন্দ। আপনারা লেখাপড়া শেখা শিক্ষিত লোক, মানেটা নিশ্চয়ই ধোরতে পেরেছেন।

[স্বাতি যে কখন এসে ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে দুজনের কথা শুনছে. উত্তেজনায় সেটা লক্ষ্য করেনি হীরেন।]

স্বাতি। দাদা ?

[তার দিকে ফিরে তাকায় হীরেন। নিল জ্জ দৃষ্টিতে স্বাতির দিকে তাকায় গোবিন্দ। চারটে টাকা হীরেনের হাতে দেয় স্বাতি। অবাক হোয়েছে হীরেন।]

নাও ওঁকে দিয়ে দাও।

[কোন কথা না বোলে তার হাত থেকে টাকা চারটে নিয়ে গোবিন্দকে দেয় হীরেন।]

হীরেন। নিন।

গোবিন্দ। সেই দিলেন, মাঝখান থেকে আমাকে সাত ঘাটের জল খাইয়ে ছাড়লেন।

হীরেন। আপনার একটা কথাও আমি শুনতে চাই না, টাকা পেয়েছেন চোলে যান দয়া কোরে।

[টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে কথা বলে গোবিন্দ।]

গোবিন্দ। আজ্ঞে সে তো যাবোই, তবে যদি দয়া কোরে দিয়ে আসতেন, তাহোলে আর আমাকে কষ্ট কোরে আসতে হোতো না।

হীরেন। আপনি যান।

[এক রকম ধমকে ওঠে হীরেন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে গোবিন্দ।]

গোবিন্দ। চোলি হীরুবাবু—নোমোস্কার।

[গোবিন্দ চোলে গেলে স্বাতি হীরেনকে জিজ্ঞেস করে।]

স্বাতি। সামান্য চারটে টাকার জন্য লোকটা তোমাকে বাড়িতে এসে অপমান কোরে গ্যালো দাদা ?

[কঠোরভাবে উত্তর দেয় হীরেন।]

হীরেন। কোরবে না, নিশ্চয়ই কোরবে, অপমান কোরবার অধিকার আমিই ওকে দিয়েছি।

স্বাতি। তুমি !

হীরেন। হ্যাঁ আমি—আমি যে মধ্যবিত্ত, ভিখিরী নই, বড়ো লোক নই, মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আমাকে অপমান কোরবে না। নিশ্চয়ই কোরবে।

স্বাতি। দাদা !

হীরেন। তুই ভেতরে যা স্বাতি—আমাকে একটু একলা থাকতে দে ?

[স্বাতি ভেতরে চোলে যায়। ক্ষুব্ধ অপমানিত হীরেন একটা

চেয়ারে বোসে চিন্তা কোরতে থাকে, ঘরে এসে ঢোকে বহ্নি। হীরেনকে ঐ অবস্থায় চুপ কোরে একলা বোসে থাকতে দেখে চিন্তিত হোয়ে ওঠে বহ্নি।]

বহ্নি। শুনছো ?

[কোন কথা না বোলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বহ্নির মুখের দিকে তাকায় হীরেন।]

কি ভাবছো ?

হীরেন। ভাবছি, আর কতোদিন এমনি কোরে বেঁচে থাকতে হবে ?

বহ্নি। ছি! কি সব অলুক্ষণে কথা বোলছো, কি হোয়েছে ?

হীরেন। সত্যিই বিনু, আমার আর বেঁচে থাকবার একটুও ইচ্ছে নেই। এগুনো দূরে থাক্ রোজ যেন পিছিয়ে পোড়ছি।

বহ্নি। অভাব অভিযোগ সব সংসারেই আছে, তাই বোলে ভেঙ্গে পোড়লে চোলবে কেন বলো ? আর তুমি এমনি কোরে ভেঙ্গে পোড়লে আমিই বা কেমন কোরে শক্ত হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকি ?

হীরেন। সবদিক অন্ধকার, আমি যেন একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পোড়ে আছি বিনু, সে ঘরের জানলা নেই, দরজা নেই, সবদিক

বন্ধ। গোটা পৃথিবীটা আগুন লেগে ধ্বংস হোয়ে গেলেও আলো সেখানে কিছুতেই ঢুকতে পারবে না।

বহ্নি। এ নিয়ে দুঃখ কোরে কি কোরবে বলো, সকলেরই আজ সমান অবস্থা—

বীরেন। হ্যাঁ, গোটা মধ্যবিত্ত সমাজটারই আজ পিছিয়ে যাবার পালা, যতোক্ষণ না শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছোবে ততোক্ষণ এর পিছিয়ে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না—তারপর যখন আর পেছোবার উপায় থাকবে না—তখন এগুতেই হবে দেখো। সৎ—অসৎ যে পথে যেমন কোরেই হোক্ না কেন এগুতে তাকে হবেই—হয়তো অনেকেই মারা পোড়বে—কিন্তু যারা বাঁচবে ভালো ভাবে বাঁচবে—মানুষের মতো বাঁচবে—আমিও হয়তো সেদিন থাকবোনা—কিন্তু আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বিনু—সেদিন আসবেই আসবে।

[অবাক হোয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বহ্নি।]

একটু একটু কোরে নিভে যাওয়ার চেয়ে দপ্ কোরে জ্বলে নিভে যাওয়ায় অনেক বেশী আনন্দ, না বিনু?

বহ্নি। কি সব বোলছো বলোতো আমি যে কিছুই বুঝতে

পারছি না!

[দৃঢ় কঠিন কণ্ঠে কথা বলে হীরেন।]

হীরেন। বুঝবার চেষ্টাও কোরো না—একপাল অপদার্থকে পিঠে নিয়ে যখন ছুটে চোলেছি আর কাউকেই যখন ঝেড়ে ফেলতে পারবো না, তখন আমাকেও একবার শেষ চেষ্টা কোরে দেখতে হবে।

বহ্নি। তোমার পায়ে পড়ছি, চুপ করো।

[ঠিক সেই সময় বাইরের দরজায় দেখা যায় বীরেনকে। জানলায় দেবব্রতবাবু। দেবব্রতবাবু সরে যান। হীরেনের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছে দুজনেই। একেবারে বোবা হোয়ে গ্যাছে বহ্নি। নিজের আকস্মিক রূঢ় আচরণে হীরেনও খুব লজ্জিত হোয়ে পড়ে। নিঃশব্দে ব্যাগ্‌টা তুলে নিয়ে সে ভেতরে চোলে যায়। ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে বহ্নিই প্রথম কথা বলে।]

আজ এতো তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ঠাকুরপো?

বীরেন। শরীরটা ভালো নেই বৌদি?

বহ্নি। দেখি, জ্বরটর হয়নি তো?

[নিজেকে সহজ কোরবার জন্য বীরেনের কপালে হাত দিয়ে দেখে বহ্নি, একটু হাসে বীরেন।]

বীরেন। ভয় নেই বৌদি, তোমার এই অপদার্থ ঠাকুরপোটির শরীর এমনি জিনিস দিয়ে তৈরি যে রোগ ফোগের এখানে নো ভেকেন্‌সি।

[তার 'অপদার্থ' কথায় কে যেন চাবুক মারে বহ্নিকে।]

চলো, কিছু খেতে দেবে চলো।

বহ্নি। এসো।

[বহ্নি ও বীরেন ভেতরে চোলে যায়। বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। স্বাতি ভেতর থেকে এসে দরজা খুলে দিলে ঘরে ঢোকেন সুরেশবাবু। তাকে প্রণাম করে স্বাতি।]

স্বাতি। আসুন, ভেতরে চোলুন, সবাই আছে।

সুরেশ। হীরেন আছে ?

স্বাতি। আছে।

[ভেতরে ঢুকতে যাবার আগেই ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে বহ্নি।]

বহ্নি। বাবা।

[সুরেশবাবুকে প্রণাম করে বহ্নি। স্বাতি ভেতরে চোলে যায়।]

সুরেশ। হ্যাঁ মা, তোরা তো আর যাবি না, তাই দরকার পোড়লে এই বুড়োকেই আসতে হয়।

বহ্নি। দাঁড়িয়ে রোইলে কেন ? বোসো।

[একটা চেয়ারে বসেন সুরেশবাবু।]

আমি একদম সময় কোরে উঠতে পারি না বাবা ?

সুরেশ। কিন্তু এবার যে সবাইকেই একবার যেতে হবে মা,

সামনের শনিবার তিনুর পৈতেটা দেবো ঠিক কোরেছি—এই যে হীরেন ?

[হীরেন ঘরে ঢুকে সুরেশবাবুকে প্রণাম করে ।]

থাক্-থাক্, কেমন আছো ?

হীরেন । ভালো ।

সুরেশ । আসছে শনিবার অফিস থেকে ফিরে বাড়ির সবাইতে নিয়ে আমার ওখানে একবার যেও—তিনুর পৈতে—

হীরেন । শনিবার ।

সুরেশ । হ্যাঁ বাবা ।

হীরেন । আচ্ছা ।

[কোন ভাবান্তর নেই হীরেনের চোখেমুখে । একটু যেন শঙ্কিতই হন সুরেশবাবু ।]

সুরেশ । যতো তাড়াতাড়ি পারো যেও—এমনিতে তো একেবারেই যাওয়া হোয়ে ওঠে না ।

হীরেন । অফিস থেকে ফিরে এসেই ওদের নিয়ে যাবো ।

সুরেশ । বড়ো খুশী হোলাম বাবা । তুমি কি বেরুচ্ছো নাকি ?

হীরেন । হ্যাঁ একটু দরকার আছে ।

[হীরেন বেরিয়ে যায় । উঠে দাঁড়ান সুরেশবাবু । স্বাতি এসে ঘরে ঢোকে ।]

সুরেশ। চল্ মা, বেয়াই মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা কোরে আসি? কেমন আছেন আজকাল?

বহ্নি। একটু ভালো আছেন, তবে খুব দরকার না পোড়লে বিছানা ছেড়ে ওঠেনই না। এসো।

[বহ্নি ও সুরেশবাবু ভেতরে চোলে যান। স্বাতি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরে ভেতরে চোলে যায় সে। কথা বোলতে বোলতে আবার ঘরে ঢোকেন সুরেশবাবু ও বহ্নি। সুরেশবাবুকে বেশ চিন্তিত-মনে হয়।]

সুরেশ। হীরেনকে খুব গম্ভীর দেখলাম—ঝগড়া কোরেছিস নাকি, অ্যাঁ?

[কোন কথা না বোলে বহ্নি চুপ কোরে থাকে।]

আমাকে লুকোসনি মা, বল কি হোয়েছে?

বহ্নি। কি জানি বাবা কদিন ধোরেই দেখছি, ও যেন কেমন হোয়ে গ্যাছে, হাসি ঠাট্টাতো ভুলেই গ্যাছে, একটুতেই রেগে ওঠে—

সুরেশ। ওরই বা দোষ কি বল? এতো বড়ো একটা সংসার ওর ঘাড়ের ওপর, একা পারে?

বহ্নি। ওসব কথা থাক বাবা।

[সুরেশবাবু বুঝতে পারেন কোথায় যেন কিছু একটা হোয়েছে। তাই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে প্রসঙ্গ পালটে কথা

বলেন।]

সুরেশ। শনিবার কিন্তু সবাইকে নিয়ে যাস, তোর মা আসবার সময় খুউব কোরে বোলে দিয়েছে ?

বহ্নি। ও যখন তোমাকে কথা দিয়েছে বাবা তখন ঠিক যাবেই।

সুরেশ। হীরেনের শরীরের দিকে একটু নজর দিস মা, দেখেছিস তো গালটালগুলো কেমন ভেঙ্গে গ্যাছে।

[কোন কথা না বোলে সুরেশবাবুকে প্রণাম করে বহ্নি। সুরেশবাবু চোলে যান। চুপ কোরে দরজাটা ধোরে দাঁড়িয়ে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা ভাবে বহ্নি। তারপর খাটের ওপরের বিছানা পেতে রেখে ধীর পদক্ষেপে ভেতরে চোলে যায়। ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পাতা বিছানাটার ওপর আরাম কোরে বসে পা দুটো নাড়তে থাকে সত্যব্রত।]

সত্যব্রত। ক্ষমা! ক্ষমা চাইছিস? যাতে ধ্বংস না কোরি সেইজন্য ক্ষমা চাইতে এসেছিস? ক্ষমা নেই—মহাপাপের ক্ষমা নেই—পালিয়ে যা—এখনো যদি বাঁচতে চাসতো পালিয়ে যা—অনেক দূরে পালিয়ে যা। দিস ইজ এ মিসটিরিয়াস আইল্যানড্—হিয়ার নোবডি উইল সারভাইভ্।

[ঘরে ঢুকে সত্যব্রতের কাছে গিয়ে খুব আস্তে কথা বলে স্বাতি।]

স্বাতি। কাকাবাবু, খাবে চলো ?

সত্যব্রত। কি ?

স্বাতি। ভাত।

সত্যব্রত। ভাত—দূর হয়ে যা এখান থেকে, নিজেরা মাংস পোলাও পায়েস খাবে আর আমাকে দেবে শুধু ভাত —সবকটা জোচ্চোর একজোট হোয়ে আমাকে ঠকাচ্ছে—অল ক্রিমিনালস্—অল হিপোক্রিটস্। গেট্ আউট্।

[বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢোকে হীরেন।]

হীরেন। কেন বিরক্ত কোরছিস্ ?

স্বাতি। এখনো খায়নি যে ?

হীরেন। যাও খেয়ে এসে ঘুমোও।

[একবার হীরেনের দিকে তাকিয়ে স্বাতির সঙ্গে ভেতরে চোলে যায় সত্যব্রত। জামার বোতামটা খুলে চেয়ারে বোসে পকেট থেকে ডায়েরীটা বের কোরে পেন দিয়ে কি যেন লেখে হীরেন। বহ্নি ঘরে ঢুকে প্রথমে দরজাটা বন্ধ কোরে দেয়, তারপর এগিয়ে এসে হীরেনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়ায়।]

তিন্নুর পৈতেতে কি দেবে কিছু ভেবেছো ?

বহ্নি। তুমি যা ভালো বুঝবে ?

হীরেন। তুমিই বলো না ?

[বহ্নিকে চিন্তা কোরতে দেখে হীরেনই আবার কথা বলে।]

একটা আংটি দিও।

[তার কথায় অবাক হোয়ে যায় বহ্নি।]

বহ্নি। আংটি!

[সামান্য হেসে কথা বলে হীরেন।]

হীরেন। কি, বিশ্বাস হোচছে না বুঝি?

বহ্নি। আমি বোলছিলাম—

হীরেন। আর বলাবলি নয় বিনু, যখন ঠিক কোরেছি, যেমন কোরেই হোক না কেন আংটি একটা দেবোই।

বহ্নি। তুমি কি আমার উপর রাগ কোরে বোলছে?

হীরেন। ছিঃ বিনু, আমাকে অতো নীচ ভেবো না, দুঃখ পাবো।

[ডায়েরী ও পেন পকেটে রেখে কথা বলে হীরেন।]

নিজের ষ্ট্যাটাস্ কেউ ইচ্ছে কোরে নীচে নামায় না বিনু, টাকা নেই তাই, তা না হোলে শখ কোরতে কি আমারও ইচ্ছে হয় না? ফাঁকি দিয়ে এগুতে পারবো না বোলেই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে আজ আমি একঘরে হোয়ে আছি বিনু, কোথাও যাই না—কারো সঙ্গে মিশি না—সবাই তোমরা ভাবো, লোকটা অসামাজিক—কিন্তু কেন—কেন আমি সকলের সঙ্গে পা মিলিয়ে চোলতে

পারছি না—কেন সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না, সেটা কি তোমরা কেউ একবারও ভেবে দেখেছো ? কেউ না।

[সামান্য উত্তেজিত হোয়ে দু'হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় হীরেন। ঘরের আবহাওয়া থমথমে। দুজনেই চুপ কোরে থাকে বেশ কয়েক মুহূর্ত। ঘরে এসে ঢোকে সত্যব্রত।]

বহ্নি। ভেতরে চলো, কাকাবাবু এসে গ্যাছেন।

[কোন কথা না বোলে বহ্নির সঙ্গে ভেতরে চোলে যায় হীরেন। বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে সত্যব্রত। একটু বাদে স্বাতি এসে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যায়। রাত গভীর হয়। জান্‌লা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পোড়েছে ঘরে। ভেতর থেকে একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকে বীরেন। খুব আস্তে আস্তে বাইরের দরজাটা খুললেও, দরজা খোলার সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় সত্যব্রতর। কিন্তু কোন কথা না বোলে চুপ কোরে শুয়ে থাকে সে। বহ্নি ঘরে ঢুকে সুইচ্‌টা জ্বালিয়ে বীরেনকে ডাকে। তার ডাকে চমকে ফিরে তাকায় বীরেন।]

বহ্নি। ঠাকুরপো !

বীরেন। বৌদি !

বহ্নি। তুমি কি সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চোলে যাচ্‌ছো ঠাকুরপো ?

বীরেন। হ্যাঁ বৌদি।

বহ্নি। দাদার ওপর রাগ কোরে চোলে যাচ্ছো ঠাকুরপো? ওর যে কতো দুঃখ সেটা বুঝবার চেষ্টা না কোরে অভিমান কোরে চোলে গেলে আমাদের সংসারের অবস্থাটা কি হবে একবারও কি ভেবে দেখেছো?

বীরেন। বিশ্বাস করো বৌদি? সংসারের কারও ওপর একটুও রাগ আজ আমার নেই। জন্তু জানোয়ারের মতো নিজের গণ্ডীর মধ্যে শুধু খেয়ে পোরে বেঁচে থাকার চেয়ে একবার চোখ খুলে পৃথিবীটা ঘুরে দেখে আসি বৌদি—একী! তুমি কাঁদছো বৌদি! ছিঃ-ছিঃ, আমি কি জন্মের মতো চোলে যাচ্ছি?

বহ্নি। আমার মন বোলছে তুমি চোলে যাচ্ছো?

বীরেন। যতো দূরেই যাই না কেন এই সংসারের জন্য একদিন আবার আমাকে ফিরে আসতেই হবে বৌদি।

বহ্নি। ঠাকুরপো!

বীরেন। হ্যাঁ বৌদি, ফিরে আমাকে আসতেই হবে, তবে চেষ্টা কোরবো, যেদিন ফিরবো সেদিনের বীরেনের সঙ্গে আজকের অপদার্থ বীরেনের একটা বিরাট ব্যবধান গোড়ে তুলতে, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো বৌদি, সেদিন যেন দাদার সামনে এসে মাথা

উঁচু কোরে আমি দাঁড়াতে পারি।

[বীরেন বহ্নিকে প্রণাম কোরে শান্ত পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। নির্বাক দৃষ্টিতে তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে বহ্নি। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। খাটের ওপর উঠে বোসেছে সত্যব্রত।]

সত্যব্রত। পালিয়ে গ্যালো—খুব ভালো কোরছে—সবাই পালিয়ে যাবে—সবাই—দেখছো না, আগুন লাগিয়ে দিয়েছি—না পালিয়ে যাবে কোথায়—মারা পোড়বে যে—খুব ভালো কোরেছে। কাঁদছো, কাঁদো—খুব কোরে কাঁদো—সারা জীবন ধোরে কাঁদতে হবে।

[পাগলের হাসি হাসে সত্যব্রত।]

হি ইজ এ ম্যান—পারফেকট্ ম্যান—হি ইজ রাইট্—খুব ভালো কোরেছে—মাই ডিয়ার সান, ওয়ান ডে—ওয়ান ডে ইয়েস ইউ উইল বি দি কিং অফ্ দিস্ মিস্‌টিরিয়াস্ আইল্যানড্—উই শ্যাল হ্যাভ টু সেলিব্রেট্ দি ডে, হোয়েন ইউ উইল রিটার্ণ।

[বোবা দৃষ্টিতে সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে রোয়েছে বহ্নি। চোখ দিয়ে তখনো জল পোড়ছে তার। মঞ্চে নেমে আসে অন্ধকার।]

॥ পাঁচ ॥

[কিছুদিন পরের ঘটনা। মঞ্চে আলো জ্বললে দেখা যাবে সবে সন্ধে হোয়েছে। চেয়ারে বোসে একটা সিনেমা পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছে স্বাতি। পরিষ্কার একটা চাদর দিয়ে খাটের ওপরের বিছানাটা ঢেকে দিচ্ছে বহ্নি। বিছানা ঢাকা হোয়ে গেলে বাইরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে বহ্নি। কিছুক্ষণ কেটে গেলে আচমকা স্বাতির ডাকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একেবারে স্বাতির কাছে চোলে আসে বহ্নি।]

স্বাতি। দ্যাখো বৌদি, দ্যাখো ? মেজদার ছবি বেরিয়েছে।

বহ্নি। কই দেখি !

[উদ্‌গ্রীব বহ্নি ঝুঁকে পোড়ে বীরেনের ছবি দেখে।]

স্বাতি। "দীপক সেন পরিচালিত কুমার চৌধুরীর 'অস্তাচলে' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নবাগত বীরেন মুখার্জী"—কি গ্র্যানড্‌ ছবি উঠেছে বলোতো ?

[তার হাত থেকে বইটা নেয় বহ্নি।]

বহ্নি। বিশিষ্ট ভূমিকায় যখন লিখেছে তখন ভালো পার্ট নিশ্চয়ই ? যাক্, এতো দিনে ঠাকুরপো নিজের মনের মত একটা কাজ পেয়েছে।

স্বাতি। তুমি ভীষণ একচোখো বৌদি ?

বহ্নি। কেন বলোতো ?

স্বাতি। আমি যখন সিনেমায় নামবার কথা বোলেছিলাম তখন সেটা ছিলো যাচছেতাই কাজ—আর আজকে মেজদার বেলায়—

বহ্নি। তাই বলো ? আমি ভাবলাম আবার কি হোলো ? তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে সেটা ভুললে চোলবে না তো ?

স্বাতি। মানলুম, আমি ভদ্রঘরের মেয়ে কিন্তু ভদ্রঘরের ছেলের যাতে দোষ নেই—ভদ্রঘরের মেয়েরই বা তাতে দোষ হোতে যাবে কেন ?

বহ্নি। এ কেনর উত্তর দেওয়া বড়ো শক্ত ঠাকুরঝি, তবে তুমি এখন বড়ো হয়েছো এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারো মেয়েরা নীচে একবারই নামে সেখান থেকে উঠতে আর কখনো পারে না, কিন্তু আমাদের সমাজের বিচার এমনি যে ছেলেরা যেমনি নেমে যায় উঠেও আসতে পারে ঠিক তেমনি।

স্বাতি। মেয়েদের বেলায় তুমি কিন্তু ভুল কোরছো বৌদি ? নিজে ঠিক থাকলে—

বহ্নি। না ঠাকুরঝি তা হয় না।

স্বাতি। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক কোরতে চাই না বৌদি, সিনেমায় নামবার শখ আজ আর আমার নেই।

বহ্নি। সত্যি ?

স্বাতি। হ্যাঁ বৌদি।

বহ্নি। বাঁচিয়েছো ঠাকুরঝি, তোমার কথা শোনবার পর থেকে আমি তো দিনরাত ভয়েই মোরতুম।

স্বাতি। তুমি কি সত্যিসত্যিই ভেবেছিলে আমি সিনেমায় নামবো ?

বহ্নি। আজকালকার মেয়েদের কিছুই বিশ্বাস নেই ঠাকুরঝি, ওরা যা করে, না ভেবে চিন্তেই করে—তারপর আবার তুমি যা একগুয়ে—

স্বাতি। না বৌদি, মেজদার মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে সিনেমায় নামবার মতো সাহস আমার নেই—
আচ্ছা বৌদি একটা কথা জিগগেস কোরবো, একেবারে ঠিক ঠিক উত্তর দেবে বলো ?

বহ্নি। বলো ?

স্বাতি। মেজদা বাড়ি থেকে হঠাৎ কেন চোলে গ্যালো বলোতো ? বাড়ি থেকেও 'তো সিনেমায় নামতে পারতো ?

[তার কথায় বহ্নিকে সামান্য গম্ভীর হোতে দেখা যায়।]

বহ্নি। কি অবস্থায় যে ঠাকুরপোকে বাড়ি ছাড়তে হোয়েছে—

স্বাতি। কি হোয়েছিলো বৌদি ?

বহ্নি। সেদিনের কথা আমি জীবনেও ভুলবো না ঠাকুরঝি, তোমার দাদা ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই তোমার মেজদাকে শুনিয়ে এমন সব কথা বোলেছিলো যা শুনে বাড়ি থেকে চোলে যাওয়া ছাড়া নিজের সম্মান বাঁচাবার আর কোন উপায় তার ছিলো না।

স্বাতি। দাদা এমনি খুব ভালো, কিন্তু মাঝে মাঝে যে দাদার কি হয় কে জানে? জ্ঞান হওয়া অব্দি দাদাকে আমি হাসি-ঠাট্টা হৈ-হুল্লোড় কোরতে দেখিইনি, সব সময় গম্ভীর আর মেজদা ঠিক উল্টো।

বহ্নি। ভুল বুঝেছো ঠাকুরঝি, তোমার মেজদা যতোটা হালকা—ঠিক ততোটাই গম্ভীর।

স্বাতি। বলো কি বৌদি!

বহ্নি। তোমাদের বাড়িতে এসেই আমি তাকে চিনেছিলাম ঠাকুরঝি, তোমরা এতোদিন একসঙ্গে থেকেও তাকে চিনতে পারোনি—চিনবার চেষ্টাও করোনি।

স্বাতি। সত্যি বৌদি, মেজদা কোন কথা সিরিয়াস্‌লি বোললেও আমরা সিরিয়াস্‌লি নিতে পারি না।

বহ্নি। এইখানেই তোমাদের ভুল ঠাকুরঝি—হাসি ঠাট্টা যাই কোরুক না কেন কোনমতে খেয়ে পোরে জন্তু-জানোয়ারের মতো বেঁচে থাকবার ছেলে সে নয়। হাসতে হাসতেই একদিন ঠাকুরপো আমায়

বোলেছিলো—'সবাই আমাকে গণ্ডার ভাবে বৌদি, আমি কিন্তু চাই মানুষের মতো বাঁচতে'। ঠাকুরপো যে কত গম্ভীর—সেদিনই আমি বুঝেছিলাম।

[বাইরে থেকে 'বৌদি—বৌদি' বোলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে এসে ঢোকে সৌমেন, তার হাতে একখানা মারক্‌শীটের কাগজ।]

সৌমেন। পায়ের ধুলো দাও বৌদি, সেকেনড্ ডিভিসানে পাশ কোরেছি।

বহ্নি। সেকেনড্ ডিভিসান!

[নীচু হোয়ে বহ্নিকে প্রণাম করে সৌমেন।]

আজ যে আমার কি আনন্দ হোচ্ছে ঠাকুরপো?

স্বাতি। সেকেনড্ ডিভিসানে পাশ কোরেছিস!

সৌমেন। তবে কি? সত্যি বৌদি, তুমি যদি ওমনি কোরে না বোলতে তাহলে এই বুড়ো বয়সে পরীক্ষা দিতে বোসতামই কি না সন্দেহ—একে তো লজ্জার শেষ নেই।

বহ্নি। লজ্জা কিসের?

সৌমেন। আর বলো কেন, এই গোঁফ-দাড়ি নিয়ে ছোটো ছোটো ছেলেদের সঙ্গে বোসতে কি কম লজ্জা? ওঃ! পরীক্ষার কটা দিন আমার যা অবস্থা গ্যাছে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা পাড়ার বাইরে গিয়ে

পকেটের ভেতর থেকে ঘড়ি পেন বার কোরতাম।

[তার কথায় বহ্নি ও স্বাতি হাসে।]

বহ্নি। যাও, বাবাকে খবরটা দিয়ে এসো। তারপর একটা ভালো জিনিস দেখাবো?

সৌমেন। ভালো জিনিস? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসছি?

স্বাতি। অ্যাঁই, রেজালট্‌টা দে দেখি?

[স্বাতিকে রেজালটটা দিয়ে সৌমেন ভেতরে চোলে যায়। দেখে নেয় স্বাতি।]

সত্যি, ছোড়দার ক্রেডিট্‌ আছে বৌদি—সেকেনড্‌ ডিভিসানে পাশ কোরেছে।

বহ্নি। তবে? মন দিয়ে পড়াশুনো করে না তাই, তা না হোলে ঠাকুরপোর খুব মাথা আছে।

স্বাতি। হ্যাঁ—এক্কেবারে জিনিয়াস! ডেইলী পঞ্চাশটা হেড মেরেও হেডের ভিতরকার মাল-মশলাটা ঠিক রেখেছে দেখছি।

[ভেতর থেকে ধরে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। খুব প্রশংসা কোরছো বুঝি?

বহ্নি। কোরবো না, এতো বড়ো একটা কাজ কোরলে?

সৌমেন। এখন কি নিয়ে পড়ি বল্লোতো বৌদি? আরট্‌স না সাইনস্‌?

বহ্নি। আমি বোলবো!

সৌমেন। হ্যাঁ তুমি—তুমি এসেই আমার সিল্‌মারা লাকটা ফিরিয়ে দিয়েছো, তা না হোলে আমি কখনো কলেজের মুখ দেখবার কল্পনা কোরতে পারতাম। নাও বৌদি বলো, আরট্‌স না সাইনস্।

বহ্নি। সাইনসের যুগ এখন সাইনস্‌ই নাও।

সৌমেন। তোমার কথাই রাখবো। দিনে কাজের চেষ্টা কোরবো, নাইটে পোড়বো। ইংরেজী বাংলায় আমার যা ফাদার মাদার জ্ঞান তাতে আর আরট্‌সের ধার দিয়ে যেতে হবে না। দেখলেতো, স্কুল ফাইনাল পাশ কোরতেই লাগলো পুরো চার বছর, আরট্‌স নিয়ে পোড়লে হয়তো আটটি বছর লেগে যাবে।

[তার কথায় বহ্নি ও স্বাতি হাসে।]

হ্যাঁ, কি একটা ভালো জিনিস দেখাবে বোলছিলে যেন ?

স্বাতি। এই ছ্যাখ।

[সৌমেন ঝুঁকে পোড়ে সিনেমা পত্রিকা দেখে, তারপর আরো ভালো কোরে দেখবার জন্য সেটা নিজের হাতে নেয়।]

সৌমেন। মেজদার ছবি! "দীপক সেন পরিচালিত কুমার চৌধুরীর 'অস্তাচলে' ছবিতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়

নবাগত বীরেন মুখার্জি"। পোজটা দুর্দান্ত উঠেছে, না বৌদি ?

স্বাতি। উঠবে না, মেজদা কি তোর মতো কাঠখোট্টা ভূত নাকি ?

সৌমেন। তুই থাম, তোর সঙ্গে কথা বোলছি ? প্রত্যেক কথায় ফোড়ন দেওয়া চাই। সব সময় ফোঁপড়-দালালি।

স্বাতি। থাক, আর ওস্তাদি কোরতে হবে না।

বহ্নি। আঃ ঠাকুরঝি ! ঠাকুরপো কি বোলছিলে বলো ?

সৌমেন। বোলবো, তোমার এই বিচ্ছুটি বোলতে দিচ্ছে কোথায় ?

স্বাতি। বাজে কথা বোলবি না বোলে দিচ্ছি। অসভ্য বাঁদর কোথাকার।

সৌমেন। বৌদি শুনছো ?

বহ্নি। বলোতো তুমি ?

সৌমেন। বোলছিলাম ছোট বেলা থেকেই মেজদার সিনেমায় নামবার শখ—যা চরকির মতো ঘুরছিলো—এখন টিকে থাকলে হয়। ফেম লাইনটা তাহোলে এবার মেজদার হাতে সত্যিসত্যিই উঠেছে।

[নেপথ্যে শোভনের গলা শুনতে পাওয়া যায়।]

শোভন। বীরু আছিস নাকিরে ? বীরু—

স্বাতি। শোভনদার গলা না ?

[বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে শোভন।]

সৌমেন। শোভনদা ? এসো, বোসো।

শোভন। নারে, বোসবার সময় নেই, একটু তাড়াতাড়ি আছে। বীরু আছে ?

স্বাতি। না।

শোভন। ওঃ। আচ্ছা এই কারড্‌টা রেখে দে, বীরু এলে ওকে যে কোরেই হোক কাল সকালে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরতে বোলিস।

[সৌমেনের হাতে কারড্‌ দেয় শোভন। সৌমেন পড়ে।]

সৌমেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে আছো তুমি ?

শোভন। হ্যাঁ। একেবারে পারমানেনট্‌ অ্যাড্রেস্‌—বোম্বের সব ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে চোলে এসেছি।

সৌমেন। এখন থেকে তাহোলে কোলকাতাতেই থাকবে ?

শোভন। হ্যাঁ।

সৌমেন। সিনেমা লাইন ছেড়ে দিলে নাকি ?

শোভন। ছাড়বো কিরে! পুরোপুরি ভার নিয়ে একটা বাংলা বইতে হাত দিচ্ছি, দেখি, বীরুটাকে একটা ভালো রোলে প্রোভাইড্‌ কোরতে পারি কি না। ও এলে কারড্‌টা দিস কিন্তু।

স্বাতি। মেজদা আমাদের সঙ্গে থাকে না শোভনদা।

[স্বাতির কথায় অবাক হয় শোভন। সিগারেট্‌টা ধরাতে যাচ্ছিলো সেটা আর ধরালো না।]

শোভন। তোদের সঙ্গে থাকে না তো কাদের সঙ্গে থাকে? বিয়ে কোরে আলাদা হোলো নাকি রে, অ্যাঁ?

[শোভন হাসে। ওরা সেই হাসিতে যোগ দেয়।]

স্বাতি। মাস তিনেক আগে বাড়ি থেকে সেই যে চোলে গ্যাছে, আর ফেরেনি।

শোভন। তিনমাস আগে? দাঁড়া-দাঁড়া, মনে কোরে দেখি। হ্যাঁ, তিন মাস আগেই তো একদিন বলা নেই কওয়া নেই আমার ওখানে মূর্তিমান গিয়ে হাজির।

সৌমেন। তোমার ওখানে, মানে বোম্‌বে!

শোভন। হ্যাঁ, আবার উঠেই বলে কিনা—যে কোরেই হোক একটা চানস্‌ কোরে দিতেই হবে।

স্বাতি। তারপর?

[সিগারেট্‌ ধরাতে ধরাতে কথা বলে শোভন।]

শোভন। লাকিলি "অস্তাচলের" ডিরেকটার দীপক সেন ঠিক সেইদিনই আমার ওখানে গিয়ে পৌঁছেছে—আমার খুব বন্ধু। মোটামুটি ভালো রোল একটা জুটেও গ্যালো বরাতে। এখন একটা বই যদি একটু হিট্‌

কোরতে পারে, ব্যস্, তাহোলে আর দেখতে হবে না।

স্বাতি। তোমার সঙ্গে দেখা হোলে মেজদাকে বাড়িতে আসতে বোলো ?

শোভন। সেতো বোলবো, এখন আমাকে কি কম মুশকিলে ফেলেছে। আবার সেই নারকেলডাঙ্গায় 'অস্তাচলের' স্যুটিং-এ ধরনা দিতে হবে। এসব ব্যাপার পাগলা আমাকে তো কিছুই বলেনি।

[কেউ কোন কথা বলে না।]

আরে বাবা, বাড়িতে না থাকবার কি আছে ? আচ্ছা, কিছু বোলে গ্যাছে ?

স্বাতি। বোলেছে—'যতোদিন না নিজের রোজগারে বড়ো লোক হোতে পারবো—ততোদিন ফিরবো না।'

শোভন। থাক্-থাক্ আর বোলিস নি! বেশী শুনলে হার্টফেল কোরবো—হুঃ, ওর দেখছি ভবিষ্যৎ না খুলে যাবে না। উঠিয়ে আজ।

[তার হাবভাবে স্বাতি ও সৌমেন হাসে।

সৌমেন। দাঁড়াও আমি আসছি।

[সৌমেন ভেতরে চোলে যায়।]

স্বাতি। কিছু খাবে না ? সেদিনও এলে কিছু খেলে না—আজকেও—

শোভন। থাক্। আমার সঙ্গে আর অতো আত্মীয়তার দরকার নেই, বৌরু এলে খুব কোরে কে খাওয়াস। হ্যাঁরে, তোর সেইসব বিদঘুটে রোগ গ্যাছে তোরে ?

[তার কথায় স্বাতি হাসে।]

গ্যাছে তাহোলে, অ্যাঁ ? খবরদার, এ পথে পা বাড়াবি না। নিজের একসপিরিয়েনস্ থেকে বোলছি, পা ফস্কালেই একেবারে গভীর খাদে, কেউ টেনে তুলতে পারবে না। চোলি।

[সৌমেন ভেতর থেকে এসে বলে।]

সৌমেন। চলো, আমিও বেরুবো।

[শোভন ও সৌমেন বেরিয়ে যায় ঘরে ঢোকে বহ্নি।]

বহ্নি। কি বললো তোমার শোভনদা ?

স্বাতি। মেজদাকে খুঁজতে এসেছিলো।

বহ্নি। মেজঠাকুরপোকে !

স্বাতি। হ্যাঁ, বাড়ি থেকে চোলে যাবার পর মেজদা গিয়ে বোম্বেতে শোভনদার ওখানেই উঠেছিলো, আর শোভনদাই ওর ডিরেক্টার বন্ধু দীপক সেনকে বোলে "অস্তাচলে" বইতে চানস্ কোরিয়ে দিয়েছে। আজ আবার একটা বাংলা বই-এর জন্য এসেছিলো, শোভনদা নিজেই ডিরেকশন দিচ্ছে।

বহ্নি। তাই নাকি ? ঠাকুরপো তাহোলে ঠিক লোককেই

গিয়ে ধোরেছে ?

স্বাতি। কিন্তু মেজদার আক্কেলটা একবার দেখো। কোলকাতাতেই রোয়েছে, তবু ভুলেও একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করে না। আশ্চর্য !

[তার কথায় কোন উত্তর দেয় না বহ্নি, তাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হয়। বাইরের দরজায় দেখা যায় দীনবন্ধুবাবুকে।]

দীনবন্ধু। হীরেন আছে নাকি বোমা ?

বহ্নি। না কাকাবাবু, ও এখনো অফিস থেকে ফেরেনি।

দীনবন্ধু। ওঃ।

বহ্নি। ভেতরে আসুন না।

[ভেতরে এলেন দীনবন্ধুবাবু।]

স্বাতি। আপনার চা কোরি কাকাবাবু ?

দীনবন্ধু। কোরবি ? কর। চায়ে আমার আপত্তি নেই।

[স্বাতি হেসে ভেতরে চোলে যায়।]

আজ সোমেনের পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে না বৌমা।

বহ্নি। হ্যাঁ কাকাবাবু, ছোটঠাকুরপো সেকেনড্ ডিভিসানে পাশ কোরেছে।

দীনবন্ধু। সেকেনড্ ডিভিসানে ! বাঃ ! বেশ ভালো খবর, এবার দেখো, পরপর পাশ কোরে যাবে। ছেলেতো আর খারাপ নয়।

[দীনবন্ধুবাবু একটা চেয়ারে আরাম কোরে বসেন।]

বহ্নি। তুষার ঠাকুরপোর আর কোন চিঠি পাননি ?

[তুষারের নামে বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে দীনবন্ধুবাবুর চোখে মুখে।]

দীনবন্ধু। ওর নাম আমার কাছে উচ্চারণ কোরো না বৌমা।

বহ্নি। কেন কাকাবাবু, কি হোয়েছে !

দীনবন্ধু। কি হোয়েছে—

[ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে ওঠেন দীনবন্ধুবাবু।]

হতভাগাকে এতো করে মানুষ কোরলাম—কতো ইচ্ছে ছিলো ভালো একটা চাকরী পেলে নিজে দেখে শুনে মনের মতো একটি বউ এনে ঘরে তুলবো, আর হতভাগা কিনা আমাকে না জানিয়ে শুনিয়ে একটা নীচু জাতের মেয়েকে বিয়ে কোরেছে।

[স্তম্ভিত হয়ে যায় বহ্নি। অতিকষ্টে নিজেকে সংযত কোরে কথা বলে সে।]

বহ্নি। তুষার ঠাকুরপো বিয়ে কোরেছে !

[চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিলো স্বাতি। দীনবন্ধুর কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে অন্ধকার দেখে সে। মাথা ঘুরে পোড়ে যেতে যেতে কোন রকমে দরজাটা ধোরে ফেলে নিজেকে সে সামলে নেয়। কিন্তু হাতের কাপ ও প্লেট পোড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হোয়ে যায়। দীনবন্ধুবাবু ও বহ্নি চমকে ফিরে তাকান। বহ্নি এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরে।]

দীনবন্ধু। কি হোলো—কি হোলো ছাখো তো বৌমা ?

বহ্নি। কি হোয়েছে ঠাকুরঝি ?

স্বাতি। কিছু হয়নি। মাথাটা হঠাৎ কেমন যেন কোরে উঠলো বৌদি।

[সবই বুঝতে পারে বহ্নি।]

বহ্নি। যাও, তুমি ওঘরে গিয়ে একটু শোও, আমি সব সরিয়ে নিচ্ছি।

[স্বাতি ভেতরে চোলে যায়। নীচু হোয়ে ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে বাইরের দরজা দিয়ে ফেলে দেয় বহ্নি। সারা ঘরে একটা অবাঞ্ছিত নিস্তব্ধতা।]

বোসুন কাকাবাবু, আমি চা কোরে নিয়ে আসছি।

দীনবন্ধু। থাক বৌমা, একবার যখন বাধা পোড়েছে, তখন থাক।

[দ্রুত বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজাটা বন্ধ কোরে দেয় সত্যব্রত। চম্‌কে ওঠে দীনবন্ধু ও বহ্নি।]

সত্যব্রত। আমায় ঘুষ দিয়ে কাজ বন্ধ কোরতে চাও ? ইমপসিবল্।

[সত্যব্রত হাসে।]

পারবে না—পারবে না—দিস ইজ নট্ ম্যাজিক—দিস ইজ পাওয়ার—রিয়েল পাওয়ার—ধ্বংস আমি কোরবোই—কেউ আমাকে রুখতে পারবে না—ইতিহাসকে ঘুষ দাও—খুউব কোরে ঘুষ দাও—মৃত

নগরীর বিকৃত ইতিহাস সে লিখবে—পাপের ইতিহাস—সত্যিকারের ইতিহাস কেউ জানতে পারবে না—কেউ না।

[হাসতে হাসতে ভেতরে চোলে যায় সত্যব্রত। অবাক হোয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে বহ্নি ও দীনবন্ধু। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে হীরেন। তার হাতে ব্যাগ।]

হীরেন। বিনু একটু ভেতরে যাওতো?

[বহ্নি ভেতরে চোলে যায়। হীরেন বাইরের ও ভেতরের দুটো দরজাই ভেজিয়ে দিয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে টাকা বের কোরে গুণে সাতশো টাকা দীনবন্ধুবাবুকে দেয়। সেই সময় জানলায় একবার বহ্নিকে দেখা যায়। দীনবন্ধুবাবু বেশ একটু অবাকই হন।]

এই নিন কাকাবাবু, একশো টাকা কোরে আপনার সাত মাসের সাতশো—

[বিস্মিত দীনবন্ধুবাবু টাকাটা পেয়ে একটু যেন আনন্দিতই হন।]

আপনাকে খড়োই অসুবিধেয় ফেলেছিলাম, না কাকাবাবু?

দীনবন্ধু। তুমিতো আমার অবস্থা জানোই হীরেন? খোকা মাসে মাসে কিছু কিছু কোরে পাঠাতো, বিয়ে কোরে সেটাও সে বন্ধ কোরেছে? বৌ পুষবার খরচা নাকি তার বড্ডো বেশী।

হীরেন। তুষার বিয়ে কোরেছ নাকি? কই, কিছু জানালেন না তো কাকাবাবু?

দীনবন্ধু। আমি জানলে তো তোমাকে জানাবো?

হীরেন। আপনি জানলেন না—বিয়ে হোলো কি রকম?

দীনবন্ধু। আর বলো কেন, ওদের অফিসের বড়োসাহেব না কোন সাহেব—নীচুজাত—বলা নেই—কওয়া নেই —হতভাগা নাকি তার মেয়েকে বিয়ে কোরে নিজের প্রোমোশানের পথ ক্লিয়ার কোরেছে—চমৎকার ছেলে আমার হীরেন, সোনার টুকরো ছেলে—জগৎটাকে কতো অল্প বয়সে চিনে নিয়েছে দেখেছো?

হীরেন। বলেন কি! আপনার মত না নিয়ে—

দীনবন্ধু। আমার মত নেওয়া তো দূরের কথা, লেখাপড়া শিখিয়ে এমনি মানুষ কোরেছি, বিয়ের আগে ব্যাপারটা যে আমাকে একবার জানানো উচিত তাই সে মনে করেনি—একটা পোসট্ কারডে তিন লাইন লিখে অকর্মণ্য বুড়োবাপকে খররটা শুধু জানিয়েছে—ভেবেছে হয়তো, এই যথেষ্ট।

হীরেন। কিন্তু আপনাকে না বোলে—

দীনবন্ধু। এখন সে রোজগার কোরে স্বাধীন হোয়েছে হীরেন, ওসব বলাবলির ধার আর সে ধারে না—ভাবি

হয়তো সবই আমার দোষ—আমার অদৃষ্ট।

[ঘরে একটা থমথমে ভাব, কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলে না, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলে দীনবন্ধুবাবু।]

নাও, তুমি বিশ্রাম করো, আমি গিয়ে রসিদগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হীরেন। না-না তাড়াতাড়ির কিছু নেই—আপনি যখন ইচ্ছে পাঠিয়ে দেবেন।

দীনবন্ধু। আচ্ছা।

[ধীরে ধীরে বাইরে চোলে যায় দীনবন্ধুবাবু। ভেতর থেকে ঘরে ঢোকে বহ্নি।]

হীরেন। বিনু, এপাশে এসো।

[হীরেনের ডাকে এগিয়ে যায় বহ্নি। হীরেনের এরকম ডাকের সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয় বহ্নি। বোধহয় সেইজন্যই বেশ বিস্মিত হয় সে।]

তোমার জন্য কি এনেছি বলোতো ?

বহ্নি। আমার জন্য !

[ব্যাগটা খুলতে খুলতে কথা বলে হীরেন।]

হীরেন। হ্যাঁ।

বহ্নি। কি ?

হীরেন। মনে করো।

বহ্নি। কই, কিছু মনে পোড়ছে না তো ?

হীরেন। পোড়ছে না? বেশ, একমিনিট চোখ বুজে মনে কোরবার চেষ্টা করো—তাকিয়ো না কিন্তু।

[বিস্মিত বহ্নি চোখ বুজে দাঁড়ায়।]

মনে পোড়ছে না তো? হোয়ে গ্যাছে—নাও, তাকাও।

[ব্যাগের ভেতর থেকে দুটো গহনার বাকস আর একখানা দামী শাড়ি বের কোরে বহ্নির চোখের সামনে মেলে ধরে হীরেন। চোখ মেলে সেগুলো দেখে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয় বহ্নি।]

বহ্নি। ছিঃ-ছিঃ, এই অভাবের সংসারে এসব আবার কেন আনতে গেলে?

[বহ্নির কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হয় হীরেন। সব ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে।]

হীরেন। অভাব, অভাব আর অভাব, অভাব অভিযোগ ছাড়া কি মানুষের জীবনে আর কিছু নেই? অভাবের সংসারকে দড়ি দিয়ে যারা টেনে নিয়ে চলে তাদেরও সখ বোলে একটা জিনিস আছে জেনো—তা না হোলে মানুষ তো জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই পাগল হোয়ে যেতো।

[জিনিসগুলো তুলে কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। তুমি রাগ কোরলে?

হীরেন। কোরবো না—আমি এতো কষ্ট কোরে তোমার জন্য এগুলো নিয়ে এলাম—আর তুমি—

[মুহূর্তকাল বোবা দৃষ্টিতে বহ্নির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে হীরেন। অস্বাভাবিক খুশীতে উজ্জল হোয়ে ওঠে বহ্নির চোখ মুখ। হাসি হাসি মুখে হীরেন বহ্নির দিকে চেয়ে থাকে।]

এগুলো তোমার পছন্দ হোয়েছে ?

বহ্নি। খু-উ-ব পছন্দ হোয়েছে।

[কাপড়টা দেখতে দেখতে কথা বলে বহ্নি।]

কতো দাম পড়লো ?

হীরেন। দাম ! আজ এগুলো কিনবার সময় দামের কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি বিনু, শুধু মনে ছিলো, একদিন বৌবাজার ষ্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে এমনি একটা সোনার হার আর এই রকম একজোড়া দুল তুমি আমাকে কিনে দিতে বোলেছিলে—তারপর কত্তোদিন একটা ভালো শাড়ি তুমি আমাকে কিনে দিতে বোলেছো—এতোদিন পারিনি—কিন্তু আজ—

[বহুদিন বাদে স্বামীর মুখ থেকে এরকম কথা শুনে অবাক হোলেও খুবই আনন্দিত হয় বহ্নি।]

বহ্নি। একটা কথা বোলবো, রাগ কোরবে না বলো ?

হীরেন। বলো।

বহ্নি। এতো টাকা তুমি কোথায় পেলে, কাকাবাবুকে দিলে, এসব কিনে নিয়ে এলে ?

[তার কথায় সামান্য হেসে সহজ হোয়ে কথা বলে হীরেন]

হীরেন। ওঃ, জানো, তোমাকে বোলতে ভুলে গেছি, তখনো আমাদের বিয়ে হয়নি, মাইনে বাড়ানোর জন্য আমাদের অফিসে একবার ষ্ট্রাইক্ হোয়েছিলো —কেস্ও হয়েছিলো সেইজন্য—পরশুদিন কেসের রায় বেরিয়েছে, পারমানেনট্ স্টাফ্দের ষাট্ টাকা কোরে বাড়তি দেওয়া হবে বুঝেছো। সেই টাকাটা আজ একসঙ্গে পেলাম কি না, তাই।

[তার কথায় খুশিই হয় বহ্নি।]

বহ্নি। কতো পেলে সবশুদ্ধু ?

[হীরেনকে এবার সামান্য বিচলিত মনে হয়।]

হীরেন। কতো পেলাম ? তা দু-বছরে—ষাট টাকা কোরে মাসে—এই ধরো চোদ্দশো চল্লিশ—মানে দেড় হাজার টাকার মতো।

[তারপর আবার অনুরোধের সুরে কথা বলে হীরেন।]

অন্ততঃ আজকের দিনটা টাকার কথা বাদ দাও বিন্দু। প্লিজ্। সব সময় কি আমাদের হিসেব কোরে চোলতে হবে ? জীবনের হিসেব মেলাতে মেলাতে

আমরা সবাই আজ ক্লান্ত। কিছুক্ষণের বিশ্রাম চাই।

[বহ্নির দু-কাঁধে হাত দিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কথা বলে হীরেন।]

বিন্নু, এগুলো পোরে একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবে।

বহ্নি। তোমার আজ কি হোয়েছে বলোতো!

হীরেন। কি জানি কেন আজ আমার চোখে সবকিছুই সুন্দর লাগছে, আর শুধু কথা বোলতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাল অব্দি ঘুঁণে ধরা পৃথিবীর সব কিছুই যার কাছে ছিল নোংরা কুৎসিত কদাকার—আজ তো অস্বাভাবিক রকমের সুন্দর। জানো বিন্নু, আজ আমি মুক্ত, স্বাধীন—যে সুন্দর পৃথিবী আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কাছে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা, অফুরন্ত টাকা দু-পকেটে না নিয়ে যেখানে ঢুকবার কোন অধিকার নেই আমাদের মতো মধ্যবিত্তের—সেখানে আজ আমি ঢুকতে পেরেছি বিন্নু—তাই তো সুন্দর পৃথিবীর সব কিছুই আজ আমার চোখে সুন্দর লাগছে—হ্যাপী—আই অ্যাম রিয়েলি হ্যাপী টুডে—আই অ্যাম এ কিং—কিং ফর এ ডে।

[বিস্মিত বহ্নি স্তব্ধ হোয়ে হীরেনের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে মঞ্চে নেমে আসে ঘন অন্ধকার।]

॥ ছয় ॥

[পরের দিনের ঘটনা। মঞ্চে আলো জ্বল্‌লে দেখা যাবে একটা চেয়ারে গম্ভীর হোয়ে বোসে আছে স্বাতি, হাতে একটা বই, কিন্তু তাকে দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় পড়ায় মন বসাতে পারছে না সে। আস্তে বইটা বন্ধ কোরে রেখে জান্‌লা দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে স্বাতি। ঘরে এসে ঢোকে বহ্নি। স্বাতিকে ঐ অবস্থায় দেখে একটু যেন ব্যথা পায় সে। ধীরে ধীরে স্বাতির পেছনে এসে দাঁড়িয়ে তার পিঠে হাত রাখে বহ্নি চম্‌কে। ওঠে স্বাতি। বৌদির দিকে তাকিয়ে সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।]

স্বাতি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বৌদি, তুষারদা আমাকে এমনি কোরে ঠকাবে।

বহ্নি। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস কোরলে সব সময় আমাদেরই ঠোকতে হয় ঠাকুরঝি। ওরা জানে শুধু অভিনয় আর বড়ো বড়ো কথা।

স্বাতি। কিন্তু আমি তো অভিনয় কোরিনি বৌদি। যাবার দিনও তুষারদা আমায় বোলে গ্যাছে—"আমি সমাজ সংস্কার কিছুই মানিনা স্বাতি, তুমি শুধু বলো তুমি আমায় ভালোবাসো ?" আর আজ!

বহ্নি। যারা ভালোবাসার সম্মান দিতে পারে না তাদের

ভালোবেসে লাভ কি ঠাকুরঝি ? ভুলে যাও তাকে।

স্বাতি। বৌদি !

বহ্নি। সে যদি তোমায় ভুলে এরকম একটা কাজ কোরতে পারে, তুমিই বা কেন তাকে ভুলতে পারবে না ?

স্বাতি। তা হয় না বৌদি।

বহ্নি। কিন্তু এতে যে মনের আগুনে জ্বোলে পুড়ে মরা ছাড়া আর কিছুই লাভ কোরবে না ঠাকুরঝি—ভুলতে তোমাকে হবেই।

স্বাতি। বৌদি ! না-না বৌদি আমি তা পারবো না—কিছুতেই পারবো না।

বহ্নি। পারতেই হবে তোমাকে।

স্বাতি। তুমি কি বোলতে চাও বৌদি, আমার ভালোবাসার কোন মূল্যই নেই।

বহ্নি। না।

[এতোক্ষণ. বাঁদে স্বাতি বিস্মিত হোয়ে লক্ষ্য করে তার সঙ্গে কথা বোলতে কি ভীষণ কষ্ট হোচ্ছে বহ্নির, কিন্তু কেন সেটা সে বুঝতে পারে না। নিজেকে সংযত কোরে এতোক্ষণ কথা বোলছিলো বহ্নি, কিন্তু 'না' বলার পর সে যেন নিজেকে অতি মাত্রায় ক্লান্ত বোধ করে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না]

নাও, চুল বাঁধবে চলো ?

[দুজনে ভেতরে চোলে গেলে বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ভেতর থেকে ঘরে ঢুকে ভেজানো দরজাটা খুলে দিলে দরজার গোড়ায় দেখা যায় সুরেশবাবুর প্রিয় ছাত্র নামকরা লেখক বিপ্লব মিত্রকে। তাকে দেখে অবাক হোয়ে যায় বহ্নি।]

বিপ্লবদা তুমি !

বিপ্লব। আমাকে দেখে খুব খুশি হওনি, না বহ্নি ?

বহ্নি। এসো, ভেতরে এসে বসো।

[ভেতরে ঢুকে একটা চয়ারে বসে বিপ্লব।]

বিপ্লব। কতোদিন বাদে আমাদের দেখা হোলো বলোতো ?

বহ্নি। সেই বিয়ের দিন শেষ দেখা হোয়েছিলো।

বিপ্লব। বিয়ের দিন ! তোমার ঠিক মনে আছে দেখছি ?

[প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য সামান্য হেসে অন্য কথা বলে বহ্নি।]

বহ্নি। মেজ ঠাকুরপোর কাছে শুনেছি, তুমি আজকাল নামকরা একজন লেখক।

বিপ্লব। দু-চারখানা বই লিখে ফেলেছি যখন তখন লেখক বোলতে পারো বটে তবে নামকরা লেখক এখনো হোয়ে উঠতে পেরেছি কিনা জানি না। আচ্ছা বহ্নি, বীরেনবাবুই তো তোমার মেজঠাকুরপো, না ?

বহ্নি। হ্যাঁ।

বিপ্লব। উনি বাড়িতে আছেন ?

বহ্নি। না, কেন ?

বিপ্লব। তার সঙ্গে একটু দরকার ছিলো।

বহ্নি। ওঃ, তুমি তাহোলে ঠাকুরপোর সঙ্গেই দেখা কোরতে এসেছো ?

[বহ্নির কথায় একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে বলে বিপ্লব।]

বিপ্লব। হ্যাঁ। আমার ইউনিটে বীরেনবাবুর মতো একজন স্টেডি অ্যাক্টরের খুবই দরকার।

বহ্নি। ঠাকুরপো তো আমাদের সঙ্গে থাকে না।

বিপ্লব। থাকে না!

বহ্নি। না, কোথায় থাকে তাও জানি না!

বিপ্লব! ওঃ।

[তার কথায় বেশ অবাকই হয় বিপ্লব। ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ব্যাপার আছে মনে কোরে চুপ করে যায় সে।]

বহ্নি। আচ্ছা বিপ্লবদা, ঠাকুরপো নাম কোরতে পারবে বোলে তোমার মনে হয় ? তুমি তো ওর অভিনয় দেখোছো ?

বিপ্লব। বীরেনবাবুর মধ্যে যথেষ্ট পারটস আছে বোলে আমার মনে হয়। "অস্তাচলে", "স্বপ্নবন্দী", "অনির্বাণ"এ তিনটি বইতে ভালো রোলই পেয়েছে। অবিশ্যি সিনেমায় কি রকম কোরবে আমি আগে

থেকে জোর দিয়ে কিছু বোলতে পারছি না, তবে স্টেজে ওর অভিনয় আমায় খুবই ভালো লাগে। এ লাইন যদি না ছাড়ে তাহোলে নিশ্চয়ই নাম কোরতে পারবে।

বহ্নি। ঠাকুরপোর ঠিক তোমারই মতো ছন্নছাড়া জীবন।

[তার কথায় বিপ্লব হাসে।]

বিপ্লব। এইতো ভালো বহ্নি। লাভ লোকসানেরও ঝামেলা নেই অথচ বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

বহ্নি। ভুল কোরছো বিপ্লবদা, এতে হয়তো জোর কোরে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সার্থকতা কিছুই নেই।

বিপ্লব। বহ্নি!

বহ্নি। এবার বিয়ে কোরে সংসারী হও। নিজের সঙ্গে অভিনয় কোরে নিজেকে শেষ কোরে দিও না।

[তার কথায় ম্লান হাসি হাসে বিপ্লব।]

তারপর এতো টাকা কোরবেই বা কি ?

বিপ্লব। প্রথমে যে কথাটা বোল্‌লে তার উত্তর চাইলেও আমার কাছ থেকে পাবে না।

বহ্নি। পাবো না।

বিপ্লব। না। তবে দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর আমি দিতে পারি —এতো টাকা কি কোরবো জিগ্‌গেস কোরলে না ? একদিন এই টাকার জন্যই নিজের চোখের

সামনে অসহায় বাবাকে আমি আত্মহত্যা কোরতে দেখেছি—মাকে রোগের যন্ত্রণায় বিনা চিকিৎসায় মোরতে দেখেছি—টাকার অভাবে সামান্য ওষুধও সেদিন আমি তাঁকে কিনে দিতে পারিনি। আজ অবিশ্যি কিছু টাকা আমার হোয়েছে কিন্তু তার ওপর আমার একটুও লোভ নেই, দরকারের সময়ই যখন পাইনি তখন আমার কাছে টাকার মূল্য জীবন ধারণের জন্য যতোটুকু তার থেকে একটুও বেশী নয়।

[কথা বোলতে বোলতে সামান্য গম্ভীর হয়েছিল বিপ্লব। কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সংযত কোরে হেসে কথা বলে।]

এই দ্যাখো, শুধু নিজের কথাই বোকে যাচ্ছি—তুমি কেমন আছো বলো ?

বহ্নি। বিয়ের দিন আমাকে আশীর্বাদ কোরে কি বোলোছিলে তুমি মনে নেই ?

বিপ্লব। ইচ্ছে কোরেই অতীতের স্মৃতি আমি মনে রাখিনি বহ্নি—তবু বল্লোতো, মনে পড়ে কি না দেখি ?

বহ্নি। বিয়ের দিন তখন দশটা হবে বোধ হয়, মাঝের ঘরে চুপ কোরে খাটের ওপর বোসেছিলে তুমি, আমি তোমার কাছে গিয়ে আমাকে আশীর্বাদ কোরতে বোললে, তুমি বোলেছিলে—'আশীর্বাদ কোরবার কোন অধিকার তো আমার নেই বহ্নি।'

বিপ্লব। তুমি কি বোললে ?

বহ্নি। আমি বোল্‌লাম, 'আমাকে আশীর্বাদ কোরবার অধিকার সকলের আগে তোমার'।

বিপ্লব। তারপর ?'

বহ্নি। তুমি অবাক হোয়ে বলেছিলে—'বলো কি বহ্নি! আশীর্বাদ কোরবার অধিকার সকলের আগে আমার! বেশ, আমি আশীর্বাদ কোরছি, তুমি সুখী হও!'

[বহ্নির কথায় যেন একেবার অতীতের স্মৃতি মনে কোরবার চেষ্টা করে বিপ্লব। তারপর মৃদু গলায় সে উত্তর দেয়।]

বিপ্লব। বোলেছিলাম হয়তো আজ আর মনে নেই—যে অতীতে সবাই মিলে আমাকে ঠোকিয়েছে, সে অতীতকে মনে কোরে রাখতে আমি আজ লজ্জা পাই বহ্নি।

বহ্নি। আমি আজ সত্যিই সুখী হোয়েছি বিপ্লবদা।

[বিপ্লব একবার বহ্নির মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে। বিপ্লবের মনে হয় কে যেন চাবুক মারে তাকে। বহ্নি বিপ্লবকে আঘাত দেবার জন্য কিন্তু কথাগুলো বলেনি। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না। তারপর এক সময় ঘড়িটা দেখে আস্তে উঠে দাঁড়ায় বিপ্লব।]

যাচ্‌ছো ?

বিপ্লব। হ্যাঁ, যদি এর মধ্যে বীরেনবাবু তোমাদের এখানে আসেন তাহোলে আমার সঙ্গে দেখা কোরতে বোলো, উনি আমার বাড়ী চেনেন।

বহ্নি। এতোদিন বাদে এলে, কিছু মুখে না দিয়ে—

বিপ্লব। আজ ওসব থাক বহ্নি। আর একদিন যখন শুধু তোমারই কাছে আসবো সেদিন তোমার হাতের রান্নাই খেয়ে যাবো। আজ চলি।

[বেরিয়ে যায় বিপ্লব। মনে হয় কে যেন খানিকটা কালি ছড়িয়ে দেয় বহ্নির মুখে। দরজাটা ধোরে নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বহ্নি। এগিয়ে এসে বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে যাবার জন্য এগোয় বহ্নি। হঠাৎ যেন সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হোয়ে আসে তার চোখের সামনে। আস্তে আস্তে মঞ্চের আলো একেবারেই কোমে যায়। ভেজানো দরজাটা খুলে যায়। সেখান দিয়ে একটা বিরাট আগুনের ঢেউ এগিয়ে এসে ঘিরে ধরে বহ্নিকে। সৃষ্টি হয় এক অবাস্তব পরিবেশের। বাইরের খোলা দরজা দিয়ে শান্ত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে বহ্নির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ায় হীরেন। মৃদু গলায় নির্বাক নিশ্চল বহ্নিকে ডাকে হীরেন। তার স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।]

হীরেন। বিনু।

[চম্‌কে পেছনে ফিরে তাকায় বহ্নি।]

আমি যাচ্ছি বিন্দু !

[ঠিক যেমনিভাবে এসেছিল ঠিক তেমনিভাবেই বেরিয়ে যায় হীরেন। ঘরে আবার আগেকার সেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে চমক ভাঙ্গে বহ্নির। মনে হয় এতোক্ষণ কে যেন তার শ্বাসরোধ কোরে রেখেছিল। ভয়ে বিস্ময়ে চীৎকার কো র ওঠে বহ্নি।]

বহ্নি। ঠাকুরঝি ! ঠাকুরঝি ! ঠাকুরঝি !

[পোড়ে যেতে যেতে ভেতরের দরজাটা ধোরে হাঁপাতে থাকে বহ্নি। দ্রুত ঘরে ঢুকে বহ্নিকে ঐ অবস্থায় দেখে উদ্গ্রীব হোয়ে জিজ্ঞেস করে স্বাতি।]

স্বাতি। বৌদি ! কি হোয়েছে বৌদি ! অমন কোরছো কেন ! কি হোয়েছে !

বহ্নি। ঠাকুরঝি ! ঠাকুরঝি !

স্বাতি। কি হোয়েছে বৌদি ?

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় বহ্নি। 'খুব চাপা গলায় কথা বলে সে]

বহ্নি। হঠাৎ যেন আমার মনে হোলো ঠাকুরঝি একটা আগুনের ঢেউ এসে আমাকে ঘিরে ধোরেছে !

স্বাতি। আগুনের ঢেউ !

বহ্নি। হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আগুনের ঢেউ।

স্বাতি। তারপর !

বহ্নি। তারপর—আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তোমার দাদা সেই আগুনের ঢেউ এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে বোলছে—"বিন্নু, আমি যাচ্ছি বিন্নু।" এই ছাখো ঠাকুরঝি ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

স্বাতি। ও তোমার মনের ভুল বৌদি, এই সময় দাদা আসতে যাবে কেন ?

বহ্নি। আমিও তাই ভাবছি ঠাকুরঝি। কেমন যেন ভয় ভয় কোরছে, এরকম তো কখনো হয়নি ?

[বাইরে থেকে ঘরে ঢোকে সৌমেন।]

সৌমেন। অ্যাই, এ ঘর থেকে যা।

স্বাতি। কেন ?

সৌমেন। বৌদির সঙ্গে আমার সিক্রেট টক্ আছে।

স্বাতি। কি আছে ?

সৌমেন। অ্যাঁঃ! কৈফিয়ৎ লেনেওয়ালা এসেছে রে—ভাগ বোলছি এখান থেকে।

[স্বাতি বিরক্তির সঙ্গে ঘর ছেড়ে চোলে যায়।]

লেগে গ্যালো বৌদি—লেগে গ্যালো।

বহ্নি। সত্যি !

সৌমেন। ষ্টার্টিং-এ ঢুকো, তারপর আস্তে আস্তে—সোজা হোয়ে দাঁড়াও—পায়ে ধুলো লাগানো আছে তো ?

বহ্নি। কেন !

সৌমেন। একখানা জব্বর পেন্নাম ঠুকতে হবে না।

[সৌমেন প্রণাম কোরলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।]

কে ?

[পুলিশ ইনস্‌পেকটার মিঃ দত্ত ও হীরেনের অফিসের বড়বাবু স্বধাংশু লাহিড়ী ঘরে এসে ঢোকে। বিস্মিত বহ্নি একটু পিছিয়ে গিয়ে ভেতরের দরজার সামনে দাঁড়ায়। সৌমেনকেও বেশ কিছুটা বিচলিত মনে হয়। ইনস্‌পেক্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলে সৌমেন। স্বাতি ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছে।]

কাকে চাই ?

মিঃ দত্ত। এটাই কি হীরেন মুখার্জীর বাড়ি ?

সৌমেন। হ্যাঁ।

মিঃ দত্ত। আপনি হীরেনবাবুর কে হন ?

সৌমেন। ছোটো ভাই।

মিঃ দত্ত। বাড়িতে বড়ো কেউ নেই ?

সৌমেন। বাবা আছেন, তার শরীর খারাপ, বিছানায় শুয়ে আছেন, ডাকবো ?

সুধাংশু। না-না, তাকে ডাকবার দরকার নেই।

সৌমেন। কেন, কি হোয়েছে বোলুন না?

মিঃ দত্ত। দেখুন, একটা অ্যাক্সিডেনট্ হোয়ে গ্যাছে।

সৌমেন। অ্যাক্সিডেনট্। কার!

মিঃ দত্ত। হীরেনবাবুর।

সৌমেন। দাদার! কোথায়!

মিঃ দত্ত। উনি অফিসের চারতলার বারান্দা থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়েছেন।

[ঘরে বাজ পোড়লেও বোধহয় এতোটা চম্কে উঠতো না সবাই। বহ্নিকে দেখে মনে হয় কথা বলার সব শক্তি সে যেন মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু চীৎকার কোরে ওঠে সৌমেন। সেইসঙ্গে আর্তনাদ কোরে ওঠে স্বাতি।]

সৌমেন। দাদা! আমার দাদা অফিসের চারতলার বারান্দা থেকে লাফিয়ে পোড়েছে—কী বোলছেন আপনি?

[একটা অবিশ্বাস একটা আতঙ্ক সৌমেনকে বিমূঢ় কোরে তোলে। পায়ের তলাকার মাটি তার কাঁপছে। মুহূর্তে তার চোখ একবার তার বৌদিকে দেখে নেয়। ধরা গলায় সে কথা বলে। চোখ তার জলে ভরে গ্যাছে।]

দাদা—আমার দাদা—বিশ্বাস হোচ্ছে না—আমার

দাদা—আচ্ছা, হঠাৎ দাদা কেন লাফিয়ে পোড়লো বোলতে পারেন? কেউ তো তাকে ঠেলেও ফেলে দিতে পারে?

[কোন কথা না বোলে পকেট থেকে একখানা কাগজ বের কোরে সৌমেনের হাতে দেন মিঃ দত্ত। চিঠিটা হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলোয় সৌমেন, তার হাত কাঁপছে। ঘরে সৃষ্টি হয় এক অস্বাভাবিক গম্ভীর পরিবেশের। নেপথ্যে শোনা যায় হীরেনের কণ্ঠস্বর। সে স্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে।]

প্রিয় সুধাংশুদা,

বিরাট এক ঋণের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত কোরবার জন্য কাল ক্যাশ্ থেকে সাত হাজার টাকা নিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম বোললে ভুল হবে—চুরিই কোরেছিলাম। সকলের কাছে কৃতজ্ঞ আমি—সকলকে ধন্যবাদ। আজ আমি মুক্ত—আজ আমি স্বাধীন—কিন্তু আইনের চোখে আজ আমি অপরাধী। শাস্তি, হ্যাঁ, কঠোর শাস্তি আমাকে পেতেই হবে।

সুধাংশুদা, আজকের সমাজে মধ্যবিত্তের ঘরে জন্মানোটাই একটা অমার্জনীয় অপরাধ—সেই তার চরম শাস্তি, তাই আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

নতুন কোরে মানুষের গড়া শাস্তি যাতে পেতে না হয় তার জন্য আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের সুন্দর পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনি বরাবর বোলতেন—"যুদ্ধ করো"—মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরছি সুধাংশুদা, জীবনযুদ্ধে আমি পরাজিত।

—আপনার হীরেন।"

[ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকায় সৌমেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হোয়ে গ্যাছে।]

সৌমেন। সুধাংশুবাবু কে?

সুধাংশু। আমি।

সৌমেন। আপনি?

সুধাংশু। হ্যাঁ।

সৌমেন। এ চিঠি! এ চিঠি আপনি কোথায় পেয়েছেন?

সুধাংশু। ওর টেবিলের ওপরেই ছিলো। এ রকম একটা ঘটনা ঘটবে, এ আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি ভাই—একটার সময় যখন টিফিনে বেরোই ও তখন চেয়ারে বোসে কি যেন লিখছিলো—জিগ্গেস কোরলাম—'বাইরে যাবে না?'—এক সঙ্গে টিফিন কোরতে যেতাম আমরা—কিন্তু আজ আমি বোলতেই ও তাকালো আমার দিকে—দৃষ্টিটা ওর

১৮

কেমন যেন ঘোলাটে—কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সামান্য হেসে বোললো—'আজ আর বাইরে যাবো না সুধাংশুদা, একটা আরজেনট্ চিঠি লিখছি'—সে চিঠি যে আমাকেই লেখা এই মর্মান্তিক চিঠি তখন যদি বুঝতে পারতাম—

[স্পষ্ট বুঝতে পারা কথা বোলতে কষ্ট হোচ্ছে সুধাংশুবাবুর। বহ্নি ও স্বাতিকে অতিক্রম কোরে ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে এসে ঢোকেন দেবব্রতবাবু। পা দুটো কাঁপছে তার। ইনস্পেকটার মিঃ দত্তকে দেখে উদ্‌গ্রীব হোয়ে বহ্নিকে জিগগেস করেন তিনি।]

দেবব্রত। কি হোয়েছে? কি হোয়েছে বৌমা?

সৌমেন। বাবা!

স্বাতি। বাবা!

[সমস্ত ঘটনাটা উপলব্ধি কোরে বড়োই বিচলিত হোয়ে পড়েন সুধাংশুবাবু।]

সুধাংশু। আপনি ভেতরে যান।

দেবব্রত। বোলুন আগে কি হোয়েছে? আমার বাড়িতে কেন পুলিশ এসেছে আমি জানতে পারবো না? বোলুন?

[স্বাতি এগিয়ে এসে দেবব্রতবাবুকে জড়িয়ে ধরে।]

স্বাতি। কিছু হয়নি বাবা, তুমি ভেতরে চলো?

দেবব্রত। কিছু হয়নি! কিছু হয়নি তো ভদ্রলোকের বাড়িতে পুলিশের লোক কেন এসেছে—বোলুন ইন্সপেক্টার-বাবু, কি হোয়েছে?

[সবাই চুপ কোরে থাকে, কেউ উত্তর দেয় না তার কথার।]

সবাই চুপ কোরে আছ কেন? বোলুন কি হোয়েছে —বোলুন ইন্সপেক্টারবাবু—কেন এসেছেন আপনি?

স্বাতি। বাবা!

[ইনস্‌পেকটার মিঃ দত্ত একবার সুধাংশুবাবুর দিকে তাকান।]

দেবব্রত। যতো খারাপ খবরই হোক না কেন—আপনি বোলুন ইন্সপেক্টারবাবু—আমি সইবো।

মিঃ দত্ত। হীরেনবাবু—

দেবব্রত। হীরেনবাবু—হীরু—কি—কি হোয়েছে হীরুর?

মিঃ দত্ত। হি ইজ ডেড্‌। উনি সুইসাইড্‌ কোরেছেন।

দেবব্রত। ডেড্‌! হীরু সুইসাইড্‌ কোরেছে!

[স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে একটু একটু কোরে ভেঙে পড়েন দেবব্রতবাবু।]

আমার হীরু সুইসাইড্‌ কোরেছে—আমাদের হীরু সুইসাইড্‌ কোরেছে—কেঁদো না বৌমা—কেঁদো না

—আমিও কাঁদবো না, এই ছাখো, আমার চোখে একটুও জল নেই—

[দেবব্রতবাবুর বুকের ওপর মাথা রেখে ঝর ঝর কোরে কাঁদতে থাকে স্বাতি।]

একি! তুইও কাঁদছিস্ স্বাতি—কাঁদিস না—কেউ কাঁদবো না আমরা—হতভাগাকে জানিয়ে দে—সে মোরেছে বোলে তার বাড়ির কেউ চোখের জল ফ্যালেনি—এক ফোঁটাও না।

[তার মুখের দিকে তাকাতে পারে না স্বাতি। একরকম জোর কোরে তাকে সে ভেতরে নিয়ে যায়।]

সুধাংশু। আমি আর সহ্য কোরতে পারছি না ভাই, তুমি চলো।

সৌমেন। কোথায়?

মিঃ দত্ত। আপনাকে একবার হস্‌পিটালে যেতে হবে আইডেনটিফিকেশানের জন্য—সেট্ আস গো মিঃ লাহিড়ী।

[এগিয়ে এসে সৌমেনের কাঁধে হাত দিয়ে মৃদু গলায় কথা বলেন সুধাংশুবাবু।]

সুধাংশু। আমি তোমার সঙ্গে আছি—কোন ভয় নেই তোমার?

মিঃ দত্ত। হ্যাঁ চোলুন।

[সৌমেন একবার ভেতরের দরজার দিকে তাকায়, সেখানে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বহ্নি, নিশ্চল নীরব। কোন কথা না বোলে মিঃ দত্ত ও সুধাংশুবাবুর সঙ্গে সে বেরিয়ে যায়। নির্বাক-নিশ্চল স্থির বহ্নি তখনো দাঁড়িয়ে রোয়েছে। বাইরে থেকে একটা দামী স্যুটকেস্ হাতে নিয়ে 'বৌদি—বৌদি' বোলে ডাকতে ডাকতে ঘরে এসে ঢোকে বীরেন। বাদামী রং এর স্যুট পোরেছে সে। খুশীতে চোখমুখ তার উজ্জ্বল।]

বীরেন। দেখলে তো বৌদি, তোমাদের ছেড়ে বেশীদিন থাকতে পারলাম না। বৌদি? ও বৌদি? বৌদি।

[তার দিকে ফিরে তাকায় বহ্নি। মুহূর্তে বীরেনের উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যায়।]

কি হোয়েছে বৌদি! বৌদি।

[ভেতরের দরজা ছেড়ে বীরেনের কাছে এগিয়ে আসে স্বাতি।]

আমায় চিনতে পারছো না বৌদি? আমি—আমি তোমার মেজঠাকুরপো। স্বাতি, বৌদির কি হোয়েছে? চুপ কোরে আছিস্ কেন? বল, বৌদির কি হোয়েছে?

[স্বাতির দুকাঁধ ধোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলে বীরেন।]

স্বাতি। মেজদা—মেজদা—দাদা—

["দাদা" বোলে অঝোরে কাঁদতে থাকে স্বাতি।]

বীরেন। দাদা! কি হোয়েছে দাদার ?

স্বাতি। দাদা আজ অফিসের বারান্দা থেকে লাফিয়ে. সুইসাইড কোরেছে!

[পাগলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে বীরেন।]

বীরেন। স্বাতি! কি—কি বোলছিস্ তুই! দাদা!

স্বাতি। হ্যাঁ।

বীরেন। দাদা সুইসাইড কোরেছে! দাদা—

[চোখ দিয়ে জল পোড়তে থাকে বীরেনের।]

নোতুন কোরে আমাদের ছোট্ট সংসারকে সাজাতে এসেছিলাম আমি—দাদা আমার পর প্রতিশোধ নিয়েছে বৌদি—দাদা আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার কোরে দিয়েছে—একপাল অপদার্থকে পিঠে নিয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁফিয়ে পোড়েছিলো গর্দভ—স্বার্থপর গর্দভ সুইসাইড কোরে বাঁচতে চেয়েছে। ফুল—নাম্বার ওয়ান ফুল।

[ঠোঁট কামড়ে ধোরেও উদ্গত কান্নাকে রোধ কোরতে পারে

না বীরেন। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢোকে উদ্‌ভ্রান্ত সত্যব্রত। আজ যেন সে আরো বেপরোয়া।]

সত্যব্রত। ওরা আসছে—ওরা আসছে—সব দরজা জানলা খুলে দাও—জ্বালিয়ে দেবে—সব জ্বালিয়ে দেবে—আগুনের লাল জিভ্ সবাইকে গ্রাস কোরবে। আজ আর কেউ কথা বোলছে না—

[সবাই নিরুত্তর।]

কেউ বাধা দিচ্ছে না—সবাই কাঁদছে—বুঝেছি, সব বুঝেছি—বোলেছিলাম না, এর প্রত্যেকটি ইঁটে পাপ, একে আমি ধ্বংস কোরবোই—কোরেছি—মৃত নগরীর নাগরিক সবাই—আজই আর কেউ কথা বোলবে না—কেউ বাধা দেবে না—সব ধ্বংস হোয়ে গ্যাছে—সব—সব দিস ইজ রিয়েলি এ মিস্‌টি রিয়াস আইল্যাণ্ড—ল্যাণ্ড অব দি ডেড বডিজ্।

[পাগলের চাপা হাসি হাসে সত্যব্রত। আজ কিন্তু সবাই নীরব, কথা বোলবার ক্ষমতা আজ সত্যিসত্যিই সবাই হারিয়ে ফেলেছে ; মঞ্চ অন্ধকার হবার আগে একটা সূক্ষ্ম সরু আলোর রেখা গিয়ে পড়ে হীরেনের ফটোটার ওপর। সবুজ আলোয় আলোকিত হয় বীরেনের মুখমণ্ডল। ধীরে ধীরে নেমে আসে "সম্রাটের মৃত্যু" নাটকের যবনিকা।]

যবনিকা ॥